GIFT

স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই

Dhaka University Library
466319

এম.ফিল. কার্যক্রমের সংশোধিত গবেষণা প্রতিবেদন

466319

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ দেলওয়ার হোসেন শেখ
অধ্যাপক , শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

গবেষক
বি, এম, নজরুল ইসলাম

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
DIGITIZED

স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই

এম.ফিল. কার্যক্রমের সংশোধিত গবেষণা প্রতিবেদন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ দেলওয়ার হোসেন শেখ
অধ্যাপক
উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

বি.এম. নজরুল ইসলাম
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৫
শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪

466315

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

প্রত্যয়ন পত্র

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ দেলওয়ার হোসেন শেখ
অধ্যাপক
উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বি.এম. নজরুল ইসলাম, তার এম.ফিল. গবেষণার জন্য আমার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে **"স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণার সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। আমি তার গবেষণা কর্মে সন্তোষ প্রকাশ করছি।

466319

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কর্ম সংশোধন করার সামর্থ প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আমি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ দেলওয়ার হোসেন শেখ স্যারকে, যিনি অতি মূল্যবান সময় দিয়ে গবেষণা সংশোধন করার জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন । তাঁর সার্বক্ষনিক উৎসাহ উদ্দীপনা আমার গবেষণার কাজ সমাপ্তির পথ পেয়েছে । এজন্য আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী সানী, সহকর্মী অডিটর জনাব শেখ হাকিমুল ইসলাম, বন্ধুপ্রতিম মো: জিয়াউল ইসলাম পলাশ, নূরুল ইসলাম বাবু ভাই সহ যারা বিভিন্ন ভাবে গবেষণার কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন ।

কৃতজ্ঞতায়
বি,এম, নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ পত্র

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষণার আংশিক চাহিদা পুরনের জন্য "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য আপনার নিকট হতে কিছু মতামত/তথ্য প্রয়োজন ।

অতএব উপর্যুক্ত বিষয়সমূহে সহায়তা করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

প্রাপক ঃ
নাম.....
ঠিকানা.....

অনুরোধক্রমে

বি,এম, নজরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিষ্ট্রেশন- ৪৭৫
শিক্ষা বর্ষ– ২০০৩-২০০৪
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ সূচনা ০৬
১.১.১ শিক্ষার ধারা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ০৭
১.১.২ শিক্ষা গ্রহণের উপায় ও গণ মাধ্যম ০৮
১.১.৩ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও টেলিভিশন মাধ্যম ০৮
১.২ গবেষণা বিবরণ ও সমস্যা নির্বাচন ০৯
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ১০
১.৪ সমস্যার শিরোনাম বর্ণনা ১৪
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ১৪
১.৬ বিশিষ্ট শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ১৫
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৫
গ্রন্থপঞ্জী ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা ২১
২.২ সাহিত্য পর্যালোচনা ২১
২.২.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ২২
২.২.২ অব্যাহত শিক্ষা ২৩
২.২.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ২৪
২.২.৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্রমপঞ্জী ২৫
২.২.৫ বাংলাদেশে গণশিক্ষা ২৬
২.২.৬ গণশিক্ষা অধিদপ্তর ২৮
২.২.৭ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ২৮
২.২.৮ বাংলাদেশের দূরশিক্ষণ ২৯
২.২.৯ শিক্ষানীতি- ২০১০ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ৩১
২.২.১০ অনগ্রসর আদিবাসীদের শিক্ষা ও ভাষা সংঙ্কট ৩১
২.২.১১ পাহাড়ী জনপদে আদিবাসীদের শিক্ষা ৩২
২.২.১২ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ৩৩
২.২.১৩ বিভিন্ন দেশে বিষয় ভিত্তিক ও শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেল ৩৫
২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনার মন্তব্য ৩৬
২.৪ সংশ্লিষ্ট গবোষণা পর্যালোচনা ৩৭
গ্রন্থপঞ্জী ৪০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল

৩.১	সূচনা	৪২
৩.২	গবেষণা পদ্ধতি	৪২
৩.৩	তথ্যের উৎস	৪২
৩.৪	নমুনা নির্বাচন	৪৩
৩.৫	নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি	৪৩
৩.৬	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (tools)	৪৪
৩.৭	উপকরণ (tools) উন্নয়ন	৪৪
৩.৮	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৪৫
৩.৯	তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৪৬
	গ্রন্থপঞ্জী	৪৭

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১	ভূমিকা	৪৮
৪.২	তথ্যাদির উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৪৮
৪.৩	বাংলাদেশ টেলিভিশন (রাষ্ট্রীয়)	৪৮
	৪.৩.১ সূচনা	৪৮
	৪.৩.২ বাংলাদেশ টেলিভিশন	৫০
	৪.৩.৩ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান	৫১
৪.৪	বাংলাদেশে সম্প্রচারিত টেলিভিশন ও রেডিও সমুহ	৫২
	৪.৪.১ বাংলাদেশে সম্প্রচারিত রেডিও সমুহ	৫৩
	৪.৪.২ অন লাইন রেডিও সমুহ	৫৪
	৪.৪.৩ প্রেরণামূলক অনুষ্ঠান সমূহের বিষয়বস্তু	৫৪
	৪.৪.৪ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সমূহের বর্ণনা	৫৫
৪.৫	বাংলাদেশী টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমূহ পর্যালোচনা	৬১
	৪.৫.১ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন	৬১
	৪.৫.২ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান	৬২
	৪.৫.৩ দর্শন প্রতিবন্ধকতা	৬২
৪.৬	টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রকারভেদ	৬৩
	৪.৬.১ বিষয়ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলের উদাহরণ	৬৩
৪.৭	বিদেশি বিষয়ভিত্তিক টেলিভিশন পর্যালোচনা	৬৪
	৪.৭.১ "ষ্টার মুভি" টেলিভিশন চ্যানেল	৬৪
	৪.৭.২ ডিসকভারী চ্যানেল	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

	৪.৭.৩ ইসলামী টিভি	৬৬
	৪.৭.৪ "টেন স্পোর্টস" চ্যানেল	৬৭
৪.৮	বিদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	৬৯
	৪.৮.১ পৃথিবীর কিছু শিক্ষা ও নির্দেশনা মুলক টিভি চ্যানেল	৭০
	৪.৮.২ বিদেশে শিক্ষামুলক টেলিভিশন এর অনুষ্ঠান সমুহ	৭১
৪.৯	শিক্ষামূলক টেলিভিশন পর্যালোচনা	৭২
	৪.৯.১ মানা টেলিভিশন-২, অন্ধ্রপ্রদেশ	৭২
	৪.৯.২ টিএলসি (টিভি)	৭৩
	৪.৯.৩ Educational Television (Hong Kong)	৭৫
৪.১০	সংগৃহীত মতামত ও প্রশ্নমালা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৭৭
	৪.১০.১ শিক্ষার্থী ও দর্শকদের মতামত উপস্থাপন	৮০
	৪.১০.২ শিক্ষকদের মতামত কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত উপস্থাপন	৮৮
	৪.১০.৩ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামত উপস্থাপন	৯৬
	৪.১০.৪ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত ও সাক্ষাৎকার উপস্থাপন	১০২

পঞ্চম অধ্যায়
গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ

৫.১	গবেষণার ভূমিকা	১১০
৫.২	মতামত পর্যালোচনা	১১০
৫.৩	গবেষণার ফলাফল	১১৪
৫.৪	গবেষণার সুপারিশ সমূহ	১১৫
৫.৫	বাংলাদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন–এর জন্য প্রস্তাবিত রূপরেখা	১১৬
৫.৬	পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ	১২৬
৫.৭	গবেষণার পথে অন্তরায়	১২৬
উপসংহার		১২৮
গ্রন্থপঞ্জী		১২৯

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র সূচী

লেখচিত্র– ১ ঃ বাংলাদেশ টেলিভিশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র ৫৮
লেখচিত্র– ২ ঃ বিটিভি'র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উৎস ৫৮
লেখচিত্র– ৩ ঃ বিটিভি'র প্রচারিত অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রযোজনার পাইচিত্র ৫৯
লেখচিত্র– ৪ ঃ এটিএন বাংলা'র বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র ৫৯
লেখচিত্র– ৫ ঃ এটিএন বাংলার খবর প্রচারের সময়ের পাইচিত্র ৬০
লেখচিত্র– ৬ ঃ মাইটিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র ৬০
লেখচিত্র– ৭ ঃ বাংলা ভিশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের লেখচিত্র ৬১
লেখচিত্র– ৮ ঃ গ্রাম ও শহর ভিত্তিক মতামতের লেখচিত্র ৭৭
লেখচিত্র– ০৯ঃ মতামত প্রদানকারীদের পেশাভিত্তিক লেখচিত্র ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সূচী

পরিশিষ্ট– ১ ঃ বিটিভি প্রচারিত মোট অনুষ্ঠান মালা	i
পরিশিষ্ট– ২ ঃ এটিএন-বাংলার মাসিক অনুষ্ঠান সূচী	iii
পরিশিষ্ট–৩ ঃ মাইটিভির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচী	vi
পরিশিষ্ট–৪ ঃ বাংলা ভিশন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচী	ix
পরিশিষ্ট–৫ ঃ সাধারন দর্শকদের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র	xiv
পরিশিষ্ট–৬ ঃ শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র	xvi
পরিশিষ্ট–৭ ঃ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সমুহের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র	xviii
পরিশিষ্ট–৮ ঃ বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সাক্ষাৎকার পত্র	xx

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

১। গবেষণার শিরোনাম

"স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"

২। গবেষণার ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রের উপর। আমাদের দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। দেশের বিরাট অংশকে অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর রেখে জাতীর উন্নতি সম্ভব নয়। আর এ জন্যেই সরকারকে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। সরকার এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের বৃহত্তম গণমাধ্যম টেলিভিশন। বিনোদনের সাথে সাথে এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে। কিন্তু জনসচেতনতা তথা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সাফল্য কতটুকু, এর শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এ মাধ্যমকে কি ভাবে সফল ভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণা কর্মটি হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণার বিষয়টি গণশিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা ও গণসচেতনতা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে।

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য

১। টেলিভিশনের প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে শিক্ষা বিষয়কে কতটা প্রাধান্য দিচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা।

২। টিভির উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি দর্শকদের মনোভাব যাচাই করা।

৩। দেশে প্রচলিত টেলিভিশন চ্যানেল হতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা তা জানা।

৪। শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণাটি সম্পাদনে দুটি পর্যায়ে কাজ করা হয়েছে- সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করা এবং দেশী বিদেশী টেলিভিশন চ্যানেল ও তাতে প্রচারিত অনুষ্ঠান বিশেষ করে শিক্ষা তথ্যমুলক অনুষ্ঠান পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত গবেষণাটির সুষ্ঠু পরিচালনায় গবেষনার ভিত্তি তৈরি করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কাঠামো প্রণয়ন এবং তথ্যের বিভিন্ন উৎস যেমন টিভির বিভিন্ন চ্যানেল, টিভির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, টিভি দর্শক, সমাজের বিশেষ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক কর্মকর্তা, টিভি ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেলের রূপরেখা সুপারিশ করা।

৫। গবেষণার উপকরণ

গবেষণার জন্য সাধারণ টিভি দর্শক, শিক্ষক, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের জন্য মতামতমালা/ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জার্নাল ও দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা, দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেশী-বিদেশী টেলিভিশন চ্যানেল ও ইন্টারনেট হতে উক্ত গবেষণা সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। মতামত গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা, সাক্ষাতকার গ্রহনের জন্য গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে।

৬। তথ্য সংগ্রহ

বিষয়ভিত্তিক বিদেশি টেলিভিশন এর বিবরণী দেশে বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এর তথ্য, বিবরণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রধানত ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাধারণ টিভি দর্শক, শিক্ষক ও সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি/টীম প্রেরণ করে প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। টেলিভিশন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাতকারের মাধ্যমে মতামত নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। তথ্য বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণে গুণগত দিক এবং পরিমাণগত দিক বিশ্লেষণে আনা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ ও সারণীতে সাজিয়ে চিত্রের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্যসমূহ শতকরা হারে, সারণী, স্তম্ভ চিত্র ও পাই চিত্রে দেখান হয়েছে।

৮। গবেষণার ফলাফল

বর্তমানে পৃথিবীতে বহু দেশে ব্যবহারিক, প্রায়োগিক ও জীবনভর অব্যাহত শিক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করেছে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক টিভি চ্যানেল্ যেমন- প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে-এনিমেল প্লানেট, ইতিহাস বিষয়ে- ফক্স হিস্ট্রি, প্রযুক্তি বিষয়ে- দ্যা সাইন্স , শুধু সংবাদ বিষয়ে- বিবিসি, সিএনএন প্রভৃতি। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া বিষয়ভিত্তিক টিভি **জাতীয় সংসদ চ্যানেল**। বেসরকারী ভাবে চালু হয়েছে- সংবাদের জন্য সময় টিভি, ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ইসলামী টিভি। বিভিন্ন দেশে শুধু শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেলও চালু রয়েছে। যেমন- মানা টেলিভিশন-২, অন্ধ্রপ্রদেশ। রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও অব্যাহত উন্নয়ন এর লক্ষ্যে বোর্ড অব ইন্টার মিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড অন্ধ্রপ্রদেশকে সাপোর্ট করে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল চলছে। Teaching Learning tv. Channel (TLC)tv- মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০সন হতে টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করে প্রধানত পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৃতি, ইতিহাস, রান্না ও পুষ্টি, গৃহ-ব্যবস্থাপনা, বর্তমান বিষয়াবলী, বিভিন্ন ব্যবহারিক ও চলিত বিষয়ে প্রামান্য তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। Educational Television (Hong Kong) রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় শিক্ষা বিভাগ এর অধীনে শিক্ষা ও মানব সম্পদ ব্যুরো ও রেডিও-টেলিভিশন হংকং এর সাথে যৌথ ভাবে ইটিভি হংকং সম্প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু শিক্ষা ও তথ্য মূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সে সব অনুষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা যায়। টিভি দর্শক , শিক্ষক, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়-

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রত্যেক টিভি চ্যানেল কম-বেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। টিভি চ্যানেল গুলিতে বিনোদন ও খবরের সাথে মিশ্রভাবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে। বিটিভি আশির দশকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বতন্ত্র চ্যানেল চালু করেছিল। শুধুমাত্র বিটিভি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান প্রচার করছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় টিভি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন টিভি চ্যানেলেই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সময় বরাদ্দ যথেষ্ঠ নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে কিছু বিষয়ভিত্তিক টিভি চ্যানেল চালু হচ্ছে। বাউবি'র ২.৫ লক্ষ শিক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট দর্শক রয়েছে। অধিকাংশ দর্শক মাঝামাঝি মাত্রায় টিভি দেখে। দর্শকরা টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে দেখে না। টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দর্শকদের মোটামুটি পছন্দ। টিভির উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্যোগগুলি মাঝামাঝি মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। টিভিতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মানের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞ নেই। টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক সহযোগিতা রয়েছে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যথেষ্ট প্রশাসনিক সহযোগিত রয়েছে। টিভি কর্মকর্তারা টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট। সরকারি-বেসরকরি সংস্থার সাথে একত্রে অনুষ্ঠান নির্মান ও সম্প্রচার করা দরকার। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হলে দর্শকরা নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখতে পারে। চিঠিপত্র, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় করা যায়। ভাল শিক্ষকের উপস্থাপনায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা দরকার। অনুষ্ঠান পরবর্তী মূল্যায়ন করা জরুরী। শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল চালু করার দরকার রয়েছে বলে সর্ব স্তরের মতামত প্রদানকারী এ ব্যাপারে জোরালো সমার্থন দিয়েছেন।

৯। গবেষণার সুপারিশ সমূহ

প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং এ কাজে গণযোগাযোগ মাধ্যম টেলিভিশনের সফল ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ করা হলো-

১। টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে গতানুগতিক ধারা পরিহার করে নতুনত্ব আনতে হবে।

২। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও উপস্থাপনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতামত, অংশ গ্রহণ ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মাণের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি করা ও প্রতিটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে।

৪। জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পর্ব বাড়ান এবং অব্যাহত/গণশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান রাতের প্রথম ভাগে প্রচার করা দরকার ।

৫। বিভিন্ন পেশাজীবিদের চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হবে।

৬। সম্প্রচারের পর অনুষ্ঠান সমূহ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারীর মত একটি স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল খুলতে হবে।

৮। বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল গুলির সাথে যৌথ উদ্দোগে শিক্ষামূলক টিভির জন্য অনুষ্ঠান নির্মান, আদান-প্রদান ও সম্প্রচার করা যেতে পারে।

৯। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উদ্দোগে একটি শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করতে হবে।

১০। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষামূলক টেলিভিশন হংকং এর আদলে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর মিডিয়া সেন্টার, বর্তমানে বন্ধ বিটিভির ইউনিট-২ (শিক্ষা সেল) ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর একত্রে কাজ শুরু করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ সূচনা

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মাত্র নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬-ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এরপর দীর্ঘ পথ পার হলেও আজ ও আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি। স্বাধীনতার পর শিক্ষা উন্নয়নে প্রতিটি সরকার সচেষ্ট থেকেছে। রাজনৈতিক জীবনে যাই থাক, জাতীয় জীবনে প্রত্যেক সরকারই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ আজও আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের হার নগণ্য। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এখনও কাংখিত অবস্থায় না এলেও প্রতিটি সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তা সত্বেও আমাদের প্রায় অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর। মানব উন্নয়ন ও সার্বিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার ভূমিকা অগ্রগামী [১]। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষার সংস্কার ও নবায়নের জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীন দেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১২টি শিক্ষা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে [২]। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে এর কোনটিরই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণীত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এটি হবে একটি মাইল ফলক।

শিক্ষার প্রধান দু'টি ধারা- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক [৩]। রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ পর্যাপ্ত নয়। সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা চাহিদা পূরণ করা [৪]। বহুমুখী শিক্ষার চাহিদা পূরণ ব্যক্তি মানুষের পৌনঃপুণিক শিক্ষার প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সহ-অবস্থান প্রয়োজন [৫]। এই ত্রিধারায় শিক্ষার মাধ্যমেই একটি দেশের সমগ্র জাতি গোষ্ঠীর শিক্ষার চাহিদা সামগ্রিকভাবে মেটানো সম্ভব [৬]। এ জন্যে শিক্ষার কোন দিক উপেক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ-আল-মূতী বলেন-"শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আজকের দিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সকল মানুষের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারছেনা। সে জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশের সকল নাগরিকের প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার অতিরিক্ত যে জীবন ব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন তার আয়োজন করছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মাধ্যম" [৭]।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামো উভয়টিই দূর্বল। ১৯৯৫ সালে দেড় কোটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় ছিল মাত্র ৬০ হাজার। অথচ বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশু ছিল প্রায় ৬ কোটি [৮]। ড. জাহেদ আহমেদ এর এক হিসাব অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রতিবছর ২১ লাখের মতো শিশু কিশোর কিশোরী এবং ১৪-১৫ বছর বয়সী প্রায় ১১ লাখ শিক্ষার্থী অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। কিন্তু এরা সবাই শেষ পর্যন্ত সাক্ষর থাকতে পারবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। প্রতি বছর ১০ লাখকে সাক্ষর করে তোলার দ্বারা বর্তমানে প্রায় ১ কোটি মানুষকে নিরক্ষর মুক্ত করতে অন্তত ৫০ বছর সময় লাগবে। এর মধ্যে ঝরে পড়াদের ধরা হয় নি [৯]। এ হিসাব অনুযায়ী বোঝা যায় বাংলাদেশের সকল শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে পারছে না। অথচ শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার [১০]। আবার শিক্ষার মতো একটি জটিল বিষয়ের বিকল্প পথের সন্ধানও সহজ সাধ্য ব্যাপার নয় [১১]।

দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষিত করে তোলার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সহগামী হতে পারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। পরবর্তী পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমগ্র জন জীবনের জন্য একটি পৌনঃপুনিক শিক্ষাধারায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হলে জন জীবনের গুণগত মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১.১.১ শিক্ষার ধারা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে কোথাও কোন বির্তক নেই। তবে দেশ ভেদে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, সংগঠন প্রভৃতির ভিন্নতা রয়েছে যথেষ্ট। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংজ্ঞায় বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বলেন-

- আবদুল্লাহ-আল-মূতী, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে মিল রেখে যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
- ফারুক রহমান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বুঝায়, আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ শিক্ষার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা বাস্তবতা অনুযায়ী অল্প খরচে এক ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে দক্ষতা প্রদানের জন্য যে শিক্ষা।
- মমতাজ লতিফ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে স্বল্প সময়ে স্বল্পকালীন এবং শিক্ষার মৌলিক দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যে যে শিক্ষা পরিচালিত হয় তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডিও ব্যাপক। এর শিক্ষার্থীদের প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় [১৫]।

ক. প্রাথমিক শিক্ষা বয়স উপযোগী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা।

গ. বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিতদের জন্য গণশিক্ষা ও অব্যাহত জীবনব্যাপী শিক্ষা।

১.১.২ বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

পঞ্চাশ দশকে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যক্তি উদ্যোগ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হয়। এ শিক্ষার পথিকৃৎ ইংরেজ বংশোদ্ভত অবসর প্রাপ্ত আই,সি,এস, অফিসার জি.এস. বিভার [১৬]। তিনি বিদ্যোৎসাহী কিছু ব্যক্তির সহায়তায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। পাকিস্তান শাসন আমলে Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) গণশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে [১৭]। ১৯৬৩ সালে প্রথম সরকারী ভাবে জনশিক্ষা পরিদপ্তরে একটি বয়স্ক শিক্ষা শাখা স্থাপন করা হয় [১৮]। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে Bangladesh Rural Advancenent Committee (BRAC) ও RDB উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে [১৯]। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সাল হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তরের মর্যাদা পেয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকারের সাথে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ৩২৬ টি এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে [২০]। যদিও এ সকল এনজিও গুলো শুধু মাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়োজিত তবুও আজও আমরা শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি।

১.১.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও টেলিভিশন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত ছক বাঁধা গন্ডির মধ্যে ফেলা যায় না। তাই এটির প্রসার প্রচলিত নিয়মের মাধ্যমে সহজ সাধ্য নয়। আধুনিক বিশ্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রচারে আগ্রগামী ভূমিকা রাখতে পারে [২১]। এ সকল মাধ্যম এর মধ্যে টেলিভিশন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম। এক গবেষণায় বলা হয়েছে-

Would you like to assess your knowledge about the Video film media? If your score less than 50% you must go through it seriously; if your score in between 50%-80% you would gain by looking at it; is more than 80% you may skip it.[22]

Dhaka University Institutional Repository

টেলিভিশন শিক্ষা সম্পর্কে Media Expert জাহাঙ্গীর বলেন- "শিক্ষা নিয়ে টিভি মাধ্যম যে কি করতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ভকেশনাল, মানবিক, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিটি বিষয়ে টেলিভিশন তার নিজস্ব ভাষা প্রয়োগ করে শিক্ষা দিতে পারে। দেশের সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে সফল ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ টি.ভি-তে বক্তৃতা দিতে পারেন। গঠনমূলক ভাবে সারা বছর ব্যাপি শিক্ষামূলক কর্মসূচি চলতে পারে। এমন এক বৈচিত্র্যময় সেক্টর নিয়েই একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেল খোলা যায়" [২৩]। এ সকল দিক খেয়াল রেখেই ভারতে ১৯৮৪ সালে চালু হয় টেলিভিশন শিক্ষা প্রকল্প-

Telecast of higher education began in 1984 with UGC country wide class room (In India). The Program primarily targeted at rural and urban undergraduate student is enrichment and is put for 1 hour, 6 days per week. It seeks to provide new various are also highlighted and thus motivation innovation and creativity become the guiding principles. [24]

গ্রেট বৃটেনের শিক্ষার উন্নত হার সর্বজনবিদিত। অথচ সে দেশেও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে বিশ্ব নন্দিত হয়েছে [২৫]। এ সকল বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে শিক্ষামূলক টিভি উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে শিক্ষার হার খুবই কম সেখানে টেলিভিশন এর মত একটি শক্তিশালী মাধ্যমের ব্যবহার জরুরী।

১.২ গবেষণার বিবরণ ও সমস্যা নির্বাচন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের এক গরীব রাষ্ট্র। এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০ তম হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে ৮ম [২৬]। জনসংখ্যার চাপে জাতীয় পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এমনকি এশিয়ার সিংগাপুর, হংকং এর মতো দেশেও জন্মহার হ্রাস পেয়ে আশংঙ্কাজনক পর্যায়ে গিয়েছে [২৭]। ফলে পৃথিবীতে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এ অবস্থায় আমাদের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। তাই জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হলে চাই সু-শিক্ষা। বাংলাদেশের শিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল। ঝরে পড়ার হারও উচ্চ। এই শিক্ষা বঞ্চিত, ঝরে পড়া বিরাট অংশকে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষম করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নানা সমস্যায় জর্জরিত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি কম। অথচ এ সেক্টরটি অবহেলা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। দেশের পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণে সাধারণত ভূমিকা রাখে। সরকারী হিসেবে ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে সারা দেশে ২৮৬ টি দৈনিক সহ মোট ১,৫২২টি সাময়ীকি প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল পত্রিকার মধ্যে ৯০ শতাংশেরও অধিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। এই সংখ্যক দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশিত হলেও গোটা দেশে শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ লোক সপ্তাহে একবার পত্রিকা পাঠ করে। শহর এলাকায় ৩২ ভাগ এবং গ্রাম এলাকায় বিশেষত মহিলাদের মাঝে এ হার মাত্র ২ ভাগ [২৮]। অতএব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পত্রিকা, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরাসরি খুব বেশি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়না।

টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। এ মাধ্যমে একই সাথে শোনা ও দেখা যায় বলে এ মাধ্যমে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও সহজ হয়। এ ছাড়া বর্তমানে টিভি সেটের মূল্য নিম্নমধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে আসায় এর দর্শক সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন শুরু থেকেই তথ্য ও শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। বর্তমানে উপমহাদেশে ভারতেই প্রায় ৩০০ টি, পাকিস্তানে প্রায় ৯০ টি টিভি চ্যানেল রয়েছে। বাংলাদেশেও বর্তমানে এক ডজনের অধিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু রয়েছে।

গবেষক তার গবেষণার বিষয় হিসাবে টেলিভিশন মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। টেলিভিশন দর্শন ও শ্রবণ একই সাথে সম্ভব বলে মানুষ সহজে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই গবেষক "স্বতন্ত্র শিক্ষামুলক টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"- কে গবেষণার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। একজন প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি শুধু তার নিজের জন্য নয়, সমাজ ও মানব কল্যাণে নিবেদিত থাকেন [২৯]। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছে। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইলান্ডের ব্যাংককে শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত পৃথিবী গড়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয় [৩০]। এর পর পার হয়েছে অনেক বছর। অথচ এখনও দেশের ৩৪.৪৫ ভাগ মানুষ নিরক্ষর [৩১]। শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা কম ছিল বা আছে, এমনটি বলার

Dhaka University Institutional Repository

উপায় নেই। অথচ এখনও আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিক্ষার্থী ১০০% স্কুলে আনা সম্ভব হয়নি। যারা স্কুলে আসছে তাদের ৩০% ড্রপ আউট হচ্ছে [৩২]। এই না আসা শিশু অথবা ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি হবে?

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ না থাকায় স্কুল ত্যাগকারী লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বেকার অবস্থায় দিন কাটায়। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত বা চাকুরী না পাওয়া শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও কম নয়। এদের জন্য প্রয়োজন সংক্ষিপ্ত সময়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা [৩৩]। কিন্তু তার সঠিক ব্যবস্থা আজও আমরা করতে পারিনি।

এজন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত, শিক্ষা পরিত্যক্ত অথবা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া সমস্যাগ্রস্থ শিক্ষার্থী, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজন হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ জন্য সরকার ১৯৮১ সালে সাক্ষরতা অভিযান চালু করে[৩৪]। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার এক রির্পোট হতে জানা যায়; উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রজেক্ট-২ কার্যক্রম পুনরায় চালু না হলে ১৯০ জন উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার চাকুরী হারাবে। ১৯৯৫ সালে চালুকৃত এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গঠন [৩৫]। যে কারণেই হোক এমন একটি জরুরী সেক্টর বন্ধ হচ্ছে বা ব্যাহত হচ্ছে যা কারোই কাম্য নয়। এই প্রকল্পের কার্যক্রম কম খরচে সহজে চালনার জন্য বিকল্প পথ আমাদের ভাবতে হবে।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষা প্রচারের বিকল্প সহজসাধ্য আকর্ষণীয় মাধ্যম টেলিভিশন। বর্তমানে টেলিভিশন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌছে গেছে। বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে ব্যাটারী দিয়ে টেলিভিশন চালাচ্ছে। টেলিভিশন সেটের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালে আসায় দ্রুত এর প্রসার ঘটেছে। সরকারী সূত্র মতে- ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা ছিল ৬,১৭,৫০০টি [৩৬]। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে অসংখ্য টেলিভিশন রয়েছে। বর্তমানে টেলিভিশন দর্শক রয়েছে কয়েক কোটি যার মধ্যে দু'কোটি ১৮(+) বয়সের। এ বিশাল জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় টেলিভিশন সেটের সামনে আসে এবং মনযোগের সাথে অনুষ্ঠান উপভোগ করে। বাংলাদেশের টেলিভিশনকে অনেকেই শুধু একটি বিনোদন মাধ্যম মনে করেন। তাই এর প্রতি অনেকের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। অনেকেই পড়ালেখা বিঘ্ন হওয়ার ভয়ে শিশুদেরকে টিভি হতে দূরে রাখে। কিন্তু শিশুদের টেলিভিশনের প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক রয়েছে। অনেক বেকার যুবকের দিনের বড় এক অংশ ব্যয় হয় টেলিভিশন দেখে। তাই এ মাধ্যমটিকে আমরা এদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে খুব সহজে ব্যবহার করতে পারি [৩৭]।

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশ টেলিভিশন" আমাদের একমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল। শুধুমাত্র এ চ্যানেল দ্বারাই স্যাটেলাইট ছাড়াই সমগ্র দেশে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যায়। বিটিভি বহুমুখী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। যদিও এ অনুষ্ঠান হতে শিক্ষার সীমারেখা চিহ্নিত করা কষ্টকর। যেমনঃ টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠানে কোন শিক্ষণীয় বিষয় থাকলে সেগুলি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু বিতর্ক, গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে । শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান গুলোকে সুষ্ঠু ও কার্যকারী রুপে প্রচারের উদ্দেশ্যে টেলিভিশনের একটি আলাদা চ্যানেল খোলার চিন্তা ভাবনা করা হয়। শিক্ষামুলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯৮১ সালে জুন মাসে ইটিভি সেল (Educational Telivison Cell) গঠন করে [৩৮]। পরবর্তী বছর ইটিভি সেলটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

টেলিভিশন শিক্ষায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এগিয়ে আছে – Video film can motivate the view to crated greater interest in learning. It can bring about change in attitude of the view, viewing of small clippings and interactivity can create in attitudinal changes. [39]

সমাজের বিভিন্ন দলের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষা সেবা সরবরাহ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কল্যাণমূলক কাজ [৪০]। আর এ জন্য শুধু মানুষের মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। সমাজের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন অব্যাহত শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা। এর জন্য কোন স্কুল খোলা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা। সহজ সাধ্য পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি, মুদ্রণ, রেডিও, টিভি, টেলিফোন স্যাটেলাইট অডিও-ভিডিও, কম্পিউটার ইত্যাদি মাধ্যম [৪১]। জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষা প্রচারে ভারত সরকার সহজ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে রেডিও-টিভি। গত কয়েক বছর তথ্য শিক্ষা ও বিনোদন প্রচারে ভারতে Radio-TV ও INSS (Indian National Satalite System) অনন্য ভূমিকা রাখছে [৪২]।

আমাদের দেশে বিটিভি'কে অনুসরণ করে প্রচারিত টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে চরিত্র বা ধরণ নির্ধারণ করেছিল এখনও সেভাবেই চলছে। বিশেষ করে টিকা ও বিজ্ঞাপনের আধিক্যে মূল অনুষ্ঠান দেখার আগ্রহ দর্শক হারিয়ে ফেলে। প্রায় তিনটি অনুষ্ঠান প্রচারের সময় তিন লাইনে চলে টিকা। বাংলায় ও ইংরেজিতে দুটি টিকা। কোন কোন চ্যানেল সংযুক্ত করে আরও একটি টিকা-স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেটের খবর। পর্দার দুই পাশ দিয়ে চলতে থাকে অনভিপ্রেত বিজ্ঞাপনের আক্রমণ, উপরে বিশালাকৃতির চ্যানেল লোগো-এসব কারনে মূল অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

দেখার আগ্রহ হারিয়ে যায়। আমাদের এক্ষেত্রে সময় এসেছে টিভি চ্যানেলগুলোর চরিত্র নির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করার। মিশ্র অনুষ্ঠান প্রচার বাদ দিয়ে সংবাদ ও দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে একটি চ্যানেল, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, নাটক, ধারাবাহিক নাটক, বিনোদন মূলক টক শো প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে চ্যানেলের চরিত্র সুনির্দিষ্ট করা।

টেলিভিশনের বড়রকম একটি শিক্ষামূলক ভূমিকা রয়েছে যেটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক নাটক, সিনেমা, নাচ-গান সকল কিছুর মাধ্যমে রঙ্গিন চশমার মধ্যদিয়ে নয়- বরং সমাজের বাস্তব অবস্থা আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করতে পারে [৪৩]। জনমত, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের এর জুড়ি নেই। বাংলাদেশের প্রথম Television চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন। রাষ্ট্রীয় এ প্রচার যন্ত্রটি শুরু থেকেই কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে প্রাইভেট কোচিং, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রভৃতি [৪৪]। বর্তমান সময়ের চাহিদায় টেলিভিশনের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া শিক্ষাক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের কিছু টিভি কর্মকর্তা ও অধিকাংশ দর্শকের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের দিকে নজর থাকায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের দিকটির গুরুত্ব বড় হয়ে ওঠে না [৪৫]। তাছাড়া সাধারণ টিভি চ্যানেলের অন্যান্য অনেক সীমাবদ্ধতা তো রয়েছেই।

বিদেশে চ্যানেলগুলো নির্দিষ্ট দর্শকদের সামনে রেখে পরিকল্পিত। যেমন- শিশুদের জন্য কার্টুন চ্যানেল, খেলাধুলা প্রেমিদের জন্য স্পোর্টস্ চ্যানেল, বিনোদন প্রেমীদের জন্য বিনোদন চ্যানেল, সংবাদ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য সংবাদভিত্তিক চ্যানেল, সঙ্গীতের জন্য মিউজিক চ্যানেল, সিনেমা চ্যানেল, পরিবার ভিত্তিক খুঁটিনাটি বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়ে ফ্যামিলি চ্যানেল, স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়ে হেলথ্ চ্যানেল, হাসির অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ স্মাইল চ্যানেল, ধর্মবিষয়ক চ্যানেল, ভূতত্ত্ব বিষয়ক চ্যানেল, জীবজন্তু বিষয়ক চ্যানেল ইতিহাস বিষয়ক, বিজ্ঞান বিষয়ক, ফ্যাশনবিষয়ক, রান্না সংক্রান্ত ইত্যাদি অসংখ্যা ভাগে ভাগ করে চ্যানেলগুলোর ধরণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এখন দর্শক যার যা ভাল লাগে, দেখতে আগ্রহী সেভাবেই নিজেদের পছন্দের চ্যানেল নির্ধারণ করবেন। কেউ বিনোদন চ্যানেল দেখতে চাইলে হঠাৎ করেই তার সংবাদ দেখার ইচ্ছা হলো মুহূর্তেই সংবাদের চ্যানেলে গিয়ে সংবাদ দেখে আসতে পারবেন। কিংবা কোন প্রিয় দল কেমন খেলছে তা দেখার জন্য মুহূর্তেই খেলার চ্যানেলগুলো ঘুরে আসতে পারেন। বর্তমানে দর্শক চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে কিছু চ্যানেল তাদের অনুষ্ঠান গুলো আরও বেশী

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার আমাদের ভাষা সংস্কৃতির সাথে সংগতি পূর্ণ নাও হতে পারে এমন কি ক্ষতিকরও হতে পারে।

বাংলাদেশের সব চ্যানেলই মিশ্র অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। কিন্তু এখন বিশ্বের প্রায় সব দেশে মিশ্র অনুষ্ঠান প্রচার বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক চ্যানেলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক নিবেদিত বা সুনির্দিষ্ট চ্যানেল প্রদর্শনের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে-যে চ্যানেলগুলো কেবলই নির্দিষ্টসংখ্যক দর্শকদের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং তাদের আগ্রহের প্রতি লক্ষ রেখে একই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে, সে সব চ্যানেলকে এর আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – বিবিসি বা সিএনএন এর কথা, যারা শুধু সংবাদ ও তদসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে, অথবা ইএসপিএন বা ষ্টার স্পোর্টসে যারা শুধুই ক্রীড়া বা ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।

সর্বশেষে বলতে হয় টেলিভিশন একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম আবার শিক্ষার হারও কম। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে আমারা টেলিভিশনকে কতটুকু ব্যবহার করতে পারছি? এ ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে গঠনমূলক কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করার লক্ষ্যে জাতীয় ভিত্তিতে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন। এর দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য।

১.৪ সমস্যার শিরোনাম

"স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই।"

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষক নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ গবেষণা হাতে নিয়েছেন। বাংলাদেশের টেলিভিশন সমূহে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ধারাবাহিতা এর দর্শক সন্তুষ্টি, মান উন্নয়ন, এ শিক্ষা দর্শকদের কতটুকু কাজে লাগছে তা জানা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। নিম্নে উক্ত গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ উল্যেখ করা হল-

১। টেলিভিশনের প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে শিক্ষা বিষয়কে কতটা প্রাধান্য দিচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

২। টেলিভিশন মাধ্যমে প্রচারিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি দর্শকদের মনোভাব যাচাই করা।

৩। দেশে প্রচলিত টেলিভিশন চ্যানেল গুলোর মাধ্যমে শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠানের চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা তা জানা।

৪। শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা।

১.৬ বিশিষ্ট শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে মৌলিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টেলিভিশন ঃ যে টিভি চ্যানেলের প্রধান উদ্যেশ্য থাকবে বাংলাদেশের জনগনের জন্য শিক্ষা, তথ্য ও সচেতনতা ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার।

বিশেষজ্ঞ ঃ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট টিভি অনুষ্ঠান পরিকল্পনাকারী ও সংশ্লিষ্ট প্রযোজক বৃন্দ।

টেলিভিশন ঃ বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন চ্যানেল।

টেরিষ্ট্রিয়াল ঃ স্যাটেলাইট লাইন ছাড়া সরাসরি দেখা যায় এমন লাইন।

শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ঃ টিভি'র সকল জনসচেতনতামূলক, তথ্যমূলক, প্রেরণামূলক, গণশিক্ষামূলক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাস ভিত্তিক অনুষ্ঠান ও তথ্যভিত্তিক বিনোদন সমূহকে বোঝানো হয়েছে।

বাউবি ঃ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ /সামাজ সচেতন ব্যক্তি ঃ পেশাজীবি, সমাজসেবক, রাজনিতিবীদ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ

শিক্ষক ঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার সাথে জড়িত পেশাদার অপেশাদার শিক্ষকগন।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কাজ অত্যন্ত জটিল ও কষ্টসাধ্য। গবেষণা থেকে একটি সমস্যার প্রকৃত সমাধান বেরিয়ে আসে। বর্তমান গবেষণাটি দেশের শিক্ষার উন্নয়নে সুষ্ঠু সুন্দর ও যুগ উপযোগী ভূমিকা রাখতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সংগ্রহ করা। এমফিল কোর্স এর একাডেমিক গবেষণা বিধায় গবেষক গবেষণা কর্মটির তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্মোক্ত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছেন-

১. বাংলাদেশের চারটি বিভাগের চারটি জেলার টিভির দর্শক।

২. শিক্ষার্থী , শিক্ষক, সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ

৩. টেলিভিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও প্রযোজকবৃন্দ।

৪. দেশি-বিদেশি টিভি চ্যানেল।

উল্লেখিত স্বল্প পরিসরের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক গুরুত্ব সহকারে কাজ করেছেন। আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষকের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। লতিফ আবু হামিদ, **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা**, বাংলা একাডেমী ঢাকা-১৯৮৫, পৃষ্ঠা-২৩।

২। মূতী-আবদুল্লাহ আল, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬,পৃষ্ঠা-৩৯।

৩। মূতী-আবদুল্লাহ আল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

৪। আহমেদ আবু, ক্যাডেট কলেজগুলো তাদের পথ বেছে নিয়েছে, **দৈনিক যুগান্তর**, কলাম ১২ ডিসেম্বর ২০০২।

৫। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫।

৬। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫।

৭। মূতী-আবদুল্লাহ আল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১।

৮। আহমেদ ড. জাহেদা, "একুশ শতকে করণীয়- একুশ শতকের ভাবনা", দৈনিক অর্থনীতি পত্রিকার বিশেষ সংকলন, জানুযায়ী ২০০৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৫২।

৯। আহমেদ ড. জাহেদা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩।

১০। জাতিসংঘ মানব অধিকার সনদ, ১৯৯৪ সাল, ধারা (ক)।

১১। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬।

১২। মূতী-আবদুল্লাহ-আল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

১৩ রহমান ফারুখ, শিক্ষা প্রশাসন, মেট্রো প্রকাশনী, ঢাকা ২০০১ পৃষ্ঠা- ৪৯।

১৪। লতিফ মমতাজ,"শিক্ষাদর্শন আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা", শিক্ষাবার্তা,ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সংখ্যা।

১৫। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯।

১৬। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০ ও ১১০।

১৮। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯০।

১৯। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৩।

২০। এ রিপোর্ট (এডাব), লিষ্ট অব এনজিও ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ- ২০০২।

২১। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১।

২২। K. L. Kumar, Education Technology, New age International (P.L) Publication 1996 page-212.

২৩। জাহাঙ্গীর মুহম্মদ, "একুশ শতকের টেলিভিশন-পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, একুশ শতকের ভাবনা", দৈনিক অর্থনীতি পত্রিকার বিশেষ সংকলন, জানুযায়ী ২০০৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৭৫।

২৪। Rayt P. H. Sethumadhav, "Impact of UGCS country wide classroom Communication 2000 AD", SilverJubilce Communicative volume New Delhi, India institute of Mass communication 1991. page-139.

২৫। খান নওয়াজীশ আলী, টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, বিটিভি প্রকাশিত, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৪৮।

২৬। পকেট পরিসংখ্যান বুক ২০০৯, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৭। মোনায়েম ড. এস এ, কয়েকটি জনমিতি ধাঁ ধাঁ, দৈনিক যুগান্তর কলাম ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০২।

২৮। **বাংলা পিডিয়া**, এশিয়াটিক সোসাইটি ২০০৭, ডিজিটাল সংস্করণ, 'বাংলাদেশের পত্র পত্রিকা'।

২৯। ভট্টাচার্য্য শ্রী নিবাস, শিক্ষার রূপ রেখা, বিদ্যাবিচিত্রা গ্রন্থমালা জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৩৪।

৩০। মৃতী-আবদুল্লাহ-আল, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪৪।

৩১। পকেট পরিসংখ্যান বুক ২০০৯, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

৩২। প্রাথমিক শিক্ষা ম্যানুয়েল, ২০০১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩৩। রহমান ড. তারেক শামসুর, উচ্চ শিক্ষা ভাবনা, দৈনিক যুগান্তর কলাম, ১১অগষ্ট, ২০০২।

৩৪। খান নওয়াজীশ আলী, টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, বিটিভি প্রকাশ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৪৯।

৩৫। দৈনিক প্রথম আলো, রিপোর্ট সোমবার, ২৯/৭/২০০২ ইং।

৩৬। আহমেদ আজাদুদ্দিন, টেলিভিশন লাইসেন্স বিষয়ক প্রতিবেদন, অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, প্রাগূক্ত পৃষ্ঠা- ২৩২।

৩৭। শরফুদ্দীন আবদুল্লা আল মুতী, টেলিভিশনে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, প্রাগূক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৩৮। খান নওয়াজীশ আলী, টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, প্রাগূক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৯।

৩৯। Kumar K.L. Education Technology, New Age International Privet, Delhi 1996, Page-224.

৪০। আহমেদ আবু, ক্যাডেট কলেজ গূলো তাদের পথ বেছে নিয়েছে, দৈনিক যুগান্তর, কলাম ১২ডিসেম্বর, ২০০২।

৪১। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগূক্ত পৃষ্ঠা- ১৫।

৪২। খুল্লার কে,কে, গণতন্ত্রই ভারতের মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতির নির্ধারক, দৈনিক প্রথম আলো, ভারত প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ ক্রোড় পত্র ২৫ জানুয়ারী, ২০০৩।

৪৩। শরফুদ্দীন আবদুল্লা আল মুতী, টেলিভিশনে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের

Dhaka University Institutional Repository

২৫ বছর, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩ ।

৪৪ । আহমেদ আবু, ক্যাডেট কলেজ গুলো তাদের পথ বেছে নিয়েছে, দৈনিক যুগান্তর, কলাম ১২ডিসেম্বর, ২০০২ ।

৪৫ । শরফুদ্দীন আবদুল্লা আল মুতী, টেলিভিশনে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৩৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা

গবেষণার লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান। কোন গবেষণার শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত গবেষণাপত্র, বই পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি হতে জ্ঞান অর্জন ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পূর্ববর্তী গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ও কলাকৌশল থেকে বর্তমান গবেষণার সমস্যা সমাধানের জন্যে ধারণা লাভ করাই সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও সাহিত্য পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্য ও সংস্লিষ্ট গবেষণার ফলাফল গবেষককে সঠিক দিক নির্দেশনা দানে সহায়তা করে।

গবেষণা একটি মৌলিক কাজ। তাই সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি রোধ করা হয়। গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে সামগ্রীক ধারণা লাভের জন্যে সংশ্লিষ্ট গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা ও অধ্যায়ন করা হয়[১]। এছাড়াও গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সমস্যার গভীরে প্রবেশ ও কৌশল নির্ধারণ পর্যাপ্ত সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ও বর্তমান গবেষণার পদ্ধতি, উপকরণ, সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ও পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হয়[২]। এজন্য বর্তমান গবেষণায় এ সংক্রান্ত পাঠ্য সামগ্রীকে সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণা পর্যালোচনা এ দু'ভাগে ভাগ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২ সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষক বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গবেষণা হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, প্রযুক্তিশিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেছেন। এছাড়াও উক্ত গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা অর্জন করেছেন তা কিয়দংশ উপাস্থাপন করা হল-

সমাজের সার্বিক পরিবর্তন ও উন্নয়নে শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে কোন মতান্তর নেই। তবে শিক্ষার ধরণ, পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিষয়ে অতীতে ও যেমন মত পার্থক্য ছিল বর্তমানেও তেমনি রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা জগতের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে ১৯৭১ সালে UNESCO মহাপরিচালক একটি আন্তর্জাতিক

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন নিয়োগ করেন। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন ফরাসি দেশের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি এদগর ফরে (Edgar Faure)। কমিশন ১৯৭২ সালে তাদের গুরুত্বপূর্ণ রির্পোট তৈরি শেষ করে। এ রিপোর্টটির নাম দেওয়া হয়েছিল Learning to be the world of education tomorrow অর্থাৎ "জীবনের জন্যে শিক্ষার জগৎ- আজ ও আগামী দিনে"। এ রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যে চারটি কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা দেয়া হয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের অন্যতম [৩]।

আজকের দিনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যাবস্থা অপর্যাপ্ত বলে বয়স্ক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার ন্যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজনীয় গুরুত্ব বহন করে।

২.২.১ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষা ধারা তাকে বলা যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এর উদ্দেশ্য অভিষ্টজন ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হতে ভিন্ন। নির্দিষ্ট বয়সে যারা নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। সমাজের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনমানুষের অনেকেই শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত জনসংখ্যার এই অংশের শিক্ষা-চাহিদা পূরনের লক্ষেই প্রচলিত পড়ালেখা শেখানোর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে কোন বয়সের অশিক্ষিত মানুষের মৌলিক বিভিন্ন বিষয় যেমন-অক্ষর জ্ঞান, নানা বিষয়ের উপর সাধারণ ও সহজ লেখা পড়তে ও বুঝতে পারা, গুণতে শেখা ও ছোট খাটো হিসাব করতে পারা এবং মনের সহজ ভাবসমূহ যে কোন উপায়ে লিখে প্রকাশ করতে পারা ইত্যাদি শেখানো হয়। একই সাথে শিক্ষার্থীকে সমাজ, পরিবেশ ও দৈনন্দিন বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে সচেতন করার কাজও পরিচালিত হয়। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ে পাঠ বঞ্চিতদের জন্য নয়, যারা দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারনে বিদ্যালয় থেকে ঝরে গেছে বা বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠি যারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোর গন্ডিতে যেতে পারছেনা তাদের জন্যও উন্মুক্ত। এ সকল জনগোষ্ঠির জন্য রয়েছে অব্যাহত শিক্ষা। এ হিসেবে জাতি শিক্ষিত হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা অব্যাহত শিক্ষার দ্বায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ৩ দলে ভাগ করা যায়-

১. যারা কখনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি এমন দল যাদের সাক্ষরতাদান ও কর্ম উপযোগী করে তোলা ।

২. স্কুলত্যাগকারী দল যাদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো যায় ।

৩. বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যাদের কর্মকুশলতা বাড়িয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল হতে সাহায্য করা ।

শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের (৬-১০বছর বয়স পর্যন্ত) উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, (১১-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) উপানুষ্ঠানিক কিশোর কিশোরী শিক্ষা, (১৫-৩৫/৪৫ বছর পর্যন্ত) উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা- কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা দেয়া হয় [৪] ।

২.২.২ অব্যাহত শিক্ষা ঃ

অব্যাহত শিক্ষা মূলত শিক্ষার মৌলিক বা প্রাথমিক পর্যায়ের ধারাবাহিকতা । মৌলিক শিক্ষা লাভের পর অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখতে হলে বা তাকে আরো বিকশিত করতে হলে শিক্ষার্থীকে যে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাই অব্যাহত শিক্ষা । সাধারনত প্রাথমিক শিক্ষা লাভের শিক্ষার চর্চা না থাকলে অর্জিত শিক্ষা ভুলে যায় । এই বাস্তবতা থেকে অব্যাহত শিক্ষার ধারণা এসেছে । উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমেও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা জরুরী[৫] ।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ কেবল সাক্ষরতার সীমা পেরোতে চলেছে সে সমাজ নিরবিচ্ছন্নভাবে শেখার সমাজ । উন্নয়নশীল দেশে জীবনভর শিক্ষাস্তরে পৌছাতে যে ধাপ গুলো পার করতে হবে তার চিত্র[৬]-

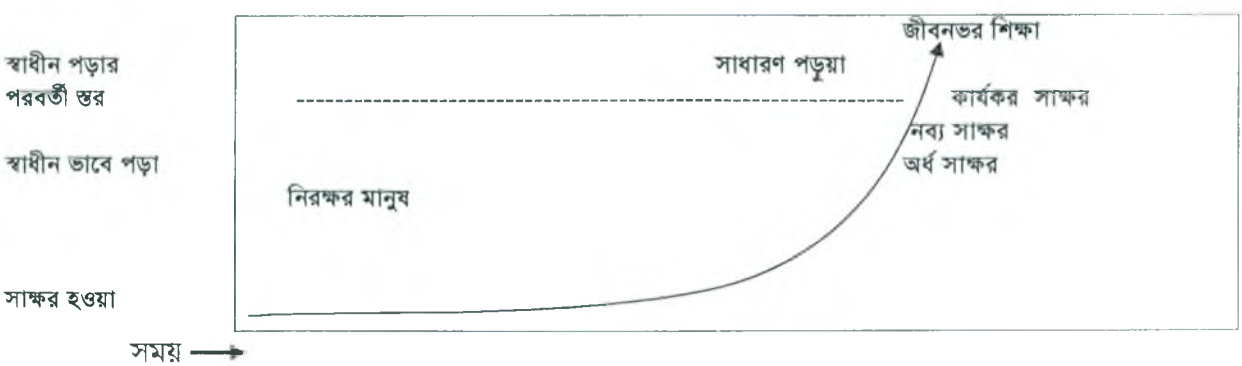

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আজকে শিক্ষা বিকাশের স্তরে সাক্ষরতা পরবর্তী শিক্ষা হবে অব্যাহত শিক্ষার ধারা। এই ধারায় থাকতে পারে নানা ধরনের উৎপাদনমূলক উদ্যোগ সহায়তা দেয়া এবং শিক্ষার্থীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক কর্মসূচী। তাছাড়া আরও হতে পারে এমন ধরনের শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের বই পড়তে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে উৎসাহিত করে। তাদের মধ্যে দেশ প্রেমিক গণতান্ত্রিক অসম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। এভাবেই পযায়ক্রমে সার্বজনীন সাক্ষরতা প্রসারের সাথে সাথে এর গুরুত্ব কমে আসবে এবং বাড়তে থাকবে জীবনভর অব্যহত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিকল্পনা করতে যে সকল বিষয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন তা হচ্ছে[৭]-

১। জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য

২। ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

৩। আর্থ সামাজিক তথ্য

৪। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

৫। অঞ্চল বা এলাকার প্রয়োজন ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

৬। প্রস্তাবিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী এলাকার সংশ্লিষ্ট তথ্য।

২.২.৩ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়বস্তু ঃ

এ সকল তথ্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশে (তথা বাংলাদেশ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপযুক্ত বিষয় বস্তুর তালিকা হতে পারে নিম্নরুপ [৮]-

শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ	জনসংখ্যা শিক্ষা
গৃহসংলগ্ন সবজি বাগান	নাগরিক শিক্ষা
খাদ্য পুষ্টি জ্ঞান	পরিবেশ ও সংস্কৃতি শিক্ষা
হাঁস মুরগীর খামার	সংসার পরিচালনা ও পারিবারিক শিক্ষা
মৎস্য চাষ পশু পালন	বেকারীর কাজ
বনায়ন ফলমুল চাষ	হোসিয়ারী শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ	প্লাষ্টিক শিল্প সংক্রান্ত কাজ
গৃহ নির্মাণ ও ইমারতের কাজ	চামড়ার কাজ
বাঁশ বেতের কাজ	মৃত শিল্প
তাঁত শিল্প সংক্রান্ত কাজ	কাপড় রঞ্জন
সাইকেল রিক্সা,ঘড়ি, কলম মেরামত	বিদ্যুতের কাজ
জালবোনা ও দর্জিও কাজ	নিটিং/বুনন
পাটজাত দ্রব্য তৈরি	রেডিও টিভি মেরামত
কাঠ ও ধাতুর কাজ	মটরসাইকেল,গাড়ি মেরামত
কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত	ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি মেরামত
সংখ্যা গণনা ও হিসাব পত্র	পোষাক তৈরি ও সূচিকর্ম
চিঠিপত্র লিখন সংবাদপত্র পাঠ	দৈনন্দিন ব্যবহৃত ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি পরিচালনা

২.২.৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্রমপঞ্জী ঃ [৯]

ক) ১৯১৮ সনে প্রথম সরকারী উদ্যোগে নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুর হয় ।

খ) ১৯২৬ সালে নৈশ বিদ্যালয় সংখ্যা ১০০০+ হয় ।

গ) ১৯৩৫ স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ সহ বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগে পাড়া মহাল্লার ভিত্তিতে গণশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা ।

ঘ) ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্ক লুবাক "অন্তত এক জনকে লেখাপড়া শেখাব" এই শ্লোগান নিয়ে সামাজিক আন্দোলন শুরু করে । তার অন্দোলন অতিদ্রুত সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ।

ঙ) শেরে-বাংলা এ-কে ফজলুল হকের বঙ্গিয় প্রাদেশিক সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম এর দায়িত্ব সরকারের পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তরকে প্রদান করে ।

চ) দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারনে গণশিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় ।

ছ) ১৯৪৭-এর পর বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যক্তি উদ্যোগে মৃতপ্রায় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

জ) ১৯৫৬ সালে এইচ, জি, বিভার-এর উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে "সাক্ষরতা কেন্দ্র" নামে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে।

ঝ) ১৯৬২ সালে বিভারের মৃত্যুর পর ১৯৬৩ সন হতে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রকল্প হিসেবে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২.২.৫ বাংলাদেশে গণশিক্ষা ঃ [১০]

বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও এখানে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশী। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের একটি মূলনীতি হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এর পরও এদেশে নিরক্ষরতার হার তেমন একটি কমেনি। সকল শ্রেণীর মানুষকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা এখনও সম্ভব হয়নি। প্রাইমারী থেকে ঝরে যাওয়া ছেলেমেয়েদের অনেকেই আর কখনই স্কুলে ফিরতে পারে না। এদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন। এছাড়া যারা স্কুলে পড়ার সুযোগ না পেয়েই বড় হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আভাবে নিরক্ষর রয়ে গেছে তাদের জন্যও এটি আবশ্যক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্কদের সুবিধামত সময়ে ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষা কার্যক্রমের সময়সূচী পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার পরিবেশ বিবেচনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য একটি আকর্ষণীয় কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাছেই এই শিক্ষার স্কুল বসানো হয়, যাতে করে স্কুলে যেতে আসতে কম সময় লাগে। আর শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সাধারণত হয় একই পাড়া বা মহাল্লার মানুষ। এসব স্কুলে অধিকাংশ শিক্ষকই হন মহিলা। শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাতও হয় কম। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সব পড়ালেখাই স্কুলঘর ভিত্তিক, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়িতে পাঠের চাপ থাকে না। এই শিক্ষা কার্যক্রম এমন ভাবে সাজানো যেন শিক্ষার্থী শিশু-কিশোর বা বয়স্কদের প্রয়োজনের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ হয় এবং পার্থিব জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এ শিক্ষার পদ্ধতিও হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক। এছাড়া শিক্ষার্থীদের গান, নাচ, শারীর চর্চা, চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষকে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তোলা হয়। শিক্ষা উপকরণের প্রায় সবটাই স্কুল থেকে বিনামূল্যে বিতারণ করা হয়। আর এখানকার শিক্ষা একটি অবিরাম ধারায় চলে, শিক্ষার্থীদের অহেতুক পরীক্ষার ভয়ে ভীত থাকতে হয় না। নিয়মিত পাঠের মূল্যায়ন হয়। সকল শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত তত্ত্বাবধানের ব্যাবস্থা থাকে, শিক্ষার্থীদের বাবা-মা এবং স্থানীয় সমাজকর্মী ও নেতাদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশের সরকার পাঁচ ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলি হচ্ছে-

- প্রাক-প্রাথমিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- প্রাথমিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- কিশোর-কিশোরী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- বয়স্ক শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
- সাক্ষরতা উত্তর অব্যাহত শিক্ষা।

শেষোক্ত কার্যক্রম এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের যে কেউ সাক্ষরতা অর্জন করা বা অগ্রবর্তী পর্যয়ের কোন শিক্ষা পাক, তা ভুলে গিয়ে আবার নিরক্ষরে রূপান্তরিত না হয় এই কার্যক্রম সেটিই নিশ্চিত করে। বিস্তৃত পরিসরে শিক্ষা কার্যক্রম এমন একটি জীবনব্যাপী ব্যবস্থা যা জ্ঞানের ক্রমপ্রসারিত পরিধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব ধারার পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরির বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে যারা সাক্ষরতা ও প্রাথমিক বা তুলনামূলক উচ্চতর শিক্ষা পেয়েছে তাদের নিকট সেগুলি পৌছে দেওয়ার কাজ সরকার ও এনজিও সমূহ সচেষ্ট রয়েছে। এ জাতীয় অনেক বইপত্র গ্রাম এলাকার বিভিন্ন পাঠাগারে, ভ্রাম্যমান পাঠশালা ও অব্যাহত শিক্ষা পরিচালনা কেন্দ্রসমূহে পাঠানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ "২০০০ সালের মধ্যে সাবার জন্য শিক্ষা ও শিশুদের জন্য বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন" এর ঘোষণাপত্রে সাক্ষর দিয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে শিশু ও কিশোর, যুবক ও বয়স্কদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে নিজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ১৯৮০ সালেই গনসাক্ষরতা নামে বয়স্ক শিক্ষার একটি জাতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। এরপর নানা সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মৌলিক কাঠামো গড়ে তোলা হয় এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পূরক ব্যবস্থা হিসাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে কাজে লাগানোর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সামনে নিয়ে ১৯৯১ সালে চালুকরা হয় 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম' প্রকল্প। ১৯৯২ এর আগষ্ট মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকন্ড সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' নামে মন্ত্রণালয় পর্যয়ের একটি স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয়। ঐ বছরই ১৯৯০ সালে প্রণীত 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা'-আইন অনুযায়ী ৬৮ টি থানায় বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের কাজ শুর হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল থানা ও ইউনিয়নে এই আইন বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৬ গণশিক্ষা অধিদপ্তর ঃ [১১]

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রয়োজনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে একটি দপ্তর খোলা হয়। একজন মহাপরিচালকের অধিন প্রশাসন কাঠামোর এই অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। আর স্থানীয় পর্যয়ের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য দেশের ৬৪ টি জেলায় প্রতিটিতে এর একটি করে জেলা কার্যালয় আছে। জেলা কার্যালয়ের প্রধান হচ্ছেন জেলা সমন্বয়কারী। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগণ বিশেষ করে, মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলাই হচ্ছে এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতাভুক্তদের মধ্যে আছে স্কুলে ভর্তি হয়নি এমন সকল ছেলেমেয়ে, স্কুল থেকে ঝরে যাওয়া শিশু-কিশোর বা প্রাপ্ত বয়স্ক লোক, শহরের বস্তিতে বসবাসকারী সুবিধা বঞ্চিত ও বিপথগামী তরুণ-তরুণী, জেলহাজতি, উপজাতীয় জনগণ এবং ভবঘুরে জনগোষ্ঠী। ব্যবহৃত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে আছে কেন্দ্রভিত্তিক পদ্ধতি, প্রচারণা ভিত্তিক পদ্ধতি এবং প্রাথমিক শিক্ষার বই বিতারণ পদ্ধতি।

২.২.৭ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ঃ

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। সে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। শ্রমজীবিদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিশেষ শিক্ষার। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজের চাহিদার জন্যে চাচ্ছে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি, পশু সম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং পরিবেশ এর বিভিন্ন বিষয়ক শিক্ষা প্যাকেজ। এ শিক্ষাগুলো দ্রুত প্রসার ও সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার। এ কাজের মুদ্রণ রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, স্যাটেলাইট, অডিও ভিডিও কম্পিউটার প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাগুলো হবে সহজবোধ্য [১২]। আমাদের এ উন্নয়নশীল দেশে দ্রুততম গণ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে টেলিভিশন যে ভূমিকা রাখতে পারে[১৩]-

ক) দেশ গঠনমূলক কার্যাবলীর সাম্প্রতিক অবস্থা জনগণকে অবহিত এবং এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

খ) জনগণের জন্য সুস্থ সময় উপযোগী ও গ্রহন যোগ্য চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

গ) গণশিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক কর্মসূচির বিশদ তথ্য জনসমক্ষে প্রতিনিয়ত তুলে ধরা ।

ঘ) সরকারি নীতি ও কর্মসূচী জনসমক্ষে প্রতিনিয়ত তুলে ধরা ।

ঙ) বাংলাদেশী কৃষ্টি ও সাংস্কৃতির লালন ও উৎকর্ষ সাধন ।

চ) জনগণকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করা এবং উন্নতমানের জীবন যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা ।

ছ) দৈনন্দিন বিশ্বের ঘটমান তথ্য পরিবেশন করা

২.২.৮ বাংলাদেশের দূরশিক্ষণ ঃ [১৪]

দূরশিক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে যে কোন পর্যায়ের এবং বয়সের শিক্ষার্থী ঘরে বসে অথবা কর্মস্থলে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে। এই শিক্ষা মুদ্রিত উপকরণ, অডিও-ভিডিও উপকরণ, কম্পিউটার এবং অন্যান্য কারিগরি মাধ্যমের সাহায্যে ছাত্র ও শিক্ষকের সংযোগ ঘটায়। ১৯৭৫ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন পরীক্ষামূলক একটি দূরশিক্ষণ স্কুল (Correspondence School) স্থাপনের সুপারিশ করেছিল যার দ্বারা নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে যেতে পারে না অথচ শিক্ষালাভে আগ্রহী এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া যায়। এরপর থেকে বিভিন্ন দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সৃষ্টি হতে থাকে। শিক্ষা অধিদপ্তর দূরশিক্ষণের ভিত্তি দাঁড় করানোর লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে প্রথম একটি অডিও-ভিডিও কোষ এবং পরবর্তীতে অডিও-ভিডিও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৮০ সালে পাইলট প্রকল্প হিসাবে একটি বিদ্যালয় সম্প্রচার অনুষ্ঠান (School broadcasting programme) চালু করা হয়। ১৯৮৩ সালে এই দুটি দূরশিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্রকে একীভূত করে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন মিডিয়া এন্ড টেকনোলজি (NIEMT) গঠন করা হয়। ১৯৮৫ সালে স্থাপিত হয় বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড)। পরবর্তীতে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন মিডিয়া এন্ড টেকনোলজি এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন একীভূত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে থাকে। এ সময় মিল্টন কিনসের (Milton Keynes) ব্রিটিশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে ব্রিটিশ বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থার (এডিএ) আর্থিক সহায়তায় এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে পুনরায় ওডিএ-র

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের টিম গঠন করা হয়। এই টিম ভারত, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড সফর করে। ১৯৮৯ সালে যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় আরেকটি সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা পরিচালিত হয় এবং এই প্রকল্প সরকার ও ব্যাংক যৌথভাবে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি-র মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালে সংসদে একটি আইন পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাইড'কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা হয়। দীর্ঘ ৪০ বছরের প্রচেষ্টার ফসল এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই বাউবি ১৮টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯ টি অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচীর আওতায় ৩০০-এর বেশি কোর্স চালু করে। কর্মসূচীগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ৬টি অনুষদ/স্কুল এবং ১২টি প্রশাসনিক বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাকার্যক্রম সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১২ টি আঞ্চলিক ও ৮০ টি স্থানীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এ সবের মাধ্যমে বাউবি'র কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বেতার, টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রম ভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে যোগাযোগ ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় টেলিভিশন দূরশিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠছে। এ যোগাযোগ শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। দূরশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্রোচের বিকল্প কিছু নেই। বাউবি ইতিমধ্যে একটি অত্যাধুনিক মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করেছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক, বেতার-টিভি প্রযোজক, সাংবাদিক, গণশিল্পি, কৃষি-স্বাস্থ্য-সমবায় কর্মীবৃন্দ, যুব-সংগঠন মহিলা সংগঠন, নগর ও গ্রাম পরিষদ এবং প্রশাসকগণ শিক্ষা বিস্তারের রাজনৈতিক অঙ্গিকার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আধুনিক গণমাধ্যম প্রযুক্তির ব্যবহার জীবনব্যাপী অব্যবহৃত শিক্ষার বিশাল দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। এসব কর্মসূচীতে প্রায় ২,৫০,০০০ শিক্ষার্থী আছে। এই সংখ্যা বাংলাদেশের সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে বেশী। দেশব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাউবি মুদ্রিত উপকরণ, অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, বেতার-টিভি অনুষ্ঠান এবং টিউটোরিয়াল সেবার ওপর নির্ভর করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.৯ শিক্ষানীতি- ২০১০,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ

আমাদের মতো দেশের ২০%-২৫% মানুষের শিক্ষা দুরশিক্ষনের মাধ্যমে সম্ভব। ২০%-২৫% মানুষকে শিক্ষিত করতে সরকারের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে যে ব্যয় হবে দুরশিক্ষনে তা হবেনা। দেশের প্রথাগত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তথ্য প্রযুক্তির নানা মাধ্যমকে ব্যবহারকরে দুরশিক্ষন পদ্ধতিতে ৬ষ্ঠ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অনায়াসে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া যায়। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে-২০১০ বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। বাংলাদেশের মতো দেশে দুরশিক্ষন ছাড়া স্বল্প সময়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধি সহ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা মোটেও সম্ভব নয়। দুরশিক্ষনের জন্য একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠনই যথেষ্ঠ নয় [১৫]।

২.২.১০ অনগ্রসর আদিবাসীদের শিক্ষা ও ভাষা সংস্কট ঃ

"বাংলাদেশের উপজাতি" গ্রন্থে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বোম, লুসাই, পাংখোয়া, খ্যাং, খুমি, চাক, গারো, খাসিয়া, হাজং এরাই বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান উপজাতি [১৬]। আদিবাসী প্রকৃতপক্ষে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা আদী বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি ভাবে অবিকৃত রেখে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও নিজ সামাজিক রীতিনীতিকে ধারণ করে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় নিপিড়ন উপেক্ষার মাধ্যমে টিকে আছে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে আমরা এটা ভাবি কিন্তু গোটা দুনিয়াতেই ব্যপারটা কম বেশি একই রকম। বাংলাদেশে বর্তমানে কম করে ৪৫ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখনও রয়েছে[১৭]।

"মোট জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের বেশি আদিবাসী রয়েছে এরকম জেলাগুলো হচ্ছে-বান্দরবন, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, চাঁপাইনওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী, নেত্রকোনা, শেরপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও মৌলভীবাজার [১৮]"।

বাংলা ছাড়া যতগুলি ভাষা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে তার প্রায় সবগুলিই ব্যবহার করে আদিবাসীরা। ১৯৯২ সনের এশিয়া প্যাসেফিক বুক ডেভলপমেন্ট জার্নালের একটি সংখ্যায় প্রদত্ত মতে বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ৩০এর উর্দ্ধে। তবে ড. শাহ মুহাম্মদ কোরেশীর মতে এই সংখ্যা ৪০ এর উর্দ্ধে। ১৯৯৯ এর হিসেব মতে পৃথিবীর প্রচলিত ৬০৬০ টি ভাষার মধ্যে ৯৬% ভাষা ব্যবহারকারী ৪% এবং বিশ্বের অর্ধেকের মতো ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ হাজারেরও নিচে। এই সংখ্যা প্রতিবছরই কমছে। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ধারায় দেখা যাচ্ছে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি বাংলা শিখছে এবং শিক্ষার মূল ধারায় চলে আসছে। তবুও টেলিভিশনের মত শক্তিশালী গণমাধ্যম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখতে পারে [১৯]।

২.২.১১ পাহাড়ী জনপদে আদিবাসীদের শিক্ষা ঃ

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারের দিকনির্দেশনা অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ দায়িত্ব পালন করছে। এ সকল কাজে সহায়তার জন্য প্রত্যেক উপজেলাতে একজন থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে প্রত্যেক থানাতে একটি করে উপজেলা রিসোর্চ সেন্টার। যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন রকম ট্রেনিং দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত আদিবাসীরা বাই-ল্যাঙ্গুর অর্থাৎ একাকী ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্থ। এরা গৃহে মাতৃভাষা গোত্রের বাইরে অপর গোত্রের সাথে সমজাতীয় ভাষা এবং বৃহত্তর পরিসরে অফিসিয়াল কার্যক্রমে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। ফলে পাহাড়ী অধিবাসি যারা বাংলা ভাষাভাষি নয় এদের শিশুরাও রাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলে শিশুরা সহজে পাঠ বুঝতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাংলাদেশে নেই। এছাড়া বাংলাদেশের উপজাতীরা ২০/২৫ রকম ভাষা ব্যবহার করে বিধায় এত বিচিত্র ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়[২০]।

একজন আদীবাসী সরকারী কর্মকর্তা যিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন গ্রামের স্কুলে। তিনি জানান, সেখানে পাহাড়ী ও বাঙালি শিক্ষার্থীরা একত্রে পড়ালেখা করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকায় প্রথম দিকে শিশুদের খুবই কষ্ট হয় এবং তারা বাঙালি শিক্ষার্থীদের থেকে পিছিয়ে থাকে। কিন্তু চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণী থেকে এরা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষালাভ করতে থাকে। তবে আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার থেকে আদিবাসী শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা দিলে বেশি ভাল হতো বলে তিনি মনে করেন। উক্ত পাহাড়ী এলাকাতে পূর্বে বিদ্যুৎ না থাকায় টেলিভিশনের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কিন্তু শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আর্থিক স্বাচ্ছল্য বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুৎ (সোলার প্যানেল) পাওয়ায় বর্তমানে টিভি দর্শক প্রায় সবাই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরাসরি বিটিভি ছাড়া অন্য

Dhaka University Institutional Repository

চ্যানেল দেখার সুযোগ খুবই কম। বিটিভি'র অনুষ্ঠানগুলো বাংলা ভাষায় প্রচার হওয়ায় এর প্রতি দর্শকদের আগ্রহ খুবই কম। তবে হাট-বাজারে ও স্বচ্ছল পরিবারে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে দেশ বিদেশের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এ অঞ্চলে মায়ানমার এর টিভি চ্যানেল অনেকটা সমভাষা ব্যবহার হয় বিধায় এর দর্শক আছে, এমনকি ভারতীয় হিন্দি চ্যানেলগুলোরও যথেষ্ট দর্শক রয়েছে[২১]।

২.২.১২ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ঃ [২২]

শারীরিক, মানসিক, বৈদ্ধিক ইত্যাদি ত্রুটির কারনে 'স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত । গর্ভকালীন, জন্মকালীন বা জন্ম পরবর্তী নানা কারনে মানুষ প্রতিবন্ধী হতে পারে। মোটামুটি চার ধরনের প্রতিবন্ধী দেখা যায়। যেমন- (ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধি, (খ) শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী, (গ) শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং (ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা দশ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধী ।

উন্নত দেশে অনেক আগে থেকেই প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয় অনেক পরে। বাংলাদেশে অনেক প্রতিবন্ধী রয়েছে যাদের দেখাশোনা পরিবারের সদস্যরা করে থাকেন। 'স্বাধীনতার পুর্বে বাংলাদেশে দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মানসিক প্রতিবন্ধিদের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে একটি কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। এ সমিতি অভিভাবকের উদ্যোগে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির মতো প্রতিষ্ঠান কল্যাণমুলক কর্মকান্ড শুরু করে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারি উদ্যোগে ১৯৯১ সালে মিরপুরে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়, বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং বাক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল ও হোষ্টেল, শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা এবং বিশেষ শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও হোষ্টেল পরিচালনা করছে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিশেষ শিক্ষা বিভাগ চালু করা হয়। 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে একটি জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভায় জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতিমালা অনুমোদিত হয় শিশু অধিকার সনদ প্রতিষ্ঠার শর্ত অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুনর্বাসনসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে বাংলাদেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কালক্রমে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ প্রচেষ্টায় আরও অগ্রগতি সাধিত হয়। এদের সেবার জন্য বেশ কিছু সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী ও প্রতিবন্ধীদের অভিভাবক এগিয়ে আসেন। সে সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এর ফলে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার জন্য অনেকগুলি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগের পাশাপাশি বিশ শতকের ষাটের দশক এক কিছু কিছু সরকারি কর্মকান্ডও পরিচালিত হতো।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। (আই.এল.বি.ডি.পি) প্রভৃতি সংগঠন বেসরকারি উদ্যোগে দেশি-বিদেশী এবং ব্যক্তিগত অর্থায়নে প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ এবং এর কিছু অংঙ্গ সংগঠনও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করছে। ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আই.এল.ও এবং আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে সচেতন করার অভিপ্রায়ে এসব কর্মসুচি ঘোষণা করে। এসব বাংলাদেশেও পালিত হয়। যেমন, জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এখানে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা সকলকে সচেতন করা, যাতে তারা এদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে এবং এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। আন্তর্জাতিক সেবামুলক প্রতিষ্ঠানের গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রণালয়, পরিল্পনাকমিশন এবং সেবামুলক প্রতিষ্ঠান ভুমিকা রাখছে। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশ্বকর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী জাতিসংঘ ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত সময় এক প্রতিবন্ধী দশক হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশ্বকর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিবন্ধী দশক পালন, শিক্ষা অধিকার সনদের ২৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমুহে শিক্ষার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আর্তজাতীক সহযোগিতার গুরুত্ব অনুধাবন, এসকপের প্রতিবন্ধী দশক ও ১২ দফা কর্মসূচী পালন এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতিসংএঘর ২২ দফা ষ্টান্ডার্ড রুলস অনুসরণ। জাতিসংঘের নীতিমালার মাধ্যমে বাংলাদেশও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২.১৩ বিভিন্ন দেশে বিষয় ভিত্তিক ও শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেল ঃ

ডিসকভারী কমিউনিকেশন গ্রুপ উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে কমিউনিকেশন মিডিয়া হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তিতে বিবিসি'র সাথে যৌথ ভাবে ও নিজস্ব উদ্দোগে ব্যবহারিক, প্রায়োগিক ও জীবনভর অব্যাহত শিক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করেছে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক টিভি চ্যানেল্ যেমন-

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে-------- এনিমেল প্লানেট

(খ) ইতিহাস বিষয়ে---------- ফক্স হিস্ট্রি চ্যানেল

(গ) প্রযুক্তি বিষয়ে---------- দা সাইন্স চ্যানেল

(ঘ) শুধু সংবাদ বিষয়ে---------- বিবিসি, সিএনএন

এ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৫ সনে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা Association of College University Broadcasting Station (ACUB) টি শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য প্রথমে রেডিও এবং পরবর্তীতে টেলিভিশন চ্যানেলও চালু করে। বর্তমানে বহু দেশেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষামুলক টেলিভিশন চালু আছে। আমাদের দেশেও সাম্প্রতি সময় লক্ষ করা যাচ্ছে বিষয় ভিত্তিক টিভি চ্যানেল চালু করার প্রবনতা। এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দোগে চালু হওয়া বিষয় ভিত্তিক টিভি *জাতীয় সংসদ চ্যানেল*। বেসরকারী ভাবে চালু হয়েছে- সংবাদের জন্য সময় টিভি, ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ইসলামী টিভি। বিভিন্ন দেশে শুধু শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেলও চালু রয়েছে। যেমন-

মানা টেলিভিশন-২, অন্ধ্রপ্রদেশ- রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসারণ ও অব্যাহত উন্নয়ন এর লক্ষ্যে বোর্ড অব ইন্টার মিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড অন্ধ্রপ্রদেশকে সাপোর্ট করে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল চলছে।

Teaching Learning tv. Channel (TLC)tv- মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০সন হতে টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করে প্রধানত পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি , প্রকৃতি, ইতিহাস, রান্না ও পুষ্টি, গৃহ-ব্যবস্থাপনা, বর্তমান বিষয়াবলী, বিভিন্ন ব্যবহারিক ও চলিত বিষয়ে প্রামান্য তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। বর্তমানে এই চ্যানেল বাস্তব ও প্রয়োগমুখি বিষয় যেমন-গৃহ ব্যবস্থাপনা, নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নাটিকা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য বিষয়ে নাটিকা, সাধারণ আবহাওয়া বিদ্যা, ব্যবহারিক আইন, বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।

Dhaka University Institutional Repository

Educational Televison (Hongkong)-রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় শিক্ষা বিভাগ এর অধীনে শিক্ষা ও মানব সম্পদ ব্যুরো ও রেডিও- টেলিভিশন হংকং এর সাথে যৌথ ভাবে ইটিভি হংকং সম্প্রচারিত হয়। ১৯৭০ সাল হতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এর শিক্ষা কারিকুলাম এর সহায়ক হিসেবে এই টেলিভিশন কাজ করে আসছে। ২০০০ সন হতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উম্মুক্ত শিক্ষণ আলোচনাও এই চ্যানেল চালু করেছে।

২.৩ সাহিত্য পর্যালোচনার মন্তব্য

দেশের সকল মানুষের শিক্ষার সবরকম চাহিদা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে পারে না। অথচ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির চাহিদা মোতাবেক শিল্প ও সেবা সরবরাহ করা, এজন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তথ্য বই পুস্তক থেকে জানা যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ন্যায় ছকে বাঁধা/ গন্ডিতে ফেলা যায় না। এর পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত, তাই এর জন্য কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। পরিস্থিতি অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিবর্তনশীল। দেশের মৌলিক শিক্ষার প্রসার যত হতে থাকবে ক্রমে-ক্রমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে [২৩]। এখন উপানুষ্ঠানিক গণশিক্ষার বদলে জীবনভর শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জনসচেতনতামূলক শিক্ষা প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তবে মূল কথা হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কৌশল সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। তাই সারা পৃথিবীতে আজ তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিতে এ শিক্ষা সম্প্রসারণে এগিয়ে আসছে। ভারত সরকার স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে পল্লীকে উন্নত করতে চাচ্ছে। ভারত স্যাটেলাইট টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট (SITIE) ১৯৭৫ সন হতে ৬টি রাজ্যে সরাসরি বিনোদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে[২৪]। পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। দুনিয়ার সাথে সমান তালে এগোতে হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগোবার হার বর্তমান থেকে অনেক বেশী বাড়ানো দরকার।

আমরা স্থির হয়ে বসে থাকলেও পৃথিবী স্থির হয়ে বসে থাকবে না। একুশ শতকের তথ্য প্রযুক্তির যে বিশাল সভ্যতার জগৎ আমাদের সামনে রয়েছে তাকে ব্যবহার করে শিক্ষার উন্নয়ন করা ছাড়া আগামি পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকার সহজ অন্য কোন পথ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণা "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক কোন গবেষণা হয়েছে কি না তা জানার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে গবেষণা সন্ধর্ভগুলো পাওয়া গেছে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল-

M.Wahiduzzaman, December, 2005, conducted a research for his Ph.D degree in The university of Nottingham[24]. The Role of mass media in Non-formal Education in Bangladesh: with special Regard to Television and Radio The major objectives of the study were.

1. To investigate the extent and nature of programmes of TV & Radio in Non-formal education in Bangladesh.
2. To examine the impact of the Non-formal Education programme of TV & Radio on the target group people in Bangladesh.
3. To offer an insight in ensuring the effective use of these media for Non-formal Education in Bangladesh.

জেসমিন খানম ১৯৮২-৮৩ [২৬]

"*রেডিও বাংলাদেশ কতৃক প্রচারিত শিক্ষার্থীদের আসর শীর্ষক আনুষ্ঠানের মূল্যায়ন*" শীর্ষক গবেষণা জেসমিন খানম পরিচালনা করেন। তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল-

১। মাধ্যমিক স্কুলে অডিও কনসোল সেট বিতরণে শহর ও পল্লী অঞ্চলের স্কুল গুলোতে আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা হয়েছে কি তা নির্ণয় করা।

২। সরবরাহকৃত অডিও কনসোল সেটগুলো কার্যক্ষম আছে কি না তা যাচাই করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩। অডিও কনসোলসেট রেডিওর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আসর অনুষ্ঠানটি শিক্ষক ছাত্ররা নিয়মিত শোনে কি না তা যাচাই করা।

৪।"শিক্ষার্থীদের আসর" অনুষ্ঠানের উপযোগিতা, কার্যকারীতা সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাতামত যাচাই করা

৫। শিক্ষার্থীদের আসর অনুষ্ঠানের উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকের সুপারিশ সংগ্রহ করা।

এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্যে জরীপ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। তার এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্যে নমুনা হিসাবে দৈবচয়িত পদ্ধত্তিতে ৮টি গ্রামের স্কুল ও ৯টি শহরের স্কুলকে নেয়া হয়েছিল। প্রতিটি স্কুলের ১০ জন শিক্ষার্থী ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্যে মতামতমালা প্রশ্নমালা ব্যবহার হয়েছিল।

এ গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে অডিও কনসোল সেট বিতারনে শহর ও পল্লীর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়নি। অডিও কনসোল সেটগুলো প্রাপ্ত স্কুল সমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষন করতে পারছে না। শহরাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক স্কুল এবং পল্লীর তিন চতুর্থাংশ রেডিও প্রোগ্রাম শোনার জন্যে কোন গ্রাহক যন্ত্রও নাই। রেডিও প্রোগ্রাম থেকে পল্লী থেকে শহরের শিক্ষার্থীরা বেশী উপকৃত হচ্ছে।

সামসুন নাহার ওসমানী ১৯৯৬ [২৭]

"বয়স্ক শিক্ষার ওপর বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহ পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণাটি সামসুন নাহার ওসমানী করেন তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল-

১। বয়স্কদের জন্য প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানের স্বরূপ নির্ণয় করা।

২। বয়স্কদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে বয়স্কদের জন্যে প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠানের প্রভাব নিরূপণ করা।

৩। বয়স্কদের লেখাপড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্যে প্রচারিত বেতার অনুষ্ঠান কতটা প্রভাব বিস্তার করছে তা নিরূপণ করা।

৪। নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে দেয়া সুযোগ সুবিধা গ্রহনের ক্ষেত্রে বয়স্করা কতটা উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা নিরূপণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা শহরের শ্রমজীবি ও গ্রাম এলাকার কৃষিজীবি শ্রেণী ও রেডিও বাংলাদেশর অফিসার বৃন্দ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিসার বৃন্দকে নমুনা হিসেবে নিয়েছিলেন। শ্রমজীবি ও কৃষিজীবি শ্রেণীর কাছ হতে প্রশ্নমালা, অফিসার বৃন্দ ও শিক্ষিত জনগণের কাছ থেকে মতামত মালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য শতকরা সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

এ গবেষণার ফলাফল হতে দেখা যায়, বেতারে অক্ষরজ্ঞান এবং প্রয়োগিক উভয় জ্ঞান দানের ব্যবস্থা আছে। বেশীরভাগ অনুষ্ঠানের সময়সূচী বয়স্কদের শিক্ষা গ্রহনের জন্যে উপযুক্ত। কৃষি সম্প্রচার মূলক অনুষ্ঠান বেশী কার্যকরী। কর্মভিত্তিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো বেকারদের কাছে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলি অশিক্ষিত মা বাবাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বয়স্ক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

গবেষণাটির সুপারিশে বলেছেন ঃ-

১। বয়স্কদের জন্যে প্রচারিত অনুষ্ঠান সবার পরে প্রচার করা উচিৎ।

২। স্বল্প মূল্যে বেতার যন্ত্র কেনার ব্যবস্থা করা।

৩। প্রতিটি মহল্লায় গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা ।

৪। প্রচারিত অনুষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহন করার ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। জামান জিনাত, শিক্ষা গবেষণা ও কৌশল, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩১।

২। তপন ড. শাহজাহান, থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল, আমাদের বাংলা প্রেস-আজিমপুর, ঢাকা-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬১।

৩। মূতী আব্দুল্লাহ আল, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, ইউনিভারর্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬ পৃষ্ঠা-১১৭।

৪। মূতী আব্দুল্লাহ আল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭।

৫। লতিফ আবু হামিদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৫ পৃষ্ঠা-৩৯।

৬। মূতী আব্দুল্লাহ আল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

৭। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।

৮। শেখ ড. মো. দেলওয়ার হোসেন, শিক্ষা ও উন্নয়ন, উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০৩।

৯। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, অধ্যয় হতে সংক্ষিপ্ত করণ।

১০। বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৭, ডিজিটাল সংস্করণ।

১১। গনশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

১২। রাও রাধা কৃষ্ণ, স্যাটেলাইট টিভি, পল্লী উন্নয়নের নিয়ামক, প্রথম আলো বিশেষ ক্রোড় পত্র ২৬ শে জানুয়ারী ২০০৩।

১৩। আলী সৈয়দ লুতফে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর-প্রকাশ বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা-১৯৮৯,পৃষ্ঠা-২০৩।

১৪। বাংলা পিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-২০০৭, ডিজিটাল সংস্করণ।

১৫। পাটোয়ারী ড. মমতাজ উদ্দিন, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি, দূরশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, অনিন্দ প্রকাশ, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। চাকমা সুগত, বাংলাদেশের উপজাতি, - হতে সংক্ষিপ্ত করণ, বাংলা একাডেমী ১৯৮৫ ।

১৭। হাসান খন্দকার মাহমুদুল, প্রথম বাংলাদেশ কোষ (১), দিব্যপ্রকাশ প্রকাশনী ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৭ ।

১৮। স্টাটিক্যাল ইয়ার বুক অফ বংলাদেশ- ২১ তম সংস্করণ, ২০০২ ।

১৯। পাটোয়ারী ড. মমতাজ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ।

২০। জনাব নুর মোহাম্মদ, সহকারী মনিটরিং অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চট্টগ্রাম। আলোচনা- মার্চ ২০১২ ।

২১। জনাব অনিক বড়ুয়া (সাবেক ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), পেশা: সরকারী চাকুরী, গ্রাম: হাইটপি পাড়া ডাকঘর ও থানা: রামু, কক্সবাজার। আলোচনা- মার্চ ২০১২ ।

২২। কল্পনারায়, অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ও অধ্যাপক নন্দ, মানসিক প্রতিবন্ধী, জাগরণী (বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতি প্রকাশিত); সাক্ষরতা বুলেটিন, ঢাকা, ১৯৯৯; প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বিষয়ক পত্রিকা (NFOWD প্রকাশিত), ঢাকা, ২০০০ ।

২৩। লতিফ আবু হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৭

২৪। রাও রাধা কৃষ্ণ, স্যাটেলাইট টিভি, পল্লী উন্নয়নের নিয়ামক-প্রাগুক্ত ।

২৫। M.Wahiduzzaman, Unpublished P.hd. Thesis - The Role of mass media in Non-formal Education in Bangladesh: with special Regard to Television and Radio- The university of Nottingham U.K.-1st December, 2005.

২৬। খানম জেসমিন, রেডিও বাংলাদেশ কতৃক প্রচারিত শিক্ষার্থীদের আসর শীর্ষক অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন অপ্রকাশিত থিসিস প্রতিবেদন এম.এড, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২ ।

২৭। ওসমানী সামসুন নাহার, বয়স্ক শিক্ষার ওপর বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহ পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত থিসিস প্রতিবেদন এম.এড, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা ১৯৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল

৩.১ সূচনা

কোন জটিল সমস্যা সমাধান কল্পে গবেষণা কর্ম হাতে নেওয়া হয়। তাই গবেষণা কাজকে স্বার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মেনে চলতে হয়ে [১]। এ নিয়মাবলী অনুসরণের উপর গবেষণার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। মূল্যায়ন গবেষণায় জরীপ পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয় [২]। বর্তমান গবেষণা "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" এ তথ্য সংগ্রহে মূলত জরীপ ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত গবেষণাটি সম্পাদনে দুটি পর্যায়ে কাজ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা করা এবং দেশ-বিদেশের টেলিভিশন চ্যানেল ও তাতে প্রচারিত অনুষ্ঠান বিশেষ করে শিক্ষা তথ্যমূলক অনুষ্ঠান পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত গবেষণাটির সুষ্ঠু পরিচালনায় গবেষণা ও গবেষকের ভিত্তি তৈরি করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল প্রণয়নের সম্ভাবনা এবং রূপরেখা সুপারিশ করা। দেশে বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এর তথ্য, বিবরণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রধানত ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৩ তথ্যের উৎস

এ গবেষণাটির তথ্যের উৎস ছিল-

১। বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের টেলিভিশন দর্শক।

২। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব।

৩। বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে কর্মরত প্রযোজক, অনুষ্ঠান সংগঠক ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ।

৪। পত্র-পত্রিকা, বই পুস্তক, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, টিভি গাইড ও ইন্টারনেট।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ নমুনা নির্বাচন

গবেষণা সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। তবুও গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য তথ্য বিশ্ব হতে সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতীক স্বরূপ বিশেষ অংশ নির্বাচন করা হয় [৩]। বর্তমান গবেষণাটিতে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ এবং সুপারিশ সংগ্রহের স্বার্থে ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের চারটি জেলার (বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) গ্রাম ও শহরের টেলিভিশন দর্শকদের মধ্য থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশি টেলিভিশন এর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কয়েকজন অনুষ্ঠান সংগঠক, প্রযোজক ও কর্মকর্তাদের নমুনা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

৩.৫ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশের চারটি অঞ্চল (পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ অঞ্চল ও কেন্দ্রিয় ভাবে ঢাকা) হতে দৈবচয়িত ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশি টেলিভিশন এর অনুষ্ঠান সংগঠক, প্রযোজক, সহকারী- প্রযোজক, অনুষ্ঠান নির্বাচকদের মধ্য থেকে আট জন কে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য নির্বাচিত নমুনার বিবরণ ছকে উপস্থাপন করা হলো- টেবিল- :

নমুনার ধরণ	সংখ্যা	গ্রাম	শহর	পুরুষ	নারী
সাধারণ দর্শক (শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত)	৫৪	২৪	৩০	২৮	২৬
শিক্ষক	১৩	৫	৮	৭	৬
সমাজের গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তি (সমাজসেবক,পেশাজীবি,রাজনীতিবীদ)	১২	৪	৮	৯	৩
মোট	৭৯	৩৩	৪৬	৪৪	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (tools)

নির্ভরযোগ্য পক্ষপাতহীন তথ্য পেতে গবেষণায় উপকরণ হতে হবে নির্ভরযোগ্য [৪] । যথাযথ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রতিটি ধরনের নমুনার জন্য রয়েছে এক একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপকরণ [৫] । প্রস্তাবিত গবেষণাটি নতুন আঙ্গিকে হওয়ার জন্য একক কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না । এর ফলে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল জটিল । তবে গণশিক্ষা লাইব্রেরী, এডাব উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর লাইব্রেরী, প্রেস ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট ও বিভিন্ন পত্রিকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

এছাড়াও বাস্তব ও সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দ্যেশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের কাছ হতে মতামত নেওয়া হয়েছে ।

১ । দর্শকদের জন্য ঃ সাধারণ টি.ভি. দর্শকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দ্যেশ্য ১২ টি প্রশ্ন সম্বলিত মতামতমালা তৈরী করা হয় ।

২ । বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহের জন্যঃ টি.ভি. কর্মকর্তা (প্রযোজক) দের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারে মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১০ টি প্রশ্ন সম্বলিত মতামতমালা তৈরী করা হয় ।

৩ । শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহের জন্যঃ শিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দ্যেশ্যে ১৫ টি প্রশ্ন সম্বলিত মতামতমালা তৈরী করা হয় ।

৪ । সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহের জন্যঃ সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি যেমন, রাজনিতিবীদ, সমাজসেবক, পেশাজীবি প্রভৃতি ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দ্যেশ্য ১০টি প্রশ্ন সম্বলিত মতামতমালা তৈরী করা হয় ।

৩.৭ উপকরণ (tools) উন্নয়ন

সাহিত্য পর্যালোচনা, গাইড শিক্ষক, এম.ফিল কার্যক্রমের অন্যান্য শিক্ষার্থী, গণশিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষক/ ব্যক্তি বর্গের সাথে যোগাযোগ পূর্বক প্রশ্ন পত্র গূলি প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে । পরবর্তীতে খসড়া প্রশ্নগূলি সম্ভাব্য একজন করে উত্তর দাতার মাধ্যমে প্রশ্নের সহজবোধ্যতা, উত্তর প্রদানের কতটা সময় লাগতে পারে ও প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর এ বিষয়ে ধারণা নেওয়া হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্যের নির্দিষ্টতা ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর গবেষণার ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়। বর্তমান গবেষণায় সুনির্দিষ্ট, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে-

সাহিত্য পর্যালোচনা হতে গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনভর শিক্ষার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত, দূরশিক্ষণ এর অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের টেলিভিশন সমুহের অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে টিভি শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান প্রচারে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। বিদেশী বিষয় ভিত্তিক ও শিক্ষামূলক টেলিভিশন এর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১। শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহে প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর এর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গনশিক্ষায় নিয়োজিত পেশাদার অপেশাদার শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। সাধারণ দর্শক যেমন- শিক্ষার্থী, নিরক্ষর, শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত জনগণের কাছ থেকে মতামত মালার মাধ্যমে গ্রাম ও শহর দু-স্থান হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। বিশেষজ্ঞদের মতামত অর্থাৎ টি.ভি. প্রযোজক কর্মকর্তাদের কাছ হতে গবেষক ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি টিভি চ্যানেলের ৮ জন প্রযোজক এর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি যেমন- পেশাজীবি, রাজনীতিবীদ ও সমাজসেবকদের মতামত সংগ্রহে প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। এ জন্যে গ্রাম ও শহর দু-স্থান হতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ইতিহাস উদঘাটনের জন্যে বিভিন্ন বই পুস্তক পর্যালোচনা, টেলিভিশনের প্রবীণ কর্মকর্তা কর্মচারীর মৌখিক বিবৃতি ও পত্র পত্রিকায় প্রচারিত তথ্য ভান্ডারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক বিদেশী টেলিভিশন এর বিবরণী, দেশে বিদেশে প্রচারিত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এর তথ্য, বিবরণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রধানত ইন্টারনেট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহায়ক গবেষণা পত্র, বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করে সেগুলো হতে গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনভর শিক্ষার স্বরূপ জানা হয়েছে। পরবর্তীতে এই শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত, দূরশিক্ষণ এর অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের টেলিভিশন সমুহের অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে তা যাচাই করা হয়েছে। বিদেশী বিষয় ভিত্তিক ও শিক্ষামূলক টেলিভিশন কোথায়, কি ভাবে চলছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাধারণ টি.ভি. দর্শকদের কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সারণীতে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়েছে। টি.ভি. প্রযোজকদের কাছ হতে প্রাপ্ত মতামত সারণী ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাধারন একজন দর্শক কোন মতামত শতকরা ৫০ ভাগের অধিক এক মত হলে উত্তরটি ইতিবাচক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তেমনি মোট দর্শকদের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক যেদিকে মত প্রকাশ করেছে সেটিই ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে ধরা হয়েছে।

টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজক এবং গণশিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষক/ ব্যক্তি বর্গ হতে গৃহীত মতামতমালা ছাড়াও তাদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়ে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা গূরুত্বের সাথে মন্তব্য কলামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। জিনাত জামান, শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কলাকৌশল, ১৫ ঢাকেশ্বরী গভঃ মার্কেট, ঢাকা-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩১।

২। ড. শাজাহান তপন, থিসিস ও এসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কলাকৌশল, প্রতিভা প্রকাশনী, ঢাকা- ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২০।

৩। মোহাম্মদ জাকির হোসেন, শিক্ষামূলক গবেষণা- মেট্রো পাবলিকেশন্স, ঢাকা- ২০০২ পৃষ্ঠা-৩০।

৪। ড. শাজাহান তপন, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৪৫।

৫। জিনাত জামান, প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ ভূমিকা

গবেষণার তথ্যাদি সংগৃহীত হলে তা সুন্দরভাবে উপাস্থাপন করা হয়। গৃহীত তথ্যাদির সঠিক বিন্যাস ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের উপর একটি গবেষণা নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।

৪.২ তথ্যাদির উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্যে সঠিক ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে গবেষণার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত না হলে গবেষণার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এ জন্য গবেষক নিষ্ঠার সাথে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনেও সচেষ্ট হয়েছেন।

বর্তমান গবেষণা "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই " এর তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণাটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক অংশে বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান পর্যালোচনা ও বিদেশি বিষয়ভিত্তিক টেলিভিশন এর সার্বিক সাধারন পর্যালোচনা। অপরাংশে, সাধারণ দর্শক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের কাছ হতে মতামত সংগ্রহের জন্য চারটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। এখানে পর্যায়ক্রমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ, শিক্ষামূলক টেলিভিশন পর্যালোচনা ও চারটি প্রশ্ন পত্র হতে সাধারন দর্শক, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের কাছ হতে প্রাপ্ত মতামত মালা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হলো ।

৪.৩ বাংলাদেশ টেলিভিশন (রাষ্ট্রীয়)

৪.৩.১ সূচনা

বর্তমান বিশ্বে টেলিভিশন একটি বহুল পরিচিত নাম। এর পরিধি ও বিস্তৃতি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। ফলে এর চাহিদা পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলিতেও বিরাজমান। কিন্তু ব্রডকাষ্টিং মিডিয়া হিসাবে এর আবির্ভাব মাত্র ১৯৩৯ সালে। এর দুই যুগ পরই এ মাধ্যমের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। পাকিস্তান আমলে প্রথমে লাহোরে ১৯৬৪ সালের ২৫শে নভেম্বর একই সালে ২৫শে ডিসেম্বর ঢাকায়, মোট দুটি টেলিভিশন স্টেশন চালু করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের নিপ্পন ইলেকট্রানিকস কোম্পানী ও কানেমাতুসু গোশে কোম্পানীর সহযোগিতায় পাকিস্তানের ওয়াজির আলী ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর উদ্যোগে এন,ই,সি, টেলিভিশন গ্রুপ নামে একটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন সেবা পরিচালনার জন্যে ওয়াজির আলী ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিডের পক্ষে ছিলেন বাঙ্গালী পরিচালক বি. নাসির উদ্দীন এন.ই.সি এর পক্ষে সাঙ্গো ওকামোটো এবং কানেমাতুসু গোশের পক্ষে ঐ প্রতিষ্ঠানে করাচি প্রতিনিধি ওকুদা। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল ডি,আই,টি ভবন। ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র (বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশন) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তখন এর নাম ছিল-"পাইলট টেলিভিশন, ঢাকা"।

ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে ৯০ দিনের পরীক্ষামূলকভাবে অনুষ্ঠান প্রচারের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৬৫ সালে ২৫ শে মার্চ। পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার সফল হওয়ায় টেলিভিশন সেবা ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে তৎকালীন সরকারের উদ্যোগে ৫ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনে ১৯১৩ সালে কোম্পানী আইনের অধীনে "টেলিভিশন প্রমোটার্স কর্পোরেশন লিমিটেড" নামে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন করা হয়। তখন থেকেই এর কেন্দ্রীয় প্রতীক "পাইলট টেলিভিশন, ঢাকা" পরিবর্তন করে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস, ঢাকা করা হয়। তথ্য বেতার মন্ত্রানালয়ের কর্মকর্তা আব্দুল কাইয়ুমকে অস্থায়ী ভাবে টেলিভিশন প্রমোটাস কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৭ সালে আবু মুসা শরফুদ্দিন আহমেদকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি "পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন লিমিটেড" গঠন করেন। তিনি টেলিভিশনে চাকরি কাঠামো ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে সবাইকে নতুন নিয়োগপত্র প্রদান করেন। তিনি টেলিভিশনের জন্য ব্যপক উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেন। টেলিভিশন কেন্দ্রের জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা ও টি.ভির জন্যে ঢাকায় একটি স্থায়ী ভবন ও ঢাকার বাইরে ৪ টি উপকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৬৭ সালে রামপুরায় একটি স্থায়ী টিভি ভবন নির্মানের জন্যে কনসেশিয়েটস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কে স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। সুইডেনের অধ্যাপক পিটার সেলসিংক বর্তমান টিভি ভবনের নকশা প্রয়ণয় করেন। বাংলাদেশী স্থাপত্যবিদ দা ইনজিনিয়ার্স এর মাহবুবুল হক এ পরিকল্পনার বিস্তারিত নক্সা প্রণায়ন চূড়ান্ত করেন। ১লা বৈশাখ ১৩৭৫ (১৪ এপ্রিল ১৯৬৮) রামপুরা টিভি ভবন নির্মান কাজ আরম্ভ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.২ বাংলাদেশ টেলিভিশন

ডি.আই.টি ভবনের স্টুডিও থেকে নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতে থাকে। প্রায় অর্ধযুগ ধরে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচার চলে। স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারনে ২৪ শে মার্চ ১৯৭১ ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রে কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়নি। ১২ ই চৈত্র ১৩৭৭ (২৬ শে মার্চ ১৯৭১) শূক্রবার থেকে টেলিভিশন কেন্দ্র চলে যায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কাছে। হানাদার বাহিনীর দখল মুক্ত হওয়ার আগেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমনে আবার ২৭ শে অগ্রহায়ন ১৩৭৮ (১৩ ই ডিসেম্বর ১৯৭১) সোমবার থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার আবার বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান টেলিভিশন "বাংলাদেশ টেলিভিশন" এ রূপান্তরিত হয়। ১৭ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশন সম্প্রচার শুরুর দুই দিন পর মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের নির্দেশে অনুষ্ঠান প্রচার ৩ দিনের জন্যে বন্ধ রেখে ২২ ডিসেম্বর হতে যথারীতি সম্প্রচার শুরু হয়।

১৯৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির ১১৫ নম্বর আদেশ বলে বাংলাদেশ অবস্থিত সাবেক পকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশে কর্মরত টেলিভিশন কর্পোরেশনের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে টেলিভিশনের কেন্দ্র পরিচিতি প্রতিক করা হয় "বাংলাদেশ টেলিভিশন" ঢাকা। ১৯৬৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ডি.আই.টি ভবনের ক্ষুদ্র পরিসরে স্টুডিও থেকে যাত্রা আরম্ভ করে ১০ বছর ০২ মাস ১২ দিন পর ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র ১৩ই ফাল্গুন ১৩৮১ (০৬ই মার্চ ১৯৭৫) বৃহস্পতিবার রামপুরায় নবনির্মিত আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত টেলিভিশন ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই সমগ্র দেশব্যাপী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৪-৭৫ সালে নাটোরে ছোট আকারে একটি টি.ভি ষ্টেশন নির্মান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সাল হতে ৭৯ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর উপকেন্দ্র চালু করা হয় এবং নাটোর উপকেন্দ্রকে মাইক্রোওয়েভ নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ঢাকার অনুষ্ঠান মালা পূর্ণাঙ্গ আকারে রীলে করার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে প্রথামিক পর্যায়ে দেশের ৭৫% জনবসতি অঞ্চলে টেলিভিশন প্রচারের আওতায় আনা হয়। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও দক্ষিন পূর্ব অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহ টিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আসে দ্বিতীয় পর্যয়ে। ১৯৮১-৮২ সনে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানায় একটি টেলিভিশন উপকেন্দ্র ও রাঙামাটি কক্সবাজার একটি করে পুনঃপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। টেলিভিশনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরনের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে সাতক্ষীরায় একটি পূণঃপ্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এভাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল টিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। তখন পর্যন্ত দেশের জনবসতির ৮০% এলাকা টিভি

Dhaka University Institutional Repository

নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। ঠাকুরগাঁও, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চুড়াডাঙ্গা, পটুয়াখালী এলাকা সমূহ টিভি নেটওয়ার্কের মধ্যে আসে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, চারটি টিভি রিলে কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে (১৯৬৪ সালে) সর্বপ্রথম সাদা কালো টেলিভিশন পদ্ধতি চালু হয়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় হতে উন্নত বিশ্বে রঙিন টেলিভিশনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পকিল্পনায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে পর্যায় ক্রমে রঙ্গীন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্যে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এ অনুমোদনের প্রথম পর্যয়ে মোট সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ৪০% ভাগ সংবাদপাঠ, সংবাদ চিত্র ও ষ্টুডিওর বাইরে ধারনকৃত অনুষ্ঠানসমূহ রঙ্গীন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮০ সালের ১লা ডিসেম্বর হতে বাংলাদেশ টেলিভিশন সর্বপ্রথম রঙ্গীন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। রঙ্গীন সম্প্রচার পদ্ধতি প্রবর্তনে পশ্চিম জার্মানীর বশ কোম্পানী (বর্তমান বি.টি.এস) এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিভিশনের দৈনিক অনুষ্ঠানের ১০০% ভাগই রঙ্গীন সম্প্রচারিত হচ্ছে।

৪.৩.৩ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

সরকার ব্যয়বহুল টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা চালু করার একটি বড় যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছিল এর শিক্ষামূলক ব্যবহার। এদেশে ১৯৬৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হওয়ার পরই সরকার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর্থার হাঙ্গার ফোর্ড নামে একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় আঞ্চলিক টিভির আনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর নিয়মিত সম্প্রচার শুরু হয়। তখন অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো সপ্তাহে ৬ দিন, মঙ্গলবার হতে রবিবার। সোমবার কোন অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো না। প্রতিদিন সন্ধা ৬টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো। টিভি শিক্ষা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল মূতী শরফুদ্দীন বলেন- "এ শিক্ষা কখনও কখনও সচেতন ও প্রত্যক্ষ, তবে বেশিরভাগই পরোক্ষ। ১৯৯৬ সালের ২০ শে জানুয়ারী "ষ্টুডেন্টস ফোরাম" নামক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু হয়। সমসাময়ীক কালে আব্দুল্লাহ-আল-মূতী সরফুদ্দিনের প্রযোজনায় চালু হয় সবার জন্যে বিজ্ঞান শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান "বিজ্ঞান বিচিত্রা"। বারডেম এর প্রতিষ্ঠতা মুহম্মদ ইব্রাহীম ও পরবর্তীতে ডা.বদরুদ্দোজা চৌধুরী করতেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে কার্যক্রমে বহু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান টেলিভিশনে সম্প্রচার শুরু হয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮১ সালে স্বাক্ষরতা অভিযান ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করেন। এ কার্যক্রমকে সহায়তা দানের জন্য টেলিভিশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমকে কার্যকরী রুপে ব্যবহার করার উদ্দোগ গ্রহন করা হয়। সপ্তাহের প্রতিদিনই পরিবার পরিকল্পনা ও সাক্ষরতা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

শুরুহয়। এ অনুষ্ঠান কার্যকরভাবে প্রচার করার জন্যে একটি টেলিভিশন চ্যানেল খোলার চিন্তা ভাবনা করা হয়। টিভির তৎকালীন মহাপরিচালক এবং কয়েকজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এ বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৯-৮০ সালে ঢাকা টিভি কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার পূর্ণাঙ্গ রূপে নির্মাণ করে ১০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন দুটি সর্বাধুনিক ট্রান্সমিটার সংস্থাপন করা হয়। পুরান ১০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি (৬নং চ্যানেল) শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরের দর্শকদের জন্যে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর হতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে।

১৯৮১ সালে জুন মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য ই.টি.ভি সেল (Education Television Cell) গঠন করে। এই সেলের দায়িত্বে ছিল শিক্ষা ও তথ্য মন্ত্রণালয়। শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানের জন্যে ইটিবি সেলে সার্বক্ষনিক ৩ জন প্রযোজক দায়িত্বে ছিলেন। শুধুমাত্র স্কুল শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষা বঞ্চিত কর্মজীবি শ্রেণী, নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষ সবার জন্যে এ কেন্দ্র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করত। এ চ্যানেলে গণনা, চিঠিপত্র লিখন, পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হতো। যাদের জন্যে এ অনুষ্ঠান প্রচার করা হত অনেকের টিভি ছিল না। এ কথা বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে টিভি সেট প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঢাকায় টিভির এই দ্বিতীয় চ্যানেলটি (শিক্ষা চ্যানেল) চালু ছিল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও তার অনুষ্ঠানের তালিকা সংযোজনী (১-৫) **সারণী-**

৪.৪ বাংলাদেশে সম্প্রচারিত টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল সমূহ

ক্রমিক	চ্যানেলের নাম	মালিকানা	প্রকৃতি
০১	বাংলাদেশ টেলিভিশন	রাষ্ট্রীয়	মিশ্র
০২	জাতীয় সংসদ টেলিভিশন	রাষ্ট্রীয়	জাতীয় সংসদ এর মুখপাত্র
০৩	এনটিভি	বেসরকারি	মিশ্র
০৪	আরটিভি(রূপসী টেলিভিশন)	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
০৫	দিগন্ত টেলিভিশন	বেসরকারি	আধা-মিশ্র
০৬	দেশ টিভি	বেসরকারি	মিশ্র

Dhaka University Institutional Repository

০৭	বৈশাখী টিভি	বেসরকারি	দেশীয় সংস্কৃতি
০৮	চ্যানেল আই	বেসরকারি	মিশ্র
০৯	এটিএন(বাংলা)	বেসরকারি	আধা-মিশ্র
১০	এটিএন(নিউজ)	বেসরকারি	সংবাদ
১১	একুশে টেলিভিশন	বিদেশী-যৌথ	আধা-মিশ্র
১২	বাংলা ভিশন	বেসরকারি	দেশীয় সংস্কৃতি
১৩	ইসলামিক টিভি	বেসরকারি	ধর্মীয়
১৪	মাছ রাঙা টেলিভিশন	বেসরকারি	আধামিশ্র
১৫	মোহনা টিভি	বেসরকারি	আধামিশ্র
১৬	মাই টিভি	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
১৭	সময় টিভি	বেসরকারি	সংবাদ
১৮	ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি	বেসরকারি	সংবাদ
১৯	চ্যানেল-১৬	বেসরকারি	সংগীত/বিনোদন
২০	জিটিভি	বেসরকারি	মিশ্র

সারণী ৪.৪.১ বাংলাদেশে সম্প্রচারিত রেডিও চ্যানেল সমূহ

ক্রমিক	নাম	মালিকানা	প্রকৃতি
০১	বাংলাদেশ বেতার	রাষ্ট্রীয়	মিশ্র
০২	রেডিও ফুর্তি	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
০৩	রেডিও আমার	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
০৪	রেডিও টুডে	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
০৫	রেডিও আমার	বেসরকারি	বিনোদন প্রধান
০৬	বিবিসি বাংলা	বিদেশি	সংবাদ

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪.২ অন লাইন রেডিও সমূহ

১। রেডিও ঢাকা

২। রেডিও ফান ইন্টারটেইনমেন্ট

৩। রেডিও স্বদেশ

৪। রেডিও যশোর

৫। বাংলাদেশ বেতার (অনলাইন ভার্সন)

৪.৪.৩ প্রেরণামূলক অনুষ্ঠান সমূহের বিষয়বস্তু

টেলিভিশনে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ২/৩ মিনিটের বিভিন্ন প্রকারের Motivation অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।সাম্প্রতিক সময়ে প্রচারিত Motivation Programe এর বিষয় সমূহ-

নারী শিক্ষা	পরীক্ষায় দূর্নীতি
নারী শ্রম	প্রতিবন্ধিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি
যৌতুক নিরোধ	বৃদ্ধদের সম্মান
এ্যাসিড সন্ত্রাস	দরিদ্র বিমোচন
বিবাহ রেজিষ্ট্রি	বৃক্ষরোপন
মাতৃমঙ্গল	মৎস্যচাষ
প্রসূতী মঙ্গল	পশু পালন
পুষ্টি তথ্য	পলিথিন
টীকা প্রদান	পরিবেশ দূষণ
অন্ধত্ব রাতকানা	পাখী শিকার রোধ
পরিবার পরিকল্পনা	নদী সংরক্ষণ
আর্সেনিক	নির্বাচনী প্রচারণা
শিশু শ্রম	গণতন্ত্র
শিশু শিক্ষা	ভোটাধিকার
কিশোর অপরাধ	ট্রাফিক আইন
নকল প্রতিরোধ	সন্ত্রাস

৪.৪.৪ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সমূহের বর্ণনা

বিষয়	অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য দল	প্রযোজক	মাসিক প্রচার	সময় প্রতি পর্ব
শিক্ষা	সবার জন্য শিক্ষা	গণশিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান	নিরক্ষর/অল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠী	সরওয়ার মিয়া/এম আজিজুল হক		২০/২২ মিনিট
	লেখাপড়া	বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা	৯ম/১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী	রেজাউল হক আল কাদরী	সাপ্তাহিক	"
	শিক্ষাঙ্গন	বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থী	সালাউদ্দিন	মাসিক	"
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	কম্পিউটার রাউন্ড	কম্পিউটার বিষয়ক	তরুন তরুনী	এম আজিজুল হক	মাসিক	"
	অন লাইন	ইন্টারনেট/ই-মেইল	সকল ইন্টারনেট ই-মেইল ব্যবহারকারী	"	"	"
	খেলতে খেলতে কম্পিউটার	কম্পিউটার বিষয়ক প্রাতমিক জ্ঞান	শিশু কিশোর	"	পাক্ষিক	"
	তথ্য প্রযুক্তি	প্রযুক্তি বিষয়ক	স্কুল কলেজ শিক্ষার্থী	বদরুজ্জামান	মাসিক	"
	দেশ ও বিজ্ঞান	উদ্ভাবনী মূলক	তরুণ বিজ্ঞানী	সালাউদ্দিন	মাসিক	"
সাধারণ জ্ঞান	মিথস্ক্রিয়া	বিজ্ঞান বিষয়ক কুউজ	স্কুল কলেজ শিক্ষার্থী	সালাউদ্দিন	মাসিক	"
	স্কুল বিতর্ক	বিতর্ক	স্কুল শিক্ষার্থী		পাক্ষিক	"
	টেলিভিশন বিতর্ক	"	কলেজ শিক্ষার্থী		"	"
নারী	নারী প্রতিদিন	নারী অধিকার	সকল নারী	শাহেদা হোসনে আরা	"	"
	আমাদের রান্না	রান্না বিষয়ক	"	"	"	"

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য দল	প্রযোজক	মাসিক প্রচার	সময় প্রতি পর্ব
স্বাস্থ্য বিষয়ক	স্বাস্থ্য কথা	দাঁতের যত্ন ও রোগ	সকল দর্শক	আলাউদ্দিন আহমেদ	"	"
	পেসক্রিপশন্ন	সাধারণ স্বাস্থ্য	"	ফরিদুর রহমান	সাপ্তাহিক	"
	ভাল থাকুন সুস্থ্য থাকুন	"	"	জয়নাল আবেদীন সরকার	"	"
	স্বাস্থ্য তথ্য	পরিচ্ছন্নতা স্যানিটারী ল্যাট্রিন,বিশুদ্ধ পানি	গ্রামের সাধারণ মানুষ	আলী ইমাম	সপ্তেহে চার দিন	"
	নিরাময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা	"	"	শেখ সোহরাব হোসেন	মাসিক	"
	উদ্ভিদ ও জীবন	ভেষজ চিকিৎসা	"	মোস্তাফিজুর রহমান	পাক্ষিক	"
	প্রবাস মেলা	জনশক্তি উন্নয়ন ও রপ্তানী	যুবক তরুন	সালাম শিকদার	মাসিক	"
	প্রচেষ্টা	আত্মকর্মসংস্থান	বেকার তরুন দল	"	পাক্ষিক	"
	মুক্তির পথে	মাদক ও নেশা	তরুন তরুণী	আমিনুর রহমান	মাসিক	"
কৃষি	মাটি ও মানুষ	কৃষি ভিত্তিক	কৃষক	ফারুক ভূঁইয়া আব্দুল হালিম ভূঁইয়া	সপ্তাহে দুই দিন	"
শিক্ষিত দর্শক	আজকের ঢাকা	ঢাকার দৈনন্দিন তথ্য	ঢাকার অধিবাসি	হারুনুর রশিদ	"	"
	সংবাদ পত্রের পাতা থেকে	জাতীয় সংবাদ পত্রের প্রধান খবর পর্যালোচনা	শিক্ষিত জনসাধারণ	মনোজ সেনগুপ্ত, মঞ্জু সরকার	সাপ্তাহিক	২৫ মিনিট
	সমকালীন অর্থনীতি	অর্থনীতি	"	মনোজ সেনগুপ্ত	সপ্তাহে তিন দিন	২০/২২ মিনিট

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	উদ্দেশ্য দল	প্রযোজক	মাসিক প্রচার	সময় প্রতি পর্ব
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	স্বদেশ সংস্কৃতি	দেশজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য	সকল দর্শক	সালাম শিকদার	মাসিক	"
	হাজার বছর ধরে	ইতিহাস ঐতিহ্য	"	বদরুজ্জামান	পাক্ষিক	"
	আবহমান বাংলা	দেশপ্রেম ঐতিহ্য সংস্কৃতি	"	"	"	"
আইন ও পরিবেশ	প্রকৃত ও জীবন	পরিবেশ বিষয়ক	সকল শ্রেণীর দর্শক	রেজাউল হক আল কাদরী	মাসিক	"
	আপন ভূমি	ভূমি আইন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান	"	"	পাক্ষিক	"
	আমাদের আইন	সাধারণ আইন	"	সৈয়দ জামান	সাপ্তাহিক	"
	এই পৃথিবী	পরিবেশ	"	ফরিদুর রহমান	"	"
পরিবার পরিকল্পনা	সুখী পরিবার	পরিবার পরিকল্পনা	দম্পতি	আলী ইমাম	সপ্তাহে চার দিন	"

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ টেলিভিশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র

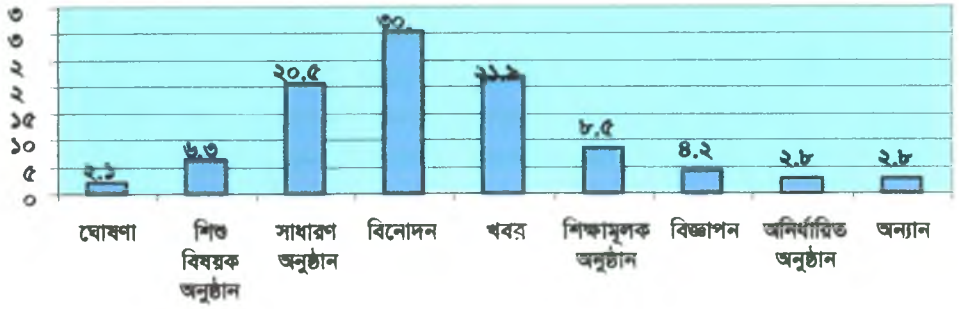

লেখচিত্র ১ঃ বিটিভি'র প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহের সময় বন্টন (তথ্য পরিশিষ্ট-১)

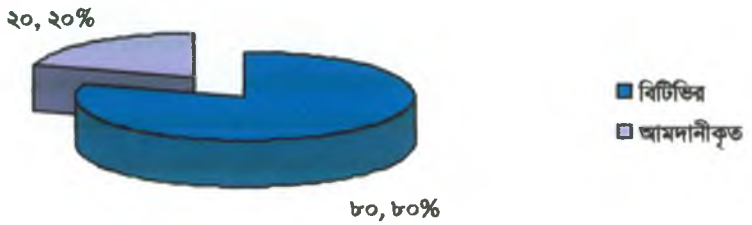

চিত্র ২ ঃ বিটিভি'র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উৎস (বিটিভি'র টিভি গাইড হতে প্রাপ্ত)

Dhaka University Institutional Repository

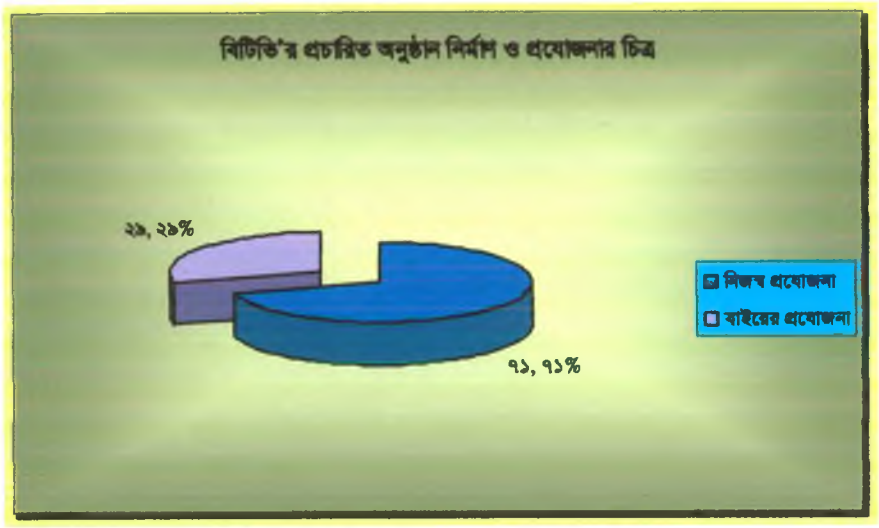

চিত্রঃ ৩ বিটিভি'র প্রচারিত অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রযোজনার পাইচিত্র

এটিএন বাংলা'র বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র

নিয়মিত সম্প্রচারিত ৫৪ টি অনুষ্ঠানের মধ্যে রান্না ও পুষ্টি, ট্রাভেল শো, বিতর্ক, বিহঙ্গ কথা, সুস্থ্য থাকুন, চার দেয়ালের কাজ, সরাসরি, ল'এন্ড অর্ডার, মাটির সুবাস, আয়নার সমনে, অবিরাম বাংলাদেশ, আইটি জোন, টেক কেয়ার চৌদ্দটি অনুষ্ঠানকে শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান। এ হিসেবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের হার:-

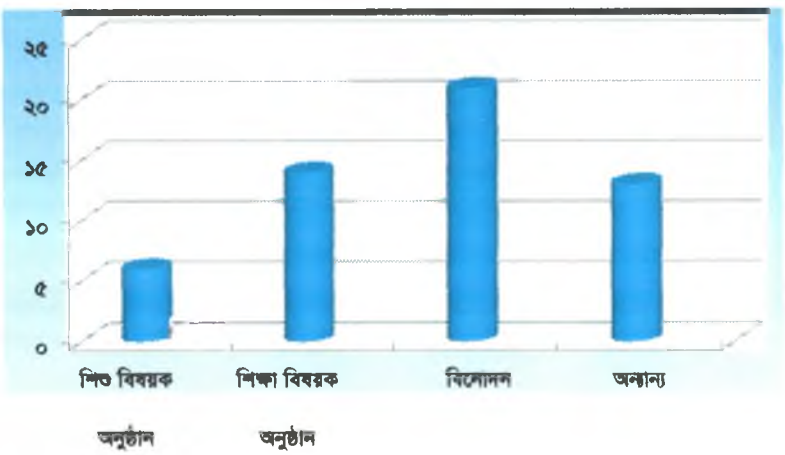

লেখচিত্র ৪ ঃ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের হার

Dhaka University Institutional Repository

এটিএন-বাংলা ঃ প্রত্যাহিক মোট খবর প্রচার ৫ ঘন্টা।

পাইচিত্র ৫ ঃ এটিএন বাংলার খবর প্রচারের হার (এটিএন বাংলা'র টিভি গাইড হতে প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট -২)

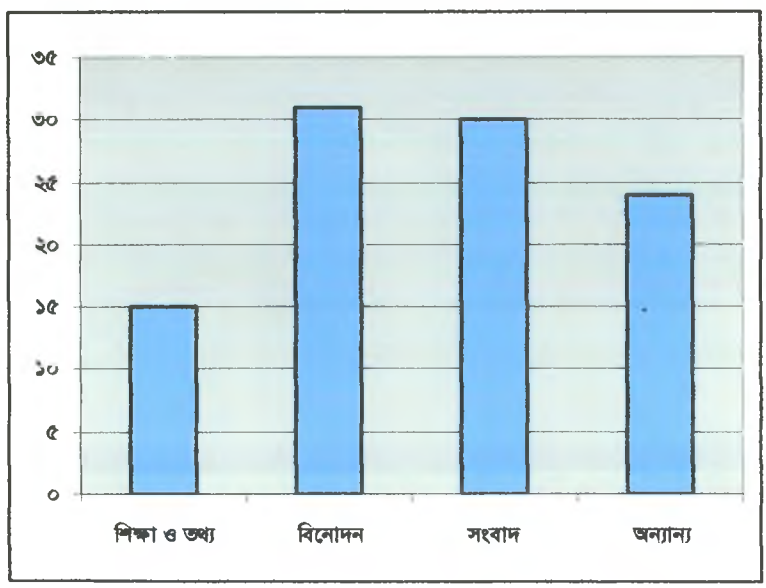

লেখচিত্র ৬ ঃ মাইটিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের গ্রাফ চিত্র (মাইটিভির অনুষ্ঠান সুচী হতে প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৩)

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র ৭ ঃ বাংলাভিশন এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের লেখচিত্র (বাংলা ভিশন এর অনুষ্ঠান সূচী হতে প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৪)

৪.৫ বাংলাদেশী টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমূহ পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণাটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সহ বাংলাভিশন, এন টিভি ও দিগন্ত টেলিভিশন মোট ৪টি টেলিভিশন এর অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.৫.১ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন

প্রত্যেকটি টেলিভিশনই মিশ্র ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারন করা থাকলেও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচারের কথা কোন অনুষ্ঠান সূচীতে উল্লেখ নাই। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাড়াও প্রত্যেক চ্যানেলের নিজস্ব অনুষ্ঠান এর অগ্রিম প্রচারনার অংশ হিসেবে প্রোগ্রামের চৌম্বক অংশ সম্প্রচার করে। ফলে ২৫/৩০ মিনিটের একটি অনুষ্ঠানে সূচনা সমাপ্তি পর্ব, কারিগরি সহায়ক পরিচিতি প্রভৃতি বাদ দিয়ে বড় জোর ১৫/২০ মিনিট বা ২/৩ অংশ মুল অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রচারের সুযোগ থাকে। কোন কোন চ্যানেল আবার যতটুকু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে প্রায় তত সময় বিজ্ঞাপন প্রচার করে। প্রত্যেকটি চ্যানেল খবরের মধ্যে বেশ কিছু সময় জুড়ে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচার করে। কোন চ্যানেলই কত সময় বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন এ সম্পর্কীত তথ্য প্রকাশ করেন নি।

৪.৫.২ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

একমাত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভি'ই সচেতন ভাবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সমুহ সম্প্রচার করে থাকে। অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন গুলি এ সম্পর্কে গুরুত্ব অনুধাবন করলেও বাণজ্যিক ও পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতার কারনে এ ব্যপারে যথাযথ ভূমিকা নিতে পারছেনা। এছাড়া মিশ্র অনুষ্ঠান থেকে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা মূলক, তথ্যমূলক, আধা-শিক্ষা, আধা-বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান শ্রেনী বিন্যাস করা কঠিন ব্যপার।

শিক্ষাদান রাষ্ট্রীয় দায় বিধায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভি গণশিক্ষার সকল শাখায় কমবেশি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। যদিও সময় স্বল্পতার কারনে চাহিদা অনুযয়ী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সমুহের জন্য সময় বরাদ্দ করা তাদের জন্য সম্ভব হয়না। বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল সমুহ দর্শকদের চাহিদার কথা ভেবে আধা-শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান সমুহ প্রচার করে থাকে। কিছু টেলিভিশন চ্যানেল অবশ্য সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা থেকেও শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান সমুহ সম্প্রচার করছে।

৪.৫.৩ দর্শন প্রতিবন্ধকতা

উল্লেখযোগ্য আর একটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে সম্প্রচারিত টেলিভিশন সমূহে একটি অনুষ্ঠান চলাকালে টেলিভিশন এর পর্দার নিচ দিয়ে ফুট নোট/পাদটীকা হিসেবে বিভিন্ন তথ্য, বিজ্ঞাপন, খবর প্রভৃতি প্রচার করে থাকে। প্রায়ই এই ফুটনোট/ পাদটীকা এক লাইন ছাড়িয়ে দুই বা তিন লাইন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়া টেলিভিশন চ্যানেলেন নিজস্ব পরিচিতি বা লোগো তো টেলিভিশন এর পর্দার কোনাতে থাকছেই। এক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেল ছাড়াও স্থানীয় স্যাটেলাইট ডিস্ট্রিবিউটরগনও বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নাম করে টেলিভিশন এর পর্দা আড়াল করে দর্শকদের পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখাতে পারেনা। ফলে দর্শক টেলিভিশণ এর পর্দার প্রায় ২০% অংশ দেখা থেকে বঞ্চিত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রকারভেদ

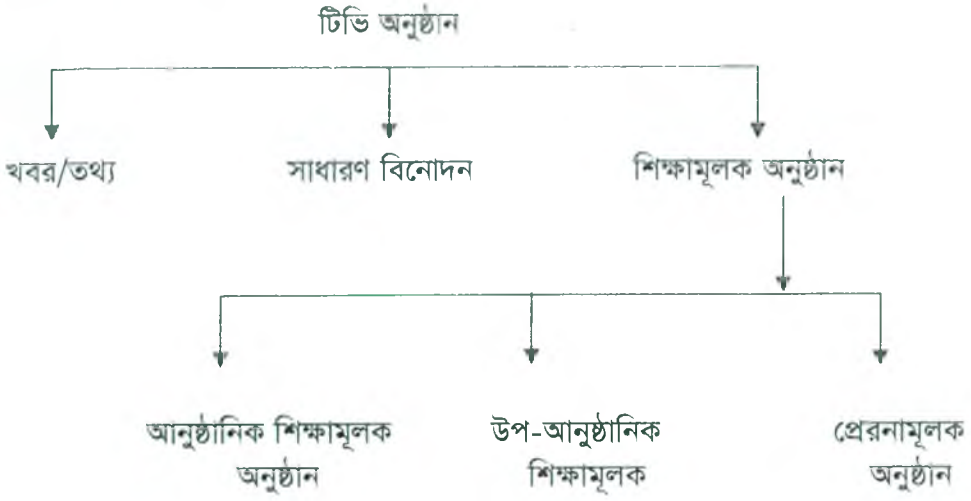

এসকল অনুষ্ঠানের বাইরে রয়েছে বাণিজ্যিক প্রচারোনা ও বিজ্ঞাপন। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও সরাসরি বাণিজ্যিক প্রচারোনা ও বিজ্ঞাপন কে অনুষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেননি।

৪.৬.১ বিষয় ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলের উদাহরণ

১। ধর্ম ভিত্তিক চ্যানেল---------- পীস টিভি ও ইসলামিক টিভি

২। খেলাধুলা ভিত্তিক---------- টেন স্পোর্টস ও ইএসপিএন

৩। সংবাদ ভিত্তিক চ্যানেল ---------- বিবিসি ও সিএনএন

৪। পরিবেশ ভিত্তিক চ্যানেল ---------- ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ও এনিমেল প্লানেট

৫। সিনেমা ভিত্তিক চ্যানেল---------- এইচবিও এবং স্টার মুভিজ

৬। ইতিহাস ভিত্তিক চ্যানেল---------- দ্যা ফক্স হিস্ট্রি

৭। বিজ্ঞান বিষয়ক চ্যানেল---------- ডিসকভারি ও দ্যা সাইন্স প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ বিদেশি বিষয়ভিত্তিক টেলিভিশন পর্যালোচনা

৪.৭.১ "ষ্টার মুভি" টেলিভিশন চ্যানেল

১লা মে ১৯৯৪ তারিখ হতে ষ্টার মুভি সম্প্রচার শুরু করে। এই চ্যানেল প্যান এশিয়ার দর্শকদের জন্য ইংরেজীর সাথে চাইনিজ সিনেমাও সম্প্রচার শুরু করে। ১লা আগষ্ট ১৯৯৪ তারিখ হতে ভারত ও মধ্য প্রাচ্যে এদের সম্প্রচার সম্প্রসারিত হয়। ষ্টার মুভি আন্তর্জাতীক ভাবে ৩১ মার্চ ১৯৯৬ হতে উত্তর এশিয়া সহ (তাইওয়ান, ইন্ডিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ফিলিপাইন) ৫টি দেশে একই সাথে সম্প্রচার শুরু করে। যদিও ১লা জানুয়ারী ২০১০ তারিখ হতে ষ্টার মুভি'র ফিলিপাইন অফিস এর কার্যক্রম শুরু হয়।

পরিচয় ও সম্প্রচারঃ- ষ্টার মুভিজ মুলত টুয়েন্টিনথ সেঞ্চুরিজ ফক্স, ডিজনী ওয়ার্ল্ড, মেট্রো গোল্ডেন মেয়র, স্টুডিও চ্যানেল, কলম্বিয়া পিকচার্স, ইউনিভার্সেল পিকচার্স, ওয়ারনার ব্রুস মুভি প্রডাকশন গুলোর সিনেমার পরিবেশক হিসেবে কাজ করত। পেশাগত দিক দিয়ে এরা অন্যান্য প্রডাকশন, যেমন- লায়ন গেইট ইন্টার ট্রেইনমেন্ট, সামিট ইন্টার ট্রেইনমেন্ট, উইস্টিন কোম্পানী অপেক্ষা অনেক বেশি এগিয়ে যায়। হলিউড মুভি পরিবেশক জগতে এর একমাত্র সমকক্ষ এইচবিও। ষ্টার মুভিজ শ্রীলংঙ্কা, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালোশিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্ডিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান, ফিলিপাইন, মধ্যপ্রাচ্য, মঙ্গোলীয়া, পাপুয়া নিউগিনি, গয়ানা, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডে সম্প্রচারিত হয়।

ষ্টার মুভি চ্যানেলে হলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা গুলি দেখা যায়। বর্তমানে ষ্টার মুভিজ সারা পৃথিবী-ব্যাপী নেটওয়ার্ক জুড়ে প্রতিদিন ৩০ টির মত সিনেমা সম্প্রচার করে থাকে। প্রতি মাসে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত সিনেমাও দেখান হয়। যদিও সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত সিনেমা শুধু সিঙ্গাপুর হতে দেখান হয়।

ষ্টার মুভিজ চ্যানেল এর সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, এরা সংবাদ , তথ্য ও বিজ্ঞাপন ব্যাতীত সিনেমা প্রেমিকদের জন্য শুধুমাত্র বিশুদ্ধভাবে সিনেমা পরিবেশন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.২ ডিসকভারী চ্যানেল

জন হেডারিক ১৯৮২ সনে কেবল এডুকেশন নেটওয়ার্ক ইনক নামে ছোট আকারে একটি শিক্ষানির্ভর টেলিভিশন চ্যানেল চালু করে। পরবর্তীতে এই চ্যানেলের উদ্দ্যোগ ও পথ অনুসরণ করে ১৯৮৫ সালে ডিসকভারী চ্যানেল চালু হয়। মূলত বিবিসি'র অর্থায়নে এটি সম্প্রচার শুরু করে। আমেরিকান আর্থিক সাহায্যদাতাদের কারনে প্রথম দিকেই ৭৫% আমেরিকায় এর সম্প্রচার শুর হয়। শুরুতেই চ্যানেলটি ১২ ঘন্টা সম্প্রচার শুরু করে।

বিষয়বস্তু ও অনুষ্ঠান প্রস্তুত ঃ প্রথম দিকে এ চ্যানেল শিক্ষামূলক/শিক্ষা নির্ভর অনুষ্ঠানের সাথে সাথে কিছু খবর ও সম্প্রচার করত। অনুষ্ঠান সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নির্মিত অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে বিশ্বায়নের প্রভাবে এদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস,সংস্কৃতি,ভূগোল, জনসংখ্যা নির্ভর অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে।এরা অনলাইনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংগ্রহ করে থাকে। নিজ উদ্দ্যোগেও কিছু অনুষ্ঠান নির্মাণ করে থাকে। কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে যৌথ প্রযোজনায় ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এবং শিক্ষামূলক অনেক অনুষ্ঠান অনুদান উপহার/হিসাবে প্রাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য যে বর্তমানে ডিসকভারী চ্যানেল পৃথিবীর ১৭০ টি দেশে ৪৩১ মিলিয়ন ঘরে পৌছে গেছে। ২৯ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বিশ্বের ৩৩টি ভাষায় ডিসকভারী চ্যানেল সম্প্রচার করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, ল্যাটিন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, তাইওয়ান, ইন্ডিয়া ও মালয়েশিয়া ডিসকভারী চ্যানেল অনুষ্ঠান সম্প্রচার সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করলে ও এই চ্যানেলের প্রধান শিক্ষানির্ভর সিরিয়াল/ অনুষ্ঠান সমূহ নিম্নরূপ

List of Series

• A Haunting	• How It's Made
• Aircrash Confidential	• I shouldn's be Alive
• American Chopper	• Into The universe With Stephen Hawking
• American Loggers	• Life
• Cash Cab	• Man vs.Wild
• Construction Intervention	• Man,Woman.Wild

Dhaka University Institutional Repository

• Curiosity	• Monsters Resurrected
• Deadliest Cstch	• Myth Busters
• Destroyed In Seconds	• One Way Out
• Dirty Jobes	• Out of the Wild:The Alaska Experiment
• Dual Survival	• Planet Earth
• Fight Quest	• Prehistoric
• Factory Made	• Prototype This
• Ghost Lab	• The Colony
• Heartland Thunder	• Time Warp
• Shark Week	• Treasure Quest
• Solving History with Olly Steeds	• Ultimate Car Buildoff
• Sons of Guns	• Weird or What?
• Storm Chasers	• Worst Case Scenario
• Survivorman	• Wreckreation Nation.
• Swamp Loggers	• The Colony
• Swords	

৪.৭.৩ ইসলামী টিভি

৩৪/১, (৪র্থ তলা) পরিবাগ সোনারগাঁ রোড, হাতিরপুল ঢাকা হতে ২০০৭ সনের এপ্রিল মাসে ইসলামী টিভি সম্প্রচার শুরু করে। এটি একটি স্বাধীন কোম্পানী কতৃক পরিচালিত হয়। ইসলামী টেলিভিশন বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি মাইলফলক। ধর্মীয় অনুভূতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ হতে এ চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষি বিশ্বের ২৮ কোটি মুসলিম জনগোষ্টির জন্য একমাত্র এবং প্রথম ধর্মীয় স্যাটেলাইট চ্যানেল এটি।

লক্ষ্য: কুরআন,হাদিস এবং হজরত মুহাম্মদ (স) এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ সম্প্রচার। কুরআন হাদিসের আলোকে সন্ত্রাস ও যুদ্ধ মুক্ত সুন্দর পৃথিবী গড়া।

উদ্দেশ্য: ভিন্ন মতাবলম্বীদের মাঝে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা সম্প্রচার করে তাদের সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনা এবং সম্পর্ক বৃদ্ধির সহিষ্ণুতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বে সন্ত্রাস ও যুদ্ধ মুক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী টিভির লক্ষ্য: ইসলামের সৌন্দর্য্য ও মূল্যবোধের ঝান্ডা বিশ্বে তুলে ধরা । এই লক্ষ্যে ইসলামী টিভি বিশ্বায়ন শান্তির জন্য নিষ্ঠা সহকারে বিশ্ব মনবতার পক্ষে বর্ণবাদের বিপক্ষে ধার্মিকতার পক্ষে কাজ করছে ।

তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃড় ভাবে আকড়ে ধর, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা (সূরা ইমরান-১১৩) আলোকময় কুরআনের এই আয়াত অনুসারে এই টিভি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে । ইসলামের ভুল ধারণা যেমন-সন্ত্রাস ও জিহাদের পার্থক্য নারী অধিকার ইত্যাদি । যেন বিশ্ব শান্তি ও ভ্রাতিত্বের মাধ্যমে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা এ চ্যানেলে প্রচার করা হয় ।

এ চ্যানেলের আশা একটি সুন্দর পৃথিবী যেখানে সবার জন্য থাকবে বসবাসের সুন্দর পরিবেশ, থাকবেনা অনিয়ম । ইসলামে এমন কোন নজির নাই যা মানবতার বিপক্ষে । টেলিভিশন যেহেতু সন্দেহতীত ভাবে আধুনিক সমাজে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গণমাধ্যম তাই (শিক্ষামূলক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) সামাজিক দায়বদ্ধতার কারনে এ চ্যানেলটি তাদের দর্শন, বিশ্বাস দর্শকদের মাঝে প্রচার করতে চায় । তাদের বিশ্বাস বিনোদন অবশ্যই পরিচ্ছন্ন অশ্লিলতামূক্ত, স্বাস্থ্য সম্মত হতে পারে । বর্তমানে এই চ্যানেলটি দর্শক প্রিয়তাও পাচ্ছে ।

ক্ষুধা মুক্ত দারিদ্রমুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্মউন্নয়ন, আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম, জনসংখ্যা সচেতনতা, সততার সাথে সত্য খবর প্রচারের মাধ্যমে ইসলামী টিভি মানবতার পক্ষে একটি উজ্জল নক্ষত্র হিসাবে ইতিহাসে স্থান দখল করে নিতে চায় ।

৪.৭.৪ "টেন স্পোর্টস" চ্যানেল (TEN SPORTS)

১লা এপ্রিল ২০০২ তারিখ হতে খেলাধূলা বিষয়ক চ্যানেল টেন স্পোর্টস চালু হয় । এই চ্যানেল মধ্যপ্রাচ্যের আব্দুর রহমান বখতিয়ার এর মালিকানাধীন তাজ ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক এর অধীনে পরিচালিত হয় । এ চ্যানেলে প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট ও রেসলিং দেখান হয় । খেলাধুলা বিষয়ক খবর এর সাথে সাথে ফুটবল, ক্রিকেট, মটর শো , বাস্কেট বল, গল্ফ, টেনিস ইত্যাদি বিষয়ই এ

Dhaka University Institutional Repository

চ্যানেলের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, কানাডা ও ইন্ডিয়া'র ৫৫ মিলিয়ন গৃহে এখন টেন স্পোর্টস এর দর্শক রয়েছে।

সম্প্রচার জোট ঃ অষ্ট্রেলিয়া-ভি, পাকিস্তান ক্রিকেট-ওডিআই, অষ্ট্রেলিয়ান ইষ্টার্ন টাইম, ফক্স স্পোর্টস এর সাথে টেন স্পোর্টস যৌথ ভাবে অনুষ্ঠান সংগ্রহ ও সম্প্রচার করে থাকে।

টেন স্পোর্টস এর সম্প্রচারিত নিয়মিত খেলা

১। এশিয়ান গেমস্

২। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

১	পাকিস্তানের সকল খেলা
২	ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সকল খেলা
৩	সাউথ আফ্রিকার সকল খেলা
৪	ন্যাশনাল ক্রিকেট সিরিজ
৫	জিম্বাবুয়ের সকল খেলা
৬	শ্রীলংঙ্কার সকল খেলা
৭	হংকং ইন্টার ন্যাশনাল সিরিজ

৩। ফুটবল

ইউরোপীয় ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন লীগ	ইটালিয়ান শীরোপা
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউরোপা চ্যাম্পিয়নশীপ	ডাচ লীগ
কোকা কোলা চ্যাম্পিয়নশীপ	স্কটিশ প্রিমিয়াম লীগ
ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ	বার্লিন কাপ
স্পেন লীগ	

Dhaka University Institutional Repository

৪। মটর স্পোর্টস ঃ সকল বড় প্রতিযোগিতা

৫। বাস্কেট বল ঃ এন.বি.এ. লীগ

৬। গল্ফ ঃ পিজিএ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ট্যুরস্

৭। টেনিস ঃ
- ইউএসএ ওপেন
- এপিটি ওয়ার্ল্ড টুরস্
- চেন্নাই ওপেন

৮। রেসলিং ঃ WWE

বর্তমানে ২০১০ সন হতে টেন স্পোর্টস আরও বেশি সুনির্দৃষ্ট ভাবে বিষয় ভিত্তিক চ্যানেল চালু করেছে। যেমন- টেন ক্রিকেট, টেন এক্সান।

৪.৮ বিদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৫ সনে Association of College University Broadcasting Station (ACUB) একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে (ACUBs) ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন গঠন করে ৫টি শিক্ষামুলক রেডিও চ্যানেল চালু করে। সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সালে এই কমিশনকে "The National Association of Educational Broadcasts (NAEB) নামে নামকরন করা হয়। ১৯৪৫ সালের মধ্যেই এ সংস্থা ৫টি হতে ৪০ টি অ-বাণিজ্যিক শিক্ষামুলক রেডিও ষ্টেশন চালু করে। এসকল রেডিও গুলি হতে এফ,এম ও এ,এম দুই ভাবেই অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো। (NAEB) ১৯৬৩ সনে Educational television channel নামে একটি নতুন শাখা খোলে। ১৯৭৩ সালে (NAEB) দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা- Educational Television Stations অপরটি National Educational Radio.পরবর্তীতে (NAEB) গণ-সম্প্রচার, সাধারন মুখপাত্র ও অনুষ্ঠান পরিবেশক হিসেবে কাজ করত। মুল প্রতিষ্ঠান (NAEB) ১৯৮১ সন পর্যন্ত চালু ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮.১ পৃথিবীর কিছু শিক্ষা ও নির্দেশনা মুলক টিভি চ্যানেল

১। এডুকেশনাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, কানাডা।

২। পাবলিক টেলিভিশন, মেক্সিকো।

৩। সাউথ ক্যারোলিনা এডুকেশনাল টেলিভিশন।

৪। আরকানস্ এডুকেশনাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।

৫। টিচার্স টিভি, আমেরিকা।

৬। মানা টিভি-২, ভারত।

৭। টাটা স্কাই এডুকেশনাল টিভি চ্যানেল।

৮। নাসা সাইন্স টিভি।

৯। টিচিং এন্ড লারনিং চ্যানেল (টিএলসি)

১০। শিকাগো এ্যাসোসিয়েশন অব নেটওয়াক টিভি।

১১। কোভ, এডুকেশনাল টেলিভিশন।

১২। এস,সি,ও,এল,এ টিভি সার্ভিস।

১৩। ইউকিনসিন এডুকেশনাল কমিউনিকেশন বোর্ড।

১৪। ন্যাশনাল এডুকেশনাল টিভি।

১৫। ফ্লোরিডা নলেজ নেটওয়ার্ক।

১৬।। ফ্লোরিডা এডুকেশন চ্যানেল।

১৭। এডুকেশন ব্রডকাষ্টিং সিস্টেম।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮.২ বিদেশে শিক্ষামুলক টেলিভিশন এর অনুষ্ঠান সমুহ

১। বয়স্ক শিক্ষার টেলিভিশন সিরিজ।

২। আমেরিকান শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান।

৩। সাক্ষরতা শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ।

৪। যুক্তরাজ্যের স্কুল সমুহের জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ ।

৫। গণিত শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ ।

৬। বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ।

৭। স্টুডেন্ট কুইজ সিরিয়াল।

৮। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ ।

৯। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ ।

১০। বিভিন্ন ইতিহাস শিক্ষা সিরিজ।

১১। প্রযুক্তি শিক্ষার টেলিভিশন সিরিয়াল।

১২। স্বাস্থ্য শিক্ষার টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ।

১৩। প্রাক প্রাথমিক সাধারন শিশুদের শিক্ষা।

১৪। প্রাক প্রাথমিক ১৭+ বয়সীদের শিক্ষা।

১৫। ভাষা শিক্ষার জন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠান সিরিজ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় ভিত্তিক/ কারিগরী জ্ঞান মূলক শিক্ষা টিভি অনুষ্ঠান এর তালিকা

পশু পাখি দের নিয়ে টিভি সিরিয়াল	শরীর চর্চা বিষয়ে
বাতাস শক্তির ব্যবহার ও তার ক্ষমতা	সাতার শিক্ষার বিষয়ে
মৎস বিষয়ক	জীবন রক্ষার জন্য হত্যা
প্রাকৃতিক অনুসন্ধান	আগামী দিনের সাফল্যের জন্য
রান্না প্রশিক্ষন	আলাস্কা ভ্রমন নিয়ে
গৃহস্থলী ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাদী রক্ষনাবেক্ষন	সঙ্গীত শিক্ষা
অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন পথ বিষয়ে	চিত্র শিল্প বিষয়ে
কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ে	পৃথিবীর বিখ্যাত নদী সমুহ
ডার্টি জবস্ বিষয়ে	বিখ্যাত বন জঙ্গল নিয়ে

৪.৯ শিক্ষামূলক টেলিভিশন পর্যালোচনা

৪.৯.১ মানা টেলিভিশন-২, অন্ধ্রপ্রদেশ

বোর্ড অব ইন্টার মিডিয়েট, অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ ১৯৭১ সালে বোর্ড অব ইন্টার মিডিয়েট ও সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড অন্ধ্রপ্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব মানের নের্তৃত্ব ও গুনাবলী সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য সামনে রেখে এটির শিক্ষা সেবা প্রদান করা হয়। রাজ্যের শিক্ষা সম্প্রসার ও অব্যাহত উন্নয়ন এর লক্ষ্য। এই বোর্ড এর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রন ও তত্বাবোধনে একাট বিশেষ টেলিভিশন চ্যানেল চালু রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারনের স্বার্থে State Council for Educational Research and Training (SCERT) and State Institute for Educational এর উদ্দোগে মানা টেভিভিশন-২, অন্ধ্রপ্রদেশ এর শিক্ষা চ্যানেল টি সম্প্রচার করা হয়।

সমগ্র ভারতে বহু উম্মুক্ত বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীদের পড়ার ক্ষেত্রে বয়সের বাধা নেই। একই ভাবে এখানে দূর-শিক্ষনের জন্য ও রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। দূর-শিক্ষনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতোকত্তর ও বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স করা যায়। কিছু প্রতিষ্ঠান এম.ফিল. পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পড়ার সুযোগ থাকলেও টেলিভিশন মিডিয়ার মত এত সহজসাধ্য মাধ্যমে পড়ালেখা/ক্লাস করার বা পাঠ বোঝার সুযোগ কম প্রতিষ্ঠান দিতে পারছে।

৪.৯.২ টিএলসি (টিভি)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭২ সালে "কমিউনিটি সার্ভিস নেটওয়ার্ক" নামক প্রতিষ্ঠান Teaching Learning tv. Channel (TLC)tv এর উদ্যোক্তা। পরবর্তীতে ১৯৮০ সনে বর্তমান নাম Teaching Learning tv. Channel (TLC)tv নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এই চ্যানেল প্রধানত পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৃতি, ইতিহাস, রান্না ও পুষ্টি, গৃহ-ব্যবস্থাপনা, বর্তমান বিষয়াবলী, বিভিন্ন ব্যবহারিক ও চলিত বিষয়ে প্রামান্য তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। এ চ্যানেলের অন্যতম বিশেষত্ব হলো টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ করে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা ।

বর্তমানে এই চ্যানেলের বেশিরভাগ অনুষ্ঠানই বাস্তব/প্রয়োগ মুখি। যেমন:-গৃহ ব্যবস্থাপনা, নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নাটিকা, চিকিৎসা-স্বাস্থ্য বিষয়ে নাটিকা, সাধারন আবহাওয়া বিদ্যা, ব্যবহারিক আইন, বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।

সম্প্রচার-সম্পর্ক ঃ ১৯৯১ সন হতে ডিসকভারি কমিউনিকেশন, টিএলসি টিভি চ্যানেলের মালিকানা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের বিষয় ভিত্তিক যে সকল চ্যানেল আছে-

ক) ডিসকভারী চ্যানেল

খ) এনিমেল প্লানেট

গ) সাইন্স চ্যানেল

এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক নেটওয়ার্ক ও এই গ্রুপ পরিচালনা করে থাকে। এরা কানাডা সরকারের অনুমতিক্রমে কানাডার কিছু এলাকাতে তাদের শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের কয়েকটি দেশের চলতি অনুষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক	অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়
০১	পিলি ওয়ার্ড	প্রাচীন স্থাপত্য
০২	হোম টাইম হোম সার্ভে	গৃহ ব্যবস্থাপনা
০৩	আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট	শিল্পকলা
০৪	নিউ ডিটেক্টিভ	অপরাধ বিষয়ে
০৫	মেডিসিন	স্বাস্থ্য
০৬	রেডি সেট লার্ন	শিশুদের উদ্দেশ্যে
০৭	ক্যাবেল ক্লাস রুম	দূর শিক্ষণ

এই চ্যানেলের অন্যান্য জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সমূহ:- টিভার লাভিং কেয়ার, ট্রেডিং স্পেস, জুনইয়ার্ড ওয়ার, বাচতে শেখা, একটি অপেক্ষার গল্প, একটি শিশুর গল্প প্রভৃতি।

অনুষ্ঠান সংগ্রহ ঃ এলটিসি টিভি প্রতি বছর উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ ও অনুষ্ঠান যুক্তরাজ্য হতে আমদানি করে থাকে। এসকল উপকরণ বিশেষত Mother Origination, British Broadcasting Corporation BBC হতে আমদানী করে থাকে। বিবিসি তাদের নিজস্ব প্রগ্রামের সাথে সাথে অংগ প্রতিষ্ঠান সমুহকে লক্ষ্য রেখে আমেরিকার উপযোগী অনুষ্ঠান ও নির্মান করে থাকে। এছাড়া এরা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও অনুষ্ঠান ক্রয় করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯.৩ Educational Televison (Hongkong)

হংকং এর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় শিক্ষা বিভাগ এর অধীনে শিক্ষা ও মানব সম্পদ ব্যুরো ও রেডিও-টেলিভিশন হংকং এর সাথে যৌথ ভাবে শিক্ষামুলক টেলিভিশন (Educational Televison) ইটিভি হংকং সম্প্রচারিত হয়। ১৯৭০ সাল হতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এর শিক্ষা কারিকুলাম এর সহায়ক হিসেবে এই টেলিভিশন কাজ করে আসছে। স্কুলের কারিকুলাম পরিবর্তনের সাথে সাথে এই চ্যানেলের অনুষ্ঠান সূচীও পরিবর্তন হয়। এর অনুষ্ঠান সমুহ সাধারনত দিনের বেলায়/ অবসর সময়ে প্রচার করা হয় এবং স্কুল কারিকুলাম নির্ধারিত ক্যালেন্ডার এর মধ্যেই এর কোর্স সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত বা প্রচার করা হয়। এই স্যাটেলাইট চ্যানেলটি সারা পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে।

ইটিভি ১৯৭২ সালে ১ম হতে ৩য় শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৭৪ সালে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সালে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের জন্য ও ১৯৭৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৯৯ সন পর্যন্ত এ চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বড় কোন পরিবর্তন হয়নি। ইটিভি প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়গুলির ওপরে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। ২০০০ সন হতে শিক্ষক দের জন্য প্রশিক্ষন ও উন্মুক্ত শিক্ষন আলোচনাও এই চ্যানেল চালু করেছে।

ইটিভি'র শিক্ষন বিষয়ঃ ইটিভি হংকং সরকারের অনুমোদিত প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর শিক্ষার কারিকুলামকে নিবিড় ভাবে সহায়তা করার জন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এ চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমুহ:-

প্রাথমিক স্তরের জন্য-(১) ক্যান্টন ভাষা

(২) চাইনিজ ভাষা

(৩) ইংরেজী ভাষা

(৪) গনিত

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক স্তরের জন্য-(১) সামাজিক বিজ্ঞান

(২) স্বাস্থ্য শিক্ষা

(৩) প্রাকৃতিক বিদ্যা

(৪) সাধারন বিজ্ঞান

সম্প্রচার ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীর কারিকুলাম এর সামাজিক ও মানবিক বিদ্যার বিষয় সমুহ এবং অন্যান্ন অনুষ্ঠান সমুহ সপ্তাহ অন্তর সময় পরিবর্তন করে সম্প্রচার করে। একই সাথে অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার করে। বাৎসরিক বিভিন্ন ছুটি যথা:-সাপ্তাহিক ছুটি, রাষ্ট্রীয় ছুটি ও সামাজিক ছুটির সময় কারিকুলাম নির্ধারিত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়না। তবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযয়ি যথা সময়েই প্রতি বছর নির্ধারিত কোর্স এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানই পুন প্রচার সহ ক্লাস টাইমের বাইরে সম্প্রচার করা হয়। ইটিভি সরকারী খরচে প্রয়োজনীয় রেডিও টিভি সহ অন্যান্য সরঞ্জাম ভালভাল সরকারী স্কুলে প্রেরণ করে। এই স্কুলের শিক্ষকদের পঠন-পাঠন রেকর্ড করে পরবর্তীতে এই অনুষ্ঠান সমুহ অন্যদের জন্য সরবরাহ/সম্প্রচার করা হয়। ইটিভি চ্যানেল কিছু অনুষ্ঠান ভিসিডি, সিডি ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে করে বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ এবং ইন্টারনেটে সম্প্রচার করে থাকে। এরা বিভিন্ন সংস্থার হয়েও শিক্ষামূলক, জন সচেতনতামুলক অনুষ্ঠান নির্মান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ সংগৃহীত মতামত ও প্রশ্নমালা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

দর্শক, শিক্ষক, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞেদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে এবং পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হলঃ-

টেলিভিশন হতে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এর প্রতি দর্শকদের আগ্রহ, মনোভাব, চাহিদা, অনুষ্ঠান হতে কতটুকু শিক্ষা লাভ করছেন তা জানার উদ্দেশ্যে টেলিভিশন দর্শকদের কাছ হতে মতামত নেওয়ার জন্যে মতামতমালা তৈরী করা হয়েছে।

এ মতামত মালার ১ম অংশ উত্তরদাতাদের সম্পর্ক জানার জন্যে। এছাড়া এখানে সামগ্রীক অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠান গুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ মাত্রার প্রশ্নের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী - ৪.১ ঃ গবেষণার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত নমুনার বিস্তরণ

নমুনার ধরণ	নমুনা সংখ্যা	গ্রাম	শহর	পুরুষ	মহিলা
সাধারণ দর্শক	৫৪	২৪	৩০	২৮	২৬
শিক্ষক	১৩	০৫	০৮	০৭	০৬
সমাজ সচেতন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি	১২	০৪	০৮	০৯	০৩
মোট	৭৯	৩৩	৪৬	৪৪	৩৫
শতকরা হার (%)	১০০%	৪২%	৫৮%	৫৬%	৪৪%

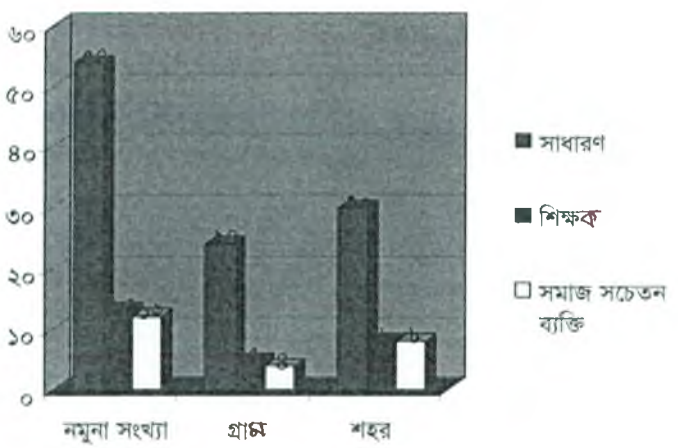

লেখচিত্র নং ৮ঃ গ্রাম ও শহর ভিত্তিক নমুনার তুলনামূলক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহরের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাথে জড়িত ৮ জন মিডিয়া বিশেষজ্ঞের কাছ হতে মতামত ও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

মতামত নেওয়ার জন্যে চট্টগ্রামের ১৩ জন, সিরাজগঞ্জের ১৪ জন, বাগেরহাটের ১২ জন, ঢাকার ১৫ জন মোট ৫৪ জন টেলিভিশন দর্শকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ নিম্নে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হল:-

সারণী নং ৪.২ ঃ উত্তরদাতাদের অঞ্চল বিন্যাস ও শতকরা হার -

অঞ্চল	জন	শতকরা হার
চট্টগ্রাম	১৯	২৪.১
ঢাকা	২০	২৫.৯
বাগেরহাট	১৯	২২.২
সিরাজগঞ্জ	২১	২৭.৮

২ নং সারণীতে উত্তরদাতাদের অঞ্চল বিণ্যাস দেখান হয়েছে। এখানে চট্টগ্রাম ২৪.১%, ঢাকার ২৫.৯%, বাগেরহাটের ২২.২%, সিরাজগঞ্জের ২৭.৮৫% উত্তরদাতা রয়েছে। উত্তর দাতাদের নিম্ন ক্রম অনুসারে সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাগেরহাট রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং-৪.৩ ঃ সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত শতকরা হারে-

ক্রমিক নং	পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
১	ছাত্র-ছাত্রী	১৬	২৯.৬
২	চাকুরী	৭	১২.৯
৩	বেকার	৮	১৪.৮
৪	পোষাক শিল্প	৭	১২.৯
৫	মজুর	১	১.৯
৬	কৃষক	১	১.৯
৭	ব্যবসা	৩	৫.৫
৮	গৃহিনী	৫	৯.৩
৯	ম্যাকানিক্স	১	১.৯
১০	রিক্সাচালক	২	৩.৭
১১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	২	৩.৭
১২	অন্যান্য	১	১.৯
মোট		৫৪	১০০

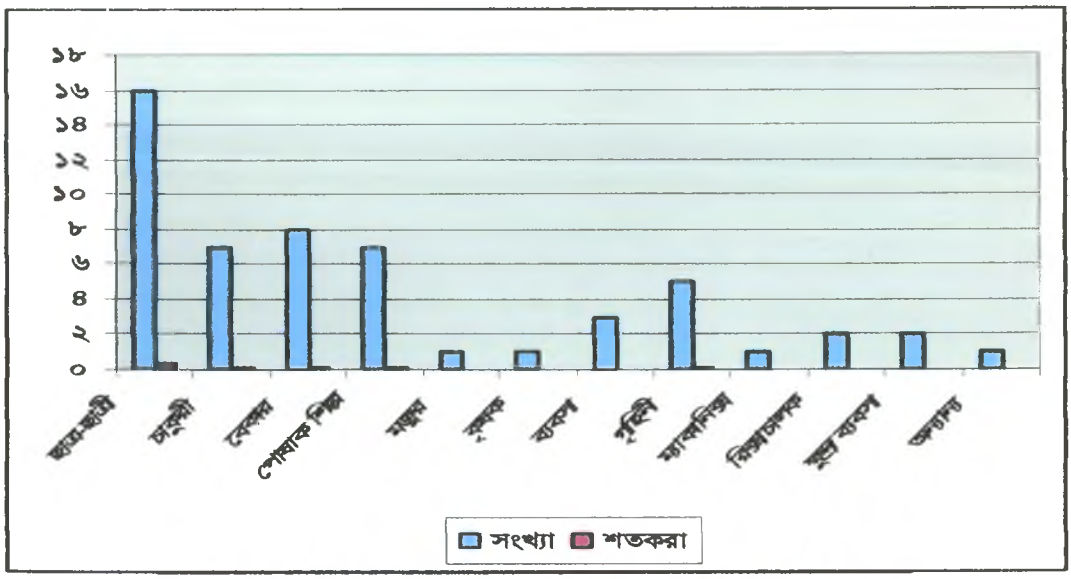

লেখচিত্র নং ৯ ঃ মতামত প্রদানকারীদের পেশাভিত্তিক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৩ এ বিভিন্ন পেশাজীবি উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী ২৯.৬%, চাকুরীজিবী ১২.৯%, বেকার ১৪.৮%, পোষাক শিল্প ১২.৯%, মজুর ১.৯%, কৃষক ১.৯%, ব্যবসা ৫.৫%, গৃহিনী ৯.৩%, ম্যাকানিক্স ১.৯%, রিক্সাচালক ৩.৭%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩.৭% অন্যান্য পেশা ১.৯% ।

উপরোক্ত উত্তরদাতা দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আছে যথাক্রমে ছাত্র-ছাত্রী, বেকার, পোষাক শিল্প ও গৃহিনী ।

৪.১০.১ শিক্ষার্থী ও দর্শকদের মতামত উপস্থাপন

০১ । বিবৃতিঃ ক্লাসের সকল পাঠ আপনি (শিক্ষার্থী) কতটা বুঝতে পারেন?

সারণী -৪.৪ ঃ ক্লাসের সকল পাঠ শিক্ষার্থীদের বুঝতে পারার সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা হার
অল্প	৪	২৫
মোটামুটি	৯	৫৬
অধিকাংশ	৩	১৯
মোট	১৬	১০০

৪ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, ২৫% শিক্ষার্থী ক্লাসের সকল পাঠ অল্প বুঝতে পারে । ৫৬% শিক্ষার্থী ক্লাসের সকল পাঠ মোটামুটি বুঝতে পারে এবং ১৯% শিক্ষার্থী ক্লাসের সকল পাঠ অধিকাংশ বুঝতে পারে । প্রাপ্ত তথ্যে ক্লাসের সকল পাঠ খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে বলে প্রকাশ পাচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

০২। **বিবৃতিঃ** আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরন আছে কি?

সারণী - ৪.৫ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা হার
অল্প	২৬	৪৮
মোটামুটি	২১	৩৯
যথেষ্ঠ	৭	১৩
মোট	৫৪	১০০

৫ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, ৪৮% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান অল্প বলে মত প্রকাশ করেছেন। ৩৯% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান মোটামুটি বলে মত প্রকাশ করেছেন। ১৩% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ আছে কিন্তু তা অপর্যাপ্ত।

০৩। **বিবৃতিঃ** আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্য বই, উপকরণ কিনতে পারে কি?

সারণী - ৪.৬ ঃ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্য বই, উপকরণ কিনতে পারা সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা হার
অল্প সংখ্যক পারে	১৯	৩৫
অর্ধেক সংখ্যক পারে	২৬	৪৮
বেশি সংখ্যক পারে	৯	১৭
মোট	৫৪	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৬ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, ৩৫%দর্শক অল্প সংখ্যক পারে বিবৃতিটির সাথে একমত প্রকাশ করেছেন। ৪৮% দর্শক অর্ধেক সংখ্যক পারে সাথে একমত, ১৭% দর্শক বেশি সংখ্যক পারে বলে মত দিয়েছেন। তথ্য অনুযায়ী বলাযায় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্য বই, উপকরণ কিনতে পারার সমার্থ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষার্থীর নাই ।

০৪। **বিবৃতিঃ** শিক্ষার কোন মাধ্যমটি শেখার জন্য আপনার বেশি পছন্দ?

সারণী -৪.৭ ঃ শেখার জন্য পছন্দের মাধ্যম সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
রেডিও	১৫	২৮
টেলিভিশন	২৬	৪৮
বই ও পত্রপত্রিকা	১০	১৯
বিদ্যালয়ে ক্লাস	৩	৫
নিজে নিজে চিন্তাকরে	০	০
মোট	৫৪	১০০

৭ নং সারণী তথ্য মতে শেখার জন্য পছন্দের মাধ্যম সম্পর্কে বেশিরভাগ দর্শক টেলিভিশন মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

০৫। **বিবৃতিঃ** সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে নতুন কোন বিষয় শিখতে আপনি কোন পদ্ধতি বেছে নিবেন?

সারণী- ৪.৮ ঃ শেখার জন্য পছন্দের পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
পত্রযোগাযোগের মাধ্যমে	১৬	৩০
কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে	৭	১৩
টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে	২৩	৪২
প্রাইভেট কোচিংএ ভর্তি হয়ে	৮	১৫
মোট	৫৪	১০০

সারণী-৪.৮ এর তথ্য অনুযায়ী শেখার জন্য পছন্দের পদ্ধতি হিসেবে টেলিভিশন মাধ্যম সর্বোচ্চ সমর্থন পেয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পত্র যোগাযোগ মাধ্যম।

০৬। **বিবৃতিঃ** আপনি টেলিভিশন দেখেন কতটা?

সারণী - ৪.৯ ঃ দর্শকদের টেলিভিশন দেখার মাত্রা সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
কম	১০	১৯
মাঝে মাঝে	২৬	৪৮
নিয়মিত	১৮	৩৩
মোট	৫৪	১০০

৯ নং সারণী হতে দর্শকদের টেলিভিশন দেখার মাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায় এক তৃতীয়াংশ দর্শক নিয়মিত টিভি দেখেন। খুব কম দেখার দর্শক অত্যন্ত নগণ্য, মাত্র ১৯%।

Dhaka University Institutional Repository

০৭। **বিবৃতি ঃ** টিভির কোন অনুষ্ঠান আপনার বেশি পছন্দ?

সারণী- ৪.১০ঃ দর্শকদের টিভির অনুষ্ঠান পছন্দের সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
বিনোদন	১৬	৩০
খবর	১৬	৩০
তথ্যভিত্তিক বিনোদন	৭	১৩
খেলাধূলা	১৪	২৫
অন্যান্য	১	২
মোট	৫৪	১০০

১০ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ দর্শক টেলিভিশনের বিনোদন ও খবর সমান সমান পছন্দ করেন । খেলাধূলা দেখার পছন্দের দর্শকও মোটামুটি কম নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

০৮। **বিবৃতি ঃ** টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখেন কি? না দেখলে তার কারন ?

সারণী **৪.১১** ঃ টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখার ব্যাপারে উত্তরদাতাদের মতামত-

টিভি শিক্ষাকমূলক অনুষ্ঠান দেখেন			না দেখার কারণ		
মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা	মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪৫	৮৩.৩	বাস্তব নয়	৩	৫.৬
ইা	৯	১৬.৭	অপছন্দ	৩	৫.৬
মোট	৫৪	১০০	অপ্রয়োজনীয়	৩	৫.৬

১১ নং সারণীতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখার পক্ষে মত দিয়েছে ৮৩.৩% দর্শক এবং না দেখার পক্ষে ১৬.৭% । অনুষ্ঠান না দেখার কারন হিসেবে অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়, অপছন্দ এবং অবাস্তব বলে উল্লেখ করেছেন মাত্র ৫.৬% ।

০৯। **বিবৃতি ঃ** টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কেমন হলে ভাল হত ?

সারণী -**৪.১২** ঃ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পছন্দের প্রকৃতির ব্যাপারে দর্শকদের মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
প্রতিদিন একই সময়ে হলে	৩৯	৭২.২
অনুষ্ঠানের সময় বাড়ালে	৬	১১.১
দর্শকদের প্রত্যক্ষ্য অংশগ্রহনের মাধ্যমে	২৪	৪৪.৪
মোট	৬৯	১২৭.৭

[বিঃ দ্রঃ - এখানে উত্তরদাতারা অনেকেই একাধিক বিষয়ে টিক চিহ্ন দিয়েছেন ।]

Dhaka University Institutional Repository

১২ নং সারণীতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জনপ্রিয় করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন ৭২.২% দর্শক, অনুষ্ঠান পর্ব সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন ১১.১% এবং দর্শকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়েছেন ৪৪.৪% উত্তর দাতা। বেশীভাগ দর্শক অনুষ্ঠান সমূহ নির্দিষ্ট সময়ে প্রচার করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

১০। **বিবৃতি ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সহজতম মাধ্যম কোনটি হতে পারে?

সারণী - ৪.১৩ ঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সহজতম মাধ্যম এ ব্যাপারে দর্শকদের মতামত -

মাধ্যম	মতামত সংখ্যা	শতকরা
রেডিও টিভি	৩৬	৬৬.৭
পত্রিকা	১৫	২৭.৮
প্রশিক্ষণ দলের মাধ্যমে	৩	৫.৫
মোট	৫৪	১০০

১৩ নং সারণীতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে সহজ মাধ্যম রেডিও, টিভির পক্ষে মত দিয়েছেন ৬৬.৭% এবং এটিই সর্বোচ্চ।

১১। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক কোন টিভি চ্যানেলের দরকার আছে কি?

সারণী - ৪.১৪ ঃ শিক্ষামূলক কোন টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা-

উক্তি	মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
শিক্ষামূলক কোন টিভি চ্যানেলের দরকার আছে?	হ্যাঁ	৪৮	৮৮.৯
	না	৬	১১.১

Dhaka University Institutional Repository

১৪ নং সারনীতে স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ৮৮.৯% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন। এর বিপক্ষে নগন্য সংখ্যক অর্থাৎ ১১.১% উত্তরদাতা।

১২। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে কী কী বিষয়ে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়?

কয়েকটি বিষয়ের নাম জানতে গিয়ে উন্মুক্ত প্রশ্নের জবাবে নিম্নোক্ত বিষয়ের নাম এসেছে -

রান্না-পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, ক্লাস বিভিন্ন ক্লাশের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (কোচিং), বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালত হতে সেবা গ্রহন পদ্ধতি, বিদেশে যাওয়ার সঠিক বৈধ পথ সম্পর্কে অনুষ্ঠান, বিদেশি শ্রমবাজার, ক্রেতা অধিকার, দ্রব্যের প্রকৃত বাজার মূল্য, বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সুচি, পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরনের সময়সূচি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্য, নারী অধিকার, বাড়িভাড়া সম্পর্কে সরকারি তথ্য ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০.২ শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত মতামত উপস্থাপন

১। বিবৃতি ঃ ক্লাসের পাঠ কত ভাগ শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

সারণী- ৪.১৫ ঃ ক্লাসের পাঠ বুঝতে পারার ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামত -

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প	২	১৫
অর্ধেক	৭	৫৪
অধিকাংশ	৪	৩১
মোট	১৩	১০০

১৫ নং সারণী অনুযায়ী ক্লাসের পাঠ অল্প সংখ্যক বুঝতে পারার ব্যাপারে একমত ১৫%, অর্ধেক বোঝে ৫৪% এবং অধিকাংশ বোঝে ৩১% মত দিয়েছে। অতএব বেশীরভাগ শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অর্ধেক পাঠ বুঝাতে পারে বলে একমত প্রকাশ করেছে।

২। বিবৃতি ঃ আপনার প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত উপকরণ আছে কি?

সারণী-৪.১৬ ঃ ক্লাসে পাঠদান উপকরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প	৮	৬২
মোটামুটি	৪	৩১
যথেষ্ট	১	৭
মোট	১৩	১০০

Dhaka University Institutional Repository

১৬ নং সারণী অনুযায়ী ক্লাসের পাঠদান উপকরণ অল্প পক্ষে ৬২.% শিক্ষক, মোটামুটির পক্ষে ৩১% শিক্ষক এবং যথেষ্টর পক্ষে ৭% শিক্ষক। অতএব, ক্লাসে পাঠদান উপকরণের পর্যাপ্ততা যথেষ্ট নয় বলে বেশিরভাগ শিক্ষক মত প্রকাশ করেছে।

৩। **বিবৃতি ঃ** আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা?

সারণী-৪.১৭ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা সম্পর্কীয় মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প সংখ্যক	৪	৩১
অর্ধেক	৬	৪৬
বেশি সংখ্যক	৩	২৩
মোট	১৩	১০০০

১৬ নং সারণী অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অল্প সংখ্যা সম্পর্কে মত দিয়েছেন ৩১%, অর্ধেক ৪৬% এবং বেশির পক্ষে মত দিয়েছেন ২৩%। সুতরাং, অধিকাংশ শিক্ষকদের মতে প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেক।

৪। **বিবৃতি ঃ** আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় পাঠ্য বই, প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে পারে?

সারণী-৪.১৮ ঃ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই, প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে পারা সম্পর্কীয় মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প সংখ্যক	৪	৫৩.৮
অর্ধেক	৬	৩৮.৫
বেশি সংখ্যক	৩	৭.৭
মোট	১৩	১০০

Dhaka University Institutional Repository

১৮ নং সারণী অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অল্প সম্পর্কে মত দিয়েছেন ৫৩.৮%, অর্ধেক ৩৮.৫% এবং বেশির পক্ষে মত দিয়েছেন ৭.৭% । বেশিরভাগ শিক্ষকের মতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেক ।

৫ । বিবৃতি ঃ সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে নতুন কোন বিষয় শিখতে আপনি নিচের কোন পদ্ধতি বেছে নিবেন?

সারণী-৪.১৯ ঃ সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে নতুন বিষয় শেখা সম্পর্কীয় মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
পত্র যোগাযোগ মাধ্যম	৪	৩০.৭
কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে	৩	২৩.১
টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে	৫	৩৮.৫
প্রাইভেট কোচিং-এ ভর্তি হয়ে	১	৭.৭
মোট	১৩	১০০

১৯ নং সারণী অনুযায়ী সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে শেখা সম্পর্কে ৩০.৭% শিক্ষক, কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ২৩.১% শিক্ষক এবং ৩৮.৫% শিক্ষক মতামত দিয়েছেন টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক ৭.৭% মত দিয়েছেন প্রাইভেট কোচিং-এ ভর্তি হওয়ার পক্ষে । সুতরাং, টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে শেখার ব্যাপারে সর্বাধিক মতামত রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বিবৃতি ঃ গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন আপনি অনুভব করেন কি?

সারণী-৪.২০ ঃ গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন সম্পর্কীয় মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৯	৬৯.৩
না	৪	৩০.৭
মোট	১৩	১০০

২০ নং সারণী অনুযায়ী গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছেন সর্বাধিক ৬৯.৩% শিক্ষক। অতএব, বেশিরভাগ শিক্ষক গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭। বিবৃতি ঃ আপনি টেলিভিশনের কোন কোন অনুষ্ঠান বেশি দেখেন?

সারণী-৪.২১ ঃ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বেশি দেখার ব্যাপারে মতমত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
বিনোদন	২	১৫.৩৮
খবর	৩	২৩.০৭
তথ্য	৩	২৩.০৭
খেলাধূলা	৩	২৩.০৭
অন্যান্য	২	১৫.৩৮
মোট	১৩	১০০

২১ নং সারণী অনুযায়ী টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বেশি দেখার ব্যাপারে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখেন দর্শক ১৫.৩৮%, খবর তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য খেলাধূলা দেখেন ২৩.০৭%। অধিকাংশ শিক্ষকের মতে খবর, তথ্য ও খেলাধূলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানসমূহ সর্বাধিক দেখেন।

৮। বিবৃতি ঃ শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান দেখলে কি ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখেন? (কিছু অনুষ্ঠানের নাম বলুন)

এ ব্যাপারে যে উন্মুক্ত বিষয়সমূহের নাম এসেছে তা হল–ডিসকভারী, স্কুল বিতর্ক, কৃষি ও মৎস্য চাষ এবং ভ্রমন প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

৯। বিবৃতি ঃ অনুষ্ঠান (শিক্ষা ও তথ্যমূলক) দেখলে উক্ত অনুষ্ঠান দেখে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

সারণী-৪.২২ ঃ অনুষ্ঠান দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশের হার -

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প	২	১৫.৩৮
মোটামুটি	৬	৪৭.০৪
যথেষ্ঠ	৩	২৩.০৭
উত্তর দানে বিরত	২	১৫.৩৮
মোট	১৩	১০০

২২ নং সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় অল্প সন্তুষ্ট ১৫.৩৮%, মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট ৪৭.০৪%, যথেষ্ঠ ২৩.০৭% এবং উত্তর দানে বিরত রয়েছেন ১৫.৩৮% শিক্ষক। সুতরাং, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে বেশিরভাগ শিক্ষক মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট।

46631

১০। বিবৃতি ঃ শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল খোলার পক্ষে আপনার মন্তব্য লিখুন।

এ ব্যাপারে শিক্ষদের পক্ষ থেকে যে উন্মুক্ত মন্তব্য এসেছে তা হচ্ছে–

ক) শিক্ষামূলক টিভি আমাদের শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতিতে অবদান রাখবে।

খ) সরকারের এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

গ) দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঘ) উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনযাত্রায় দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা বাড়তে পারে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১১। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে কী কী বিষয়ে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়?

এ প্রশ্নোত্তরে শিক্ষকদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পরামর্শ এসেছে-

ক) শ্রেণীভিত্তিক অনুষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক)।

খ) কৃষি উন্নয়ন, পশু পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে গ্রামভিত্তিক অনুষ্ঠান।

গ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রযুক্তিগত উন্নতি।

১২। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান কোন শ্রেণীর দর্শক বেশি দেখবে বলে আপনি মনে করেন?

এ ব্যাপারে যে উন্মুক্ত মতামত এসেছে– শিক্ষার্থী, গৃহিনী, ছাত্রী, বেকার যুবক ও সর্বোপরি সচেতন নাগরিক সমাজ।

১৩। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল কোন বিষয়ে কতটুকু সফল হতে পারে?

সারণী –৪.২৩ ঃ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সফলতার মাত্রা-

ক্রমিক নং	বিষয়	বেশি	মাঝারি	অল্প
১	গণশিক্ষা	৪	৫	৪
২	অব্যাহত শিক্ষা	৩	৪	৬
৩	জনসচেতনতা	১০	৩	০
৪	ক্লাশভিত্তিক	৫	৬	২
৫	কারিগরি শিক্ষা	৬	৫	২
৬	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৪	৩	৬
৭	তথ্য প্রদান	৯	৪	০

Dhaka University Institutional Repository

২৩ নং সারণীতে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে গণশিক্ষার জন্য মাঝামাঝি, অব্যাহত শিক্ষার জন্য অল্প, জনসচেতনতার জন্য যথেষ্ঠ, ক্লাশভিত্তিক শিক্ষার জন্য মাঝামাঝি, কারিগরি শিক্ষার জন্য যথেষ্ঠ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অল্প এবং তথ্য প্রদান বিষয়ে যথেষ্ঠ সফল হতে পারে বলে বেশিরভাগ মতপ্রকাশ করেছেন।

১৪ **বিবৃতি ঃ** কোন সময়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হলে দর্শকদের দেখতে সুবিধা হবে?

এ ব্যাপারে যে উন্মুক্ত মতামতগুলো এসেছে তা–

ক) ক্লাশ সময়ের বাইরের সময়

খ) অবশ্যই পাঠের সময় নয়

গ) বিকেল ও সন্ধ্যায় এবং

ঘ) ছুটির দিনগুলোতে বিরতিহীন ভাবে।

ঙ) এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০.৩ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামত উপস্থাপন

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে নেওয়া মতামতসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ।

সারণী –৪.২৪ ঃ তথ্য সংগ্রহের উৎস, বিভিন্ন পেশাজীবী

ক্রমিক	পেশা	সংখ্যা	শতকরা
১	ডাক্তার	২	১৭
২	আইনজীবী	১	৮
৩	জনপ্রতিনিধি	৩	২৫
৪	সমাজসেবক	২	১৭
৫	সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নের্তৃবৃন্দ	৪	৩৩
৬	মোট	১২	১০০

১ । বিবৃতি ঃ আপনার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের উপকরণ যথেষ্ঠ আছে কি?

সারণী-৪.২৫ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের উপকরন সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প সংখ্যক	২	১৬.৬
মোটামুটি	৫	৪১.৬
যথেষ্ঠ	৩	২৫.০
উত্তরদানে বিরত	২	১৬.৬
মোট	১২	১০০

Dhaka University Institutional Repository

২৫ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, ১৬.৬% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান অল্প বলে মত প্রকাশ করেছেন। ৪১.৬% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান মোটামুটি বলে মত প্রকাশ করেছেন। ২৫% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপর্যুক্ত উপকরণ এর পরিমান যথেষ্ঠ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ১৬.৬% উত্তরদাতা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন।

২। বিবৃতি ঃ আপনার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা?

সারণী-৪.২৬ ঃ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প সংখ্যক	৪	৩৩.৩
অর্ধেক	৬	৫০.৩
অর্ধেক থেকে বেশি	২	১৬.৩
মোট	১২	১০০

২৬ নং সারণী হতে পাওয়া যায় যে, ৩৩.৩% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অল্প বলে মত প্রকাশ করেছেন। ৫০.৩% উত্তরদাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেক বলে মত প্রকাশ করেছেন। ১৬.৩% উত্তরদাতা অভিজ্ঞ শিক্ষক অর্ধেক থেকে বেশি বলে মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেক বিবৃতিটির সঙ্গে উত্তরদাতারা একমত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **বিবৃতি ঃ** আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা সকল পাঠ্যবই, প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে পারে?

সারণী-৪.২৭ ঃ প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, উপকরণ কেনার সামর্থ্য–

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
অল্প সংখ্যক পারে	৬	৫০.৩
অর্ধেক পারে	৪	৩৩.৩
বেশি সংখ্যক পারে	২	১৬.৩
মোট	১২	১০০

২৭ নং সারণীতে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ (৫০.৩%) মনে করেন অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যবই, উপকরণ কিনতে পারে।

৪। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষার অন্যতম ধারা গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাংলাদেশে কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করেন? এব্যপারে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামত-

ক) সরকার যথেষ্ঠ ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেনা ।

খ) এনজিওদের বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি কাজ করা উচিত।

গ) গুরুত্ব থাকলেও সমাজের অন্যান্য সমস্যার কারনে এটি এখনও অবহেলিত।

ঘ) গণশিক্ষার ব্যপারে পরিকল্পনা/ সমন্বয়ের অভাব আছে।

ঙ) রাজনৈতিক ভাবে গনশিক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবে বিষয়টি বাস্তবায়ন যথেষ্ঠ কঠিন।

চ) গণশিক্ষার প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **বিবৃতি ঃ** গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজে বাস্তবায়ন যোগ্য করা যায়?

সারণী-৪.২৮ ঃ গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জনসচেতনতা শিক্ষা বিষয়গুলি কিভাবে সহজে বাস্তবায়ন করা যায়–

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
এলাকা ভিত্তিক গনশিক্ষা বিভাগের শাখা খুলে	১	৮.৩
এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গনশিক্ষা বিভাগ খুলে	৪	৩৩.৩
শিক্ষা সম্প্রচারকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালুকরা	১১	৯১.৭
মোট	১৬	১৩৩.৩

২৮ নং সারনীতে গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজে বাস্তবায়নে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী মনে করে এলাকাভিত্তিক গণশিক্ষা বিভাগ খুলে, এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গণশিক্ষা বিভাগ খুলে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সিংহভাগ অর্থ্যাৎ ৯১.৭% উত্তরদাতা বিষয়গুলি সহজে বাস্তবায়ন করার জন্য শিক্ষা সম্প্রচারকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

০৬। **বিবৃতি ঃ** আপনি টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান বেশি দেখেন?

সারণী-৪.২৯ ঃ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টিভির অনুষ্ঠান পছন্দের সম্পর্কে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
বিনোদন	১	৮.৩
খবর	৬	৫০
তথ্যভিত্তিক বিনোদন	৩	২৫
খেলাধূলা	১	৮.৩
অন্যান্য	১	৮.৩
মোট	১২	১০০

২৯ নং সারণীর তথ্যানুযায়ী অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সমাজের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগন টেলিভিশনের খবর বেশি দেখেন।

৭। **বিবৃতিঃ** টেলিভিশনের শিক্ষা ও তথ্য মুলক অনুষ্ঠান দেখলে কোন কোন/কি ধরনের অনুষ্ঠান দেখেন? (কিছু অনুষ্ঠানের নাম বলুন)

যে সকল বিষয়ের নাম এসেছে- স্বাস্থ্য, ভ্রমন , ধর্মীয়, আইন-আদালত,রান্না প্রভৃতি বিষয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। বিবৃতিঃ শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান দেখলে উক্ত অনুষ্ঠান দেখে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

সারণী-৪.৩০ ঃ সমাজের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ টিভি শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান এর সন্তুষ্ট ব্যপারে-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
সন্তুষ্ট নয়	০	০
মোটামুটি সন্তুষ্ট	৬	৫০
সন্তুষ্ট	৬	৫০
মোট	১২	১০০

৩০ নং সারণীতে টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সন্তুষ্টির বিষয়ে ৫০% সমাজের নের্তৃস্থানিয় ব্যক্তি বর্গ একমত, মোটামুটি সন্তুষ্ট ৫০% সমাজের নের্তৃস্থানিয় ব্যক্তি বর্গ এবং সন্তুষ্ট নয় এমন কোন মত নাই। টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সন্তোষজনক এর পক্ষে বেশি মত দিয়েছেন।

১০। বিবৃতিঃ স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজন আছে কি?

সারণী-৪.৩১ ঃ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতে স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা–

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৯	৭৫
না	৩	২৫
মোট	১২	১০০

৩১ নং সারনীতে স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তার ব্যপারে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৫% ইতিবাচক মত দিয়েছেন এবং ২৫% বিপক্ষে মত দিয়েছেন। অতএব সমাজের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০.৪ বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সাক্ষাৎকার উপস্থাপন

১। বিবৃতি ঃ আপনি কি মনে করেন টিভিতে নতুন কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু করা প্রয়োজন?

সারণী-৪.৩২ ঃ টিভিতে নতুন কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালুর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৫	৬২.৫
না	৩	৩৭.৫
মোট	৮	১০০

৩২ নং সারণীতে নতুন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীতার পক্ষে মত দিয়েছেন ৬২.৫% বিপক্ষে মত দিয়েছেন ৩৭.৫%অর্থ্যৎ নতুন অনুষ্ঠান চালুর পক্ষে মত অত্যন্ত জোরালো।

যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীতা আছে বলে উম্মুক্ত মত প্রদান করেছেন সেগুলো হচ্ছে-

১। ক্যারিয়ার গাইড লাইন বিষয়ে।

২। সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিকতা বিষয়ে।

৩। বিশেষ তথ্য, ভর্তি, পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক।

৪। প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান।

৫। গণশিক্ষা ও স্কুল কোচিং পর্যাপ্ত নয়।

২।বিবৃতি ঃ বর্তমানে চালু টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পরিবর্তনের দরকার আছে কি?

সারণী-৪.৩৩ ঃ বর্তমানে চালু টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পরিবর্তনের বিষয়ে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৫	৬২.৫
না	৩	৩৭.৫
মোট	৮	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৩৩ নং সারণীতে চালু শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান পরিবর্তনের পক্ষে ৬২.৫% বিপক্ষে ৩৭.৫% মতামত দিয়েছেন অর্থ্যৎ পরিবর্তনের পক্ষে বেশী মত এসেছে। পরিবর্তনের ব্যাপারে যে সকল মতামত এসেছে সেগুলো হচ্ছে-

১। অনুষ্ঠানের সময় ও সংখ্যা বাড়ান দরকার।

২। অনুষ্ঠানে বৈচিত্র আনা দরকার।

৩। অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারে আরও গবেষণা দরকার।

৩। **বিবৃতি ঃ** বর্তমানে চালু টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের বরাদ্দকৃত সময় যথেষ্ট কি?

সারণী-৪.৩৪ ঃ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সময় বরাদ্ধ বিষয়ে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪	৫০
না	৪	৫০
মোট	৮	১০০

৩৪ নং সারণীতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের বরাদ্দকৃত সময় যথেষ্ট পক্ষে বিপক্ষে সমান সমান মতামত এসেছে। বিধায় সময় বরাদ্দের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে হয়। তবে যারা না বলেছেন তারা এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত মতামত দিয়েছেন-

১। বিভিন্ন সমস্যার কারনে যথাসময়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা সম্ভব হয় না।

২। ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ এর জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্ধারণ করলে ভাল হয়।

৩। কিছু অনুষ্ঠানের জন্য সময় পর্যাপ্ত হলেও অনেক বিষয়ের জন্যই সময় যথেষ্ট নয়।

৪। বিশেষত দর্শকদের অবসর সময়ে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয় কিন্তু তখন বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান এর চাপ থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সুষ্টভাবে পরিচালনায় কাদের সহায়তা হলে ভাল হয়।

সারণী-৪.৩৫ ঃ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সুষ্টভাবে পরিচালনায় সহায়তার বিষয়ে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
গণশিক্ষা অধিদপ্তর	৩	৩৭.৫
সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ্যে	৬	৭৫
শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান/এনজিও সহায়তায়	৫	৬২.৫
মোট	১৪	১৭৫

(বিঃ দ্রঃ - একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে (√) চিহ্ন প্রদান করেছেন)

৩৫ নং সারণীতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সুষ্টভাবে পরিচালনায় গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তা নেয়ার পক্ষে ৩৭.৫% সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ্যের পক্ষে ৭৫% শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান/এনজিও সহায়তা নেয়ার পক্ষে ৬২.৫%। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞদের মতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় উপরোক্ত প্রত্যেকটি সংস্থার সহায়তা থাকলে ভাল হয়। তবে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **বিবৃতি ঃ** টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো কেমন হলে বেশী ভাল হত।

সারণী-৪.৩৬ ঃ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো কেমন হলে ভাল হয়–

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে হলে	৫	৬২.৫
অনুষ্ঠানের সময় বাড়ালে	৪	৫০
দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমে	৮	১০০
মোট:	১৭	২১২.৫

(বিঃ দ্রঃ- একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে (√) চিহ্ন প্রদান করেছেন)

৩৬ নং সারণীতে টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো বেশী ভাল হত নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে হলে এর পক্ষে ৬২.৫% অনুষ্ঠানের সময় বাড়ালে ৫০% এবং দর্শকদের প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহনের মাধ্যমের পক্ষে ১০০% মত প্রকাশ করেছেন। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞগন টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান মানোন্নয়নে উপরোক্ত সব কয়টি বিয়য়ই প্রয়োজন আছে বলে মত প্রদান করেছেন।

৬। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল পরিচালনায় এনজিও/বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা দরকার আছে কি?

সারণী-৪.৩৭ ঃ শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল পরিচালনায় এনজিও/বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতার বিষয়ে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২	২৫
না	৬	৭৫
মোট	৮	১০০

৩৭ নং সারণীতে শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল পরিচালনায় এন জিও/বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা দরকার আছের পক্ষে ২৫% এবং বিপক্ষে ৭৫%। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞদের মতে শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল পরিচালনায় এন জিও/বেসরকারী সংস্থার সহায়তা না হলেও চলে। এ ব্যাপারে উন্মুক্ত যে সব মত পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে-

Dhaka University Institutional Repository

১। সরকারী আমলাতান্ত্রিক জটিলতার চেয়ে বেসরকারী পরিচালনা সহজ।

২। বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার সুবিধা পাওয়া যাবে।

৭। **বিবৃতি ঃ** শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষনের দরকার আছে?

সারণী-৪.৩৮ ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৮	১০০
না	০	০
মোট	৮	১০০

৩৮ নং সারনীতে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের দরকার আছে এর পক্ষে ১০০% মত দিয়েছে।

৮। **বিবৃতি ঃ** টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কতটুকু সন্তোষজনক?

সারণী-৪.৩৯ ঃ টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞগণের সন্তুষ্ট বিষয়ে মতামত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
সন্তোষজনক নয়	০	০
মোটামুটি সন্তোষজনক	২	২৫
সন্তোষজনক	৬	৭৫
মোট	৮	১০০

৮ নং সারনীতে টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সন্তুষ্টির বিষয়ে ৭৫% একমত মোটামুটি সন্তুষ্ট ২৫% এবং সন্তুষ্ট নয় এমন কোন মত নাই। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞদের মতে টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সন্তোষজনক।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **বিবৃতি ঃ** টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সুবিধা অসুবিধ সমুহ?

সারণী-৪.৪০ ঃ টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে মতামত–

ক্রমিক	মতামত	পর্যাপ্ত	শতকরা	অপর্যাপ্ত	শতকরা	বিরত
১	অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞ সংখ্যা	৪	৫০	৪	৫০	
২	অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞ দক্ষতা	৪	৫০	৪	৫০	
৩	রাজনৈতিক সহযোগিতা	৫	৬২.৫	২	২৫	১
৪	অর্থনৈতিক সুবিধা	৫	৬২.৫	৩	৩৭.৫	
৫	সময় বরাদ্দ	৪	৫০	২	২৫	২
৬	প্রশাসনিক সহযোগিতা	৬	৭৫	২	২৫	
৭	কারিগরি সুবিধা	২	২৫	৬	৭৫	

সারণী নং-৪০ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ও দক্ষতা বিষয়ে উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে সমান সংখ্যক উত্তরদাতা মত দিয়েছেন। রাজনৈতিক সহযোগিতা পর্যাপ্ত উক্তির পক্ষে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সুবিধা পর্যাপ্ততার পক্ষে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সময় বন্টন পর্যাপ্ত উক্তির পক্ষে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন, এ ব্যাপারে ২ জন উত্তর দাতা উত্তরদানে বিরত রয়েছেন। প্রশাসনিক সহযোগিতা পর্যাপ্ততার পক্ষে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত প্রদান করেছেন। সর্বশেষে, কারিগরি সুবিধা পর্যাপ্ত নয় বলে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০। **বিবৃতি ঃ** একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন আপনি অনুভব করেন কি?

সারণী-৪.৪১ ঃ একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে মতমত-

মতামত	মতামত সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৮	১০০
না	০	০
মোট	১৩	১০০

একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দিয়েছেন ১০০% এবং না-র পক্ষে কোন বিশেষজ্ঞ মত প্রদান করেননি। সকল বিশেষজ্ঞের মতে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দিয়েছেন।

১১। **বিবৃতি ঃ** স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল খোলার ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন-

স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল খোলার ব্যাপারে উন্মুক্ত মতামত-

১) অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিয়ে প্রচলিত ধারার বাইরে দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা যায় এমন কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করা।

২) বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার দরকার।

৩) নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বিষয়ে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

৪) শিক্ষার মানোন্নয়নে বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের সাহায্য নিয়ে টিভি কোচিংয়ের একটি উদ্যোগ নেওয়া যায়। এটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে।

৫) টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে একঘেয়েমী কাটিয়ে বৈচিত্র আনা প্রয়োজন।

৬) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে মেধা সম্পন্ন চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ধারণা নেয়া দরকার।

৭) একটি স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক চ্যানেল সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৮) বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাকে জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

৯) বিভিন্ন সংস্থা গণশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচী, অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রচার বিটিভি'র সাথে একত্রে আলোচনার মাধ্যমে করতে পারে।

১০) টেলিভিশনে আধুনিক চিন্তা ভাবনার দক্ষ শিক্ষক ও গবেষক দ্বারা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১১) শিক্ষাকে সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দেশের সকল টিভি চ্যানেলের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে।

১২) টিভি'র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বেশিরভাগ গণসচেতনতামূলক। এ ছাড়া এ অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের জন্য। একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল পারে সচেতনামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের সার্বিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং সম্প্রচার করতে। একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল হলে একটি নির্দিষ্ট সিডিউল অনুসরণ করে সাধারণ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশ

৫.১ ভূমিকা

শিক্ষা লাভ মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আমাদের দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। দেশের বিরাট অংশকে অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর রেখে জাতীর উন্নতি সম্ভব নয়। আর এ জন্যেই সরকারকে অন্যান্য দিকের চেয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। সরকার এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের বৃহত্তম গণমাধ্যম টেলিভিশন। বিনোদনের সাথে সাথে এটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও অবদান রাখছে। কিন্তু জনসচেতনতা তথা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সাফল্য কতটুকু, এর শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এ মাধ্যমকে কি ভাবে সফল ভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান গবেষণা কর্মটি হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণার বিষয়টি গণশিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা ও গণসচেতনতা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে।

৫.২ মতামত পর্যালোচনা

"স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক গবেষণাটি সম্পন্ন করার জন্য চার ধরনের মতামতমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো হল–১) সাধারণ দর্শকদের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, ২) শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, ৩) সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র ও ৪) বিশেষজ্ঞগণের মতামত ও সাক্ষাৎকারপত্র।

দর্শকদের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় দর্শকরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠানগুলো তেমন গুরুত্ব সহকারে দেখেন না, তাঁরা মূলতঃ বিনোদনের জন্য টিভি দেখে এবং এই সময়ে কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপন হলে আসলে তা দেখে। কম সংখ্যক দর্শক রয়েছে যারা গুরুত্ব সহকারে কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে। অধিকাংশ দর্শকই তিন চারটির বেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সঠিক বর্ণনা দিতে পারে নাই। অর্থাৎ তারা এ অনুষ্ঠান দেখলেও মনোযোগ সহকারে দেখেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বেশিরভাগ দর্শকদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে অল্প ধারণা রয়েছে। তবে কয়েকটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের প্রতি দর্শকদের সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে।

দর্শকদের মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য শিক্ষা উপকরণ মোটামুটি আছে এবং অর্ধেক শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী উপকরণ কিনতে পারে। শ্রেণীর পাঠ অর্ধেক শিক্ষার্থী বুঝতে পারে, দর্শকদের জন্য শিক্ষালাভের মাধ্যম উপকরণ হিসেবে টেলিভিশন প্রথম পছন্দ। বেশীরভাগ দর্শকই নিয়মিতভাবে টেলিভিশন দেখে কিন্তু টিভি দেখার হার মধ্যম মাত্রার। দর্শকরা বিনোদন, খবর ও খেলাধূলা প্রায় সমানভাবে পছন্দ করে। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে দর্শকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয় বলে অনেকে মনে করেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রচারের সহজ মাধ্যম হিসেবে একটি স্বতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন আছে বলেও দর্শকরা মত প্রকাশ করেন। উক্ত শিক্ষামূলক টেলিভিশনে রান্না-পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, ক্লাস কোচিং, বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালত হতে সেবা গ্রহন পদ্ধতি, বিদেশে যাওয়ার সঠিক বৈধ পথ সম্পর্কে অনুষ্ঠান, বিদেশি শ্রমবাজার, ক্রেতা অধিকার, দ্রব্যের প্রকৃত বাজার মূল্য, বিভিন্ন পরীক্ষার সময়সূচী, পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরনের সময়সূচি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তথ্য, নারী অধিকার, বাড়িভাড়া সম্পর্কে সরকারি তথ্য ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো প্রচারের ব্যাপারে দর্শক মত প্রকাশ করেছেন ।

শিক্ষকগণের মতামত পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্লাশের পাঠ মোটামুটিভাবে অর্ধেক শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান উপকরণ স্বল্প এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যাও অপ্রতুল। শিক্ষকদের মতে অর্ধেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় পাঠ্য উপকরণ কিনতে পারে। শিক্ষকগণ নতুন কোন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষে মত প্রদান করেন। তারা টিভি চ্যানেলের শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট।

শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল খোলার ব্যাপারে শিক্ষদের পক্ষ থেকে উন্মুক্ত মতামত এসেছে যে- শিক্ষামূলক টিভি আমাদের শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতিতে অবদান রাখবে, শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন, দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এ টিভি চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে শ্রেণীভিত্তিক অনুষ্ঠান (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক), কৃষি উন্নয়ন, পশু পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান প্রচার, জনসাধারণের প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। উক্ত চ্যানেলের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, গৃহিনী, ছাত্রী, বেকার যুবক ও সর্বোপরি সচেতন নাগরিক সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবে বলে মনে করেন। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় সম্পর্কে তারা ক্লাশ সময়ের বাইরে, বিকেল ও সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনগুলোতে বিরতিহীন ভাবে প্রচারের জন্য মত প্রকাশ করেন।

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মতামত পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ উপকরণ মোটামুটি রকম রয়েছে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যাও মধ্যম মাত্রার। অল্প শিক্ষার্থীরাই পাঠ্য উপকরণ কিনতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই টিভিতে খবর দেখেন এবং টিভির শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট। শিক্ষার অন্যতম ধারা গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ মত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের সরকার যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিচ্ছেনা, এনজিওদেরও বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি কাজ করা উচিত, গুরুত্ব থাকলেও সমাজের অন্যান্য সমস্যার কারনে এটি এখনও অবহেলিত। গণশিক্ষার ব্যপারে পরিকল্পনা/ সমন্বয়ের অভাব আছে, রাজনৈতিক ভাবে গনশিক্ষার কথা বলা হলেও বাস্তবে বিষয়টি বাস্তবায়ন যথেষ্ঠ কঠিন এবং গণশিক্ষার প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা রাখা দরকার। সমাজের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গই রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল" চালু করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মতামত দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞগণের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তাদের মতে টিভিতে নতুন নতুন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু করার প্রয়োজন রয়েছে এবং বর্তমানের প্রচলিত অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আনা দরকার। প্রচলিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সবগুলোতে না হলে বেশিরভাগই সময় বরাদ্দ যথেষ্ট বলে মনে করেন তারা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সাধারণ দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে হলে ভালো হয়। তারা টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মান সন্তোষজনক বলে মনে করেন। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, গণশিক্ষা অধিদপ্তর,

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ ও শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করলেও শিক্ষামূলক টিভি পরিচালনা সরকারিভাবে করা উচিত বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞের সংখ্যা মোটামুটি। বিশেষজ্ঞগণ দক্ষতাও মোটামুটি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা সহযোগিতা পর্যাপ্ত। অনুষ্ঠানের সময় বন্টন পর্যাপ্ত। প্রশাসনিক সহযোগিতা ও কারিগরি সুবিধা পর্যাপ্ত বলে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ মত প্রদান করেছেন।

গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে দেশের সকল টিভি চ্যানেলের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। টিভি'র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বেশিরভাগ গণসচেতনতামূলক। এ ছাড়া এ অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের জন্য। একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল পারে সচেতনামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের সার্বিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং সম্প্রচার করতে। একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল হলে একটি নির্দিষ্ট সিডিউল অনুসরণ করে সাধারণ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের প্রচলিত টেলিভিশন গুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু শিক্ষা ও তথ্য মূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। যেমন-সুখী পরিবার, এই পৃথিবী, আমাদের আইন, আপন ভূমি, প্রকৃতি ও জীবন, আবহমান বাংলা, সমকালীন অর্থনীতি, সংবাদ পত্রের পাতা থেকে, আজকের ঢাকা, মাটি ও মানুষ, মুক্তির পথে, প্রচেষ্টা, প্রবাস মেলা, উদ্ভিদ ও জীবন, নিরাময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, স্বাস্থ্য তথ্য, ভাল থাকুন সুস্থ্য থাকুন, দেশ ও বিজ্ঞান , আমাদের রান্না পেসক্রিপশন, স্বাস্থ্য কথা, নারী প্রতিদিন , টেলিভিশন বিতর্ক, স্কুল বিতর্ক, মিথস্ক্রিয়া, তথ্য প্রযুক্তি, খেলতে খেলতে কম্পিউটার, অন লাইন, কম্পিউটার রাউন্ড, শিক্ষাঙ্গন, লেখাপড়া, সবার জন্য শিক্ষা ইত্যাদি।

এটিএন বাংলা'র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

রান্না ও পুষ্টি, ট্রাভেল শো, বিতর্ক, বিহঙ্গ কথা, স্বুস্থ্য থাকুন, চার দেয়ালের কাজ, সরাসরি, ল'এন্ড অর্ডার, মাটির সুবাস, আয়নার সমনে, অবিরাম বাংলাদেশ, আইটি জোন, টেক কেয়ার প্রভৃতি শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

মাই টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

চটপট রান্না, স্বাস্থ্য চিন্তা, গানের বর্ণমালা, ক্যারিয়ার লাইন-টারনিং পয়েন্ট, পাকের ঘর, মা আমার মা, মুখোশ ইত্যাদি

বাংলাভিশন টেলিভিশন এর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

শ্যামল বাংলা, হিস্ট্রি অব ইসলাম, ক্লাশের বাইরে, মিনা কার্টুন, অন্য নয়ন, লাল গোলাপ, খবরের সন্ধানে, চিকিৎসা, লাইফ স্টাইল, হাউজিং বার্তা প্রভৃতি ।

৫.৩ গবেষণার ফলাফল

প্রত্যেকটি টিভি চ্যানেলে বিক্ষিপ্তভাবে শিক্ষা ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় । সে সব অনুষ্ঠান সমূহ পরিকল্পিতভাবে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করা যায় । টিভি দর্শক , শিক্ষক, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়-

১ । প্রত্যেক টিভি চ্যানেল কম-বেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে ।

২ । টিভি চ্যানেল গুলিতে বিনোদন ও খবরের সাথে মিশ্রভাবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে ।

৩ । বিটিভি আশির দশকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্বতন্ত্র চ্যানেল চালু করেছিল ।

৪ । শুধুমাত্র বিটিভি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠান প্রচার করছে ।

৫ । উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় টিভি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

৬ । কোন টিভি চ্যানেলেই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য সময় বরাদ্দ যথেষ্ঠ নয় ।

৭ । সম্প্রতি বাংলা দেশে কিছু বিষয় ভিত্তিক টিভি চ্যানেল চালু হচ্ছে ।

৮ । বাউবি'র ২.৫ লক্ষ শিক্ষার্থী ছাড়াও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট দর্শক রয়েছে ।

৯ । অধিকাংশ দর্শক মাঝামাঝি মাত্রায় টিভি দেখে ।

১০ । দর্শকরা টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে দেখে না ।

১১ । টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দর্শকদের মোটামুটি পছন্দ ।

১২ । টিভির উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্যোগগুলি মাঝামাঝি মাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

১৩ । টিভিতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মানের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞ নেই ।

১৪ । টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক সহযোগিতা রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যথেষ্ট প্রশাসনিক সহযোগিত রয়েছে।

১৬। টিভি কর্মকর্তারা টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মান সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট।

১৭। সরকারি-বেসরকরি সংস্থার সাথে একত্রে অনুষ্ঠান নির্মান ও সম্প্রচার করা দরকার।

১৮। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে হলে দর্শকরা নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখতে পারে।

১৯। চিঠিপত্র, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দর্শকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আকর্ষণীয় করা যায়।

২০। ভাল শিক্ষকের উপস্থাপনায় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা দরকার।

২১। অনুষ্ঠান পরবর্তী মূল্যায়ন করা জরুরী।

২২। শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল চালু করার দরকার রয়েছে বলে সর্ব স্তরের মতামত প্রদানকারী এ ব্যাপারে জোরালো সমার্থন দিয়েছেন।

৫.৪ গবেষণার সুপারিশ সমূহ

প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং গণযোগাযোগ মাধ্যম টেলিভিশনের সফল ব্যবহারের লক্ষে সুপারিশসমূহ-

১। টিভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে গতানুগতিক ধারা পরিহার করে নতুনত্ব আনা প্রয়োজন।

২। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও উপস্থাপনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতামত গ্রহণ ও অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নির্মাণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি করা দরকার।

৫। প্রতিটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের দিন ও সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে এক বছর অপরিবর্তনীয় হতে হবে। এবং পত্রিকার শিক্ষা পাতায় সপ্তাহের প্রোগ্রাম উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে।

৬। জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পর্ব বাড়ান দরকার।

৭। অব্যাহত/গণশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সন্ধার পরে প্রচার করতে হবে।

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন মিডিয়াকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। বিভিন্ন পেশাজীবিদের চাহিদা অনুযায়ী বহুমুখী শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হবে।

১০। সম্প্রচারের পর অনুষ্ঠান সমূহ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে টিভি কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতে হবে।

১২। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারীর মত একটি স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল খুলতে হবে।

১৩। বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল গুলির সাথে যৌথ উদ্দোগে শিক্ষামূলক টিভির জন্য অনুষ্ঠান নির্মান, আদান-প্রদান ও সম্প্রচার করা যেতে পারে।

১৪। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উদ্দোগে একটি শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করতে হবে।

১৫। বাংলাদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চালু করার লক্ষে বাংলাদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল এর একটি সম্ভাব্য প্রস্তাবিত রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে, পরিশিষ্ট-৪ এ দ্রষ্টব্য।

এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষামূলক টেলিভিশন হংকং এর আদলে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর মিডিয়া সেন্টার, বর্তমানে বন্ধ বিটিভির ইউনিট-২ (শিক্ষা সেল) ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর একত্রে কাজ শুরু করতে পারে।

৫.৫ বাংলাদেশে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক টেলিভিশন–এর জন্য প্রস্তাবিত রূপরেখা ঃ

১। **লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ** সকল স্তরে বয়স, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অল্প সময়ে সহজ সাবলীল ভাবে মান সম্পন্ন মৌল শিক্ষণ ও অব্যাহত শিক্ষা পৌঁছে দেয়া এবং টেলিভিশন চ্যানেলটি হবে অবশ্যই টেরিষ্ট্রেয়াল যা স্যাটেলাইট সংযোগ ছাড়াই সরাসরি দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

২। **পরিধি ঃ** চ্যানেলটিতে ৪ ভাগে অনুষ্ঠান সম্প্রচার হবে।

১ম ভাগ	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা
২য় ভাগ	মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম অনুযায়ী
৩য় ভাগ	বেকার ও যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থানমূলক কারিগরী পেশা পরিচিতি/শিক্ষা সকল শ্রেণীর দর্শকদের জন্য জনসচেতনতামূলক বিষয়ে অব্যাহত / জীবনভর শিক্ষা বা তথ্যমূলক সম্প্রচার
৪র্থ ভাগ	প্রতিবন্ধী / আদিবাসী / অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ

৩। **থিংক ট্যাংক ঃ** বাংলাদেশের একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ের গবেষণার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। তাই এই ইনস্টিটিউট –এর বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক গবেষকগণ বাংলা ভাষায় শিক্ষামূলক টেলিভিশন পরিচালনায় থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। প্রশাসন কাঠামো

এই প্রস্তাবিত টেলিভিশন–এর প্রশাসনে থাকবে–

I. তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

II. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

III. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

IV. পরিকল্পনা কমিশন এর প্রতিনিধি

V. শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

VI. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি

VII. মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এর প্রতিনিধি

VIII. কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি

IX. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি

X. বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি

XI. যুব প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

XII. গণশিক্ষা প্রচারে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি

৫। শিক্ষামূলক টেলিভিশনের সাংগঠনিক মডেল

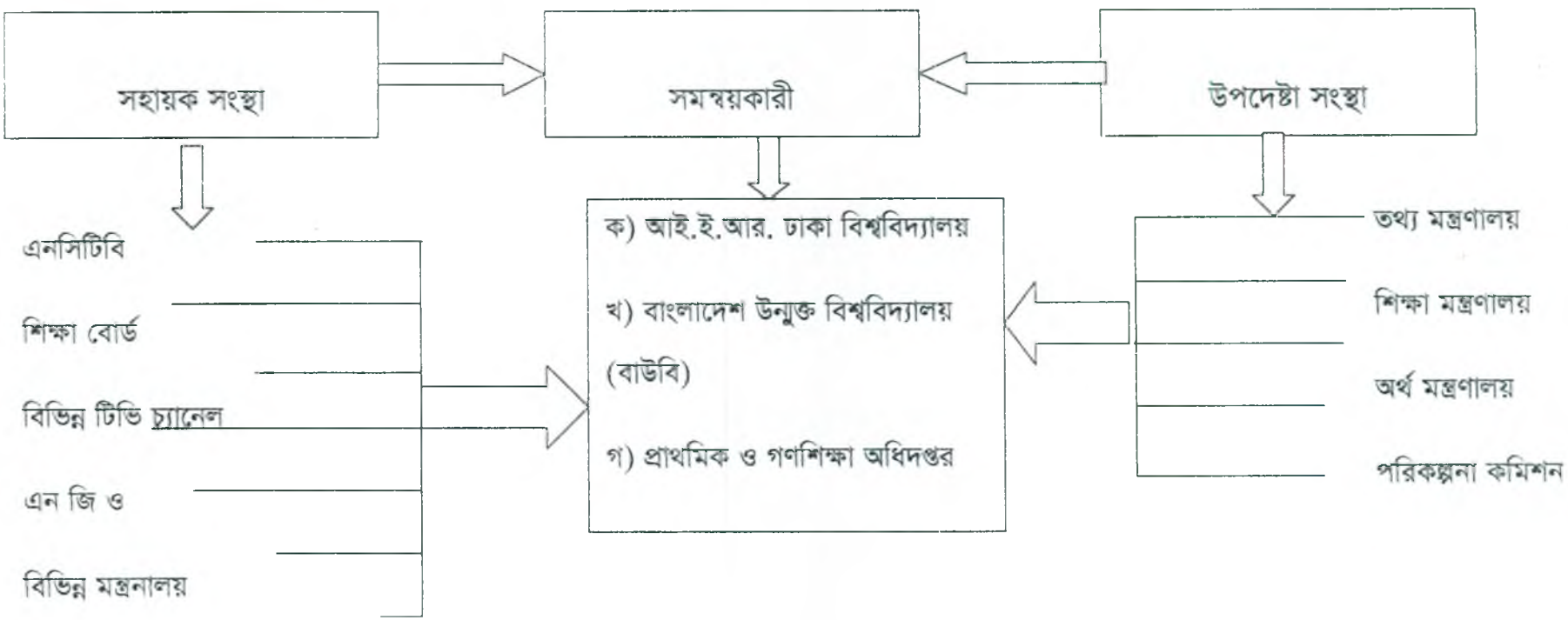

Dhaka University Institutional Repository

৬। সাংগঠনিক কাঠামো / শাখাসমূহ

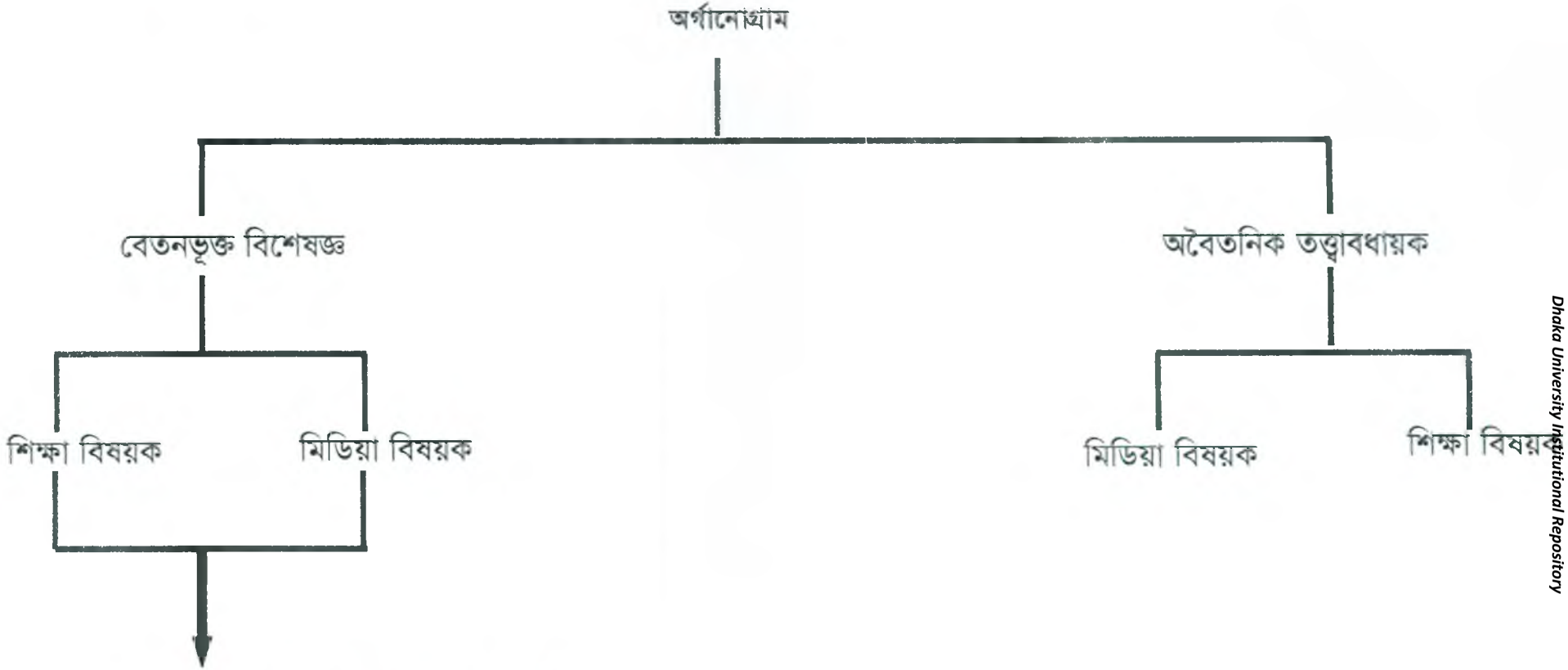

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এই চ্যানেলের প্রধান শাখাসমূহ

১। শিক্ষা গবেষণা ও ডকুমেন্টেশান / তথ্য সেল

২। অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার সেল

৩। অর্থ ও প্রশাসন সেল

১। শিক্ষা গবেষণা ও ডকুমেন্টেশান / তথ্য সেল

I. অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কগণ মূলতঃ নীতি নির্ধারণ করবেন। এরা প্রত্যক্ষভাবে এই টেলিভিশন পরিচালনায় কোন অংশগ্রহণ না করে মূলতঃ পরামর্শকের ভূমিকা পালন করবেন।

II. অনুষ্ঠান পর্যালোচনা ও গবেষণা পরিষদ এই চ্যানেলের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, যেমন– স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা, শিল্পকলা সমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, ভর্তির তথ্য, পঠিত বিষয় সমূহের তালিকা, বিভিন্ন ল' কনসাল্টিং ফার্ম, স্বাস্থ্যসেবার প্রভৃতি তথ্যসমূহ ডকুমেন্টেশন সেলে দর্শকদের জন্য সংরক্ষণ করবে এবং প্রচার করবে।

২। অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার সেল

এছাড়া দর্শকদের মাঝে জরীপ করে তাদের চাহিদা যাচাই করে কোন অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে, ভবিষ্যতে দর্শক তথা শিক্ষার্থীদের কি চাহিদা হতে পারে তা যাচাই/গবেষণা করে সে সম্পর্কে অনুষ্ঠান নির্মাণ/সংগ্রহ করে তা প্রচার করতে হবে। প্রচারিত অনুষ্ঠানের মান পর্যালোচনা করাও এই পরিষদের কাজ হবে। দেশ-বিদেশ হতে ভাল ভাল তথ্য ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সংগ্রহ এবং যৌথ প্রযোজনায় বা জোট গঠন করে অনুষ্ঠান নির্মাণ, ডার্বিং করে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থাও করবে এই পরিষদ।

৩। অর্থ ও প্রশাসন সেল

বিভিন্ন দাপ্তরিক কর্ম, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ, কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ, বাজেট প্রণয়ন, আর্থিক হিসাব নিকাশ, লেজার সংরক্ষণ, লজিষ্টিক সাপোর্ট, প্রটোকল, এনওসি গ্রহণ, লাইসেন্স অনুমোদন গ্রহণ প্রভৃতি তদারকী করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। অর্থ সংস্থান

ক) সরকারী অর্থ ঃ শিক্ষামূলক টেলিভিশন হংকং এর মতহ এই চ্যানেলটিও রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেটভূক্ত থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশের সংসদ টিভি যেমন– রাষ্ট্রীয় অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রণালয় যৌথভাবে এর বিন্যাস করবে। ভারতে মানা টিভি–২ ও এভাবে পরিচালিত। ডিসকভারী চ্যানেল প্রথমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এর একটি উইং ছিল।

খ) বেসরকারী অর্থ ঃ দেশের বিভিন্ন বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বহু জনকল্যাণমূলক খাতে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। যেমন– ডাচ বাংলা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বড় অংকের শিক্ষা অনুদান দিয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান শিক্ষা টেলিভিশনের ব্যয়ের একটি অংশ বহন করতে পারে।

গ) নিজস্ব আয় ঃ শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের একটি নিজস্ব আয়েরও ব্যবস্থা থাকবে। যেমন- কোন সংস্থার/মন্ত্রণালয়ের হয়ে জন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলে তাদের কাজ বা রয়েলিটি গ্রহণ করবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রগুলির পরিচিতি প্রদান করে বা কোন সংস্থা হয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার এর মাধ্যমে রয়েলিটি গ্রহণ করে ব্যয়ের একটি অংশ আসবে।

৮। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্র

ক) উপানুষ্ঠানিক-গণশিক্ষা

খ) কারিকুলাম ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষণ

গ) আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম। যেমন-

শস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ	কৃষি যন্ত্র মেরামত
হাঁস-মুরগী খামার	বেকারীর কাজ
মৎস চাষ ও পশু পালন	হোসিয়ারী শিল্প
বনায়ন	প্লাষ্টিক শিল্প
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	মিষ্টি প্রস্তুত
গৃহ নির্মাণ ও ইমারতের কাজ	চামড়ার কাজ

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশ বেতের কাজ	কুমোরের কাজ
কারুকর্ম/কাঠ ও ধাতু	বিদ্যুতের কাজ
তাঁত শিল্প সম্পর্কিত	রেডিও, টি.ভি, মটর মেরামত
সাইকেল, রিক্সা মেরামত	ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি মেরামত
পোষাক প্রস্তুত	পশু চিকিৎসা

গ) তথ্যমূলক অনুষ্ঠান ঃ যেমন–

ভ্রমণ বিষয়ক	ট্রাফিক আইন
জনসংখ্যা বিষয়ক	উত্তরাধিকার বন্টন
নাগরিক শিক্ষা	বাড়িভাড়া আইন
পরিবেশ সাংস্কৃতিক শিক্ষা	ভোক্তা/ ক্রেতা অধিকার
রান্না ও পুষ্টি জ্ঞান	আয়কর / ভ্যাট
সংসার পরিচালনা ও পারিবারিক শিক্ষা	ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান
পারিবারিক শিক্ষা	প্রাথমিক চিকিৎসা

ঘ) ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ক অনুষ্ঠান ঃ নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচলিত চাকুরী/কর্মক্ষেত্রের বাইরে নিত্য-নতুন চাকুরীর বাজার সম্পর্কে তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা। ফলে এসব পেশার বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, আয়-ইনকাম কেমন, কর্মক্ষেত্র কোথায়, ভবিষ্যৎ চাহিদা কেমন, এসব পেশায় যেতে হলে কোথায় পড়তে হবে, পড়ার যোগ্যতা কি, খরচাদি কেমন, কত সময় ব্যয় হবে প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে–

এ সকল ক্ষেত্রে পেশা সমূহ হতে পারে-

এয়ার ক্র্যাফট মেইনটেনেন্স	কল সেন্টার জব
ওয়েব পেইজ ডিজাইন	ভিডিও এডিটিং
মিউজিক কম্পোজিটর	কোরিওগ্রাফার

Dhaka University Institutional Repository

টেলি আউট সোর্সিং	ফটোগ্রাফিক
থ্রি-ডি গেম মেকিং	সৌখিন পাখি প্রজনন
বনসাই উৎপাদন	এ্যাকুরিয়াম মৎস প্রজনন
স্পিরুলিনা উৎপাদন	মাশরুম চাষ
নার্সিং	ইলেকট্রো মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট
উড প্রসেসিং টেকনোলজি	স্কিন প্রিন্টিং

ঙ) **প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ঃ** দেশে প্রায় ৫ শতাংশ প্রতিবন্ধী / অর্ধ-প্রতিবন্ধী রয়েছে। এরা সবাই জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী নয়। দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ এখনও সরকারের হয়নি। ফলে বিশেষ শিশু / বিশেষ শিক্ষার্থীদের দিকে সরকারের পক্ষে নজর দেয়া কঠিন। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের অধিকার এদেরও রয়েছে। বিভাগীয় শহরের বাইরে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার তেমন কোন সুযোগ নেই। তাই শহরের বাইরে বা দরিদ্র প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। এজন্য ব্যয়বহুল বিশেষ শিক্ষা সহজ ভাবে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রচার করা হবে।

চ) **শিক্ষা সংবাদ ঃ** বিভিন্ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এর পরীক্ষার সময়, ভর্তির সময়, ফরমফিলাপ প্রভৃতির খবর এই চ্যানেলে প্রচার করা হবে। এমন কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভর্তির তথ্যও প্রচার করা হবে।

৯। বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান সংগ্রহ

ক) **ভ্রমণ বিষয়ক ঃ** বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী ট্যুরিজম প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব বাণিজ্যের স্বার্থে দেশ-বিদেশের আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত ভ্রমণ কেন্দ্রের বিবরণ ভিত্তিক অনুষ্ঠান নির্মাণ করে এই চ্যানেলে প্রচারের জন্য সরবরাহ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) কারিগরী বিষয় ঃ দেশে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে থাকে। যেমন: রূপচর্চা, রেডিও-টি.ভি মেরামত, রান্না প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের ভিডিও চিত্রধারণ করে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের/প্রচারের জন্য সে সকল ভিডিও চিত্র এই চ্যানেলে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা। অপরদিকে কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ শিক্ষা এই টিভি চ্যানেল দেশের আগ্রহী দর্শকদের মাঝে প্রচার করবে।

গ) সচেতনতা বিষয়ক ঃ দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী সংস্থা জনস্বার্থে বিভিন্ন একাঙ্কিকা, নাটিকা, প্রামাণ্য চিত্র টেলিভিশন মিডিয়াতে প্রচার করে। যেমন–

মন্ত্রণালয়ের নাম	বিষয়
পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	জনসংখ্যা বিষয়ক
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	যক্ষ্মার চিকিৎসা, ছয় রোগের টীকা
শ্রম মন্ত্রণালয়	শিশু শ্রমের ওপর, বিদেশে চাকুরীর প্রতারণা ও পরামর্শ
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	শিশু ও নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নারী শিশু পাচার
মাদক অধিদপ্তর	মাদক গ্রহণ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	এ্যাসিড নিক্ষেপ অস্ত্র আইন
সমাজসেবা অধিদপ্তর	ইভ টিজিং
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	নিরাপদ সড়ক
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আয়কর / ভ্যাট প্রদান বিষয়ে
কৃষি মন্ত্রণালয়	সেচ মৌসুম, সার ও বীজ বিষয়ে
বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ অপচয়
যুব মন্ত্রণালয়	যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা উপবৃত্তি বিষয়ে

ঘ) কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা ঃ

১. দেশের বিখ্যাত স্কুল, কলেজসমূহ যেমন– নটর ডেম, সেন্ট যোশেফস, হলিক্রস, রাজউক, উত্তরা প্রভৃতি স্কুল, কলেজের বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ক্লাস ভিডিও করে কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষার জন্য সম্প্রচার করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. দেশে অনেক বিষয়ে কোচিং সেন্টার ব্যবসা চলছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিক্যুলাম এর ওপর ভিডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান এই টিভিতে প্রচার করা হবে। নিজেদের ব্যবসা প্রসারের স্বার্থে সহজেই এক্ষেত্রে ভাল ভাল শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়া যাবে।

৬) **দেশ-বিদেশ হতে সংগ্রহ ঃ** বিভিন্ন বেসরকারী টেলিভিশনে প্রচারিত শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক অনুষ্ঠান আদান-প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে বিদেশ হতে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এনে বাংলায় ডাবিং করে চালানো হবে। যেমন- অতীতে মীনা কার্টুন প্রচার করা হয়েছে।

৫.৬ পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ

টেলিভিশন একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গন্ডিও বিস্তৃত, তাই এ সম্পর্কে আরও বহুমুখী গবেষণা প্রয়োজন। সেসব গবেষণা দেশর সকল টেলিভিশন চ্যানেল,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নিয়েজিত সকল সংস্থা এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে এর আওতাই নেওয়া প্রয়োজন। গণশিক্ষায় টেলিভিশনের ভূমিকা, অন্তরায়, সাফল্য প্রভৃতি এ সকল গবেষণার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে বোঝা সম্ভব। তাই পরবর্তী গবেষণার জন্য গবেষক কিছু সুপারিশ রেখে যেতে চান। সেগুলো নিন্মরূপ-

১। বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলসমূহের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পর্যালোচনা।

২। টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হতে দর্শকদের চাহিদা যাচাই।

৩। বাংলাদেশের গণসচেতনতা ও অব্যাহত শিক্ষার চলমান অবস্থা সমীক্ষা।

৪। বিদেশী শিক্ষামূলক টেলিভিশনের পর্যালোচনা ও স্বরূপ যাচাই।

৫। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষামূলক টেলিভিশনের রূপরেখা প্রণয়ন।

৫.৭ গবেষণার পথে অন্তরায়

গবেষণা একটি অধ্যবসায় পূর্ণ ও নিরীক্ষা ধর্মী জটিল কাজ। এ গবেষণা কর্মকে সঠিক, সুন্দর, নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সময়, অর্থ, সুযোগ-সুবিধা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং সৃজনশীল মন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বিষয়গুলির স্বল্পতার কারনে গবোষণার পরিসর সংকুচিত করতে হয়। "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" নামক গবেষণাটির সঠিক ও তথ্য নির্ভর হওয়ার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ছাড়াও বিদেশী টিভি চ্যানেল হতে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহের দরকার ছিল। তবে এর জন্য আরও বেশি সময় এবং অর্থ ব্যয় হত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণশিক্ষা অধিদপ্তর হতে তথ্য দরকার হলেও প্রশাসনিক/আমলাতান্ত্রিক ধীর গতির কারনে সে পথ বাদ দিতে হয়েছে। এম.ফিল কোর্সের সময় ও সুযোগের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান গবেষণাটি সীমিত পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

নবীন গবেষক যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা আলোচিত হল-

১। অর্থনৈতিক স্বল্পতাঃ বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যপক তথ্য সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সে অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয় বলে সীমিত অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমেই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

২। তথ্য সংগ্রহের অন্তরায় ঃ মতামতমালার মাধ্যমে জনগনের কাছ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেকেই মতামত মালার উত্তর দিতে বহুঘর ফাঁকা রেখেছেন। আবার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁকা রেখে প্রশ্নমালা পূরণ করেছেন।

৩। সুযোগ স্বল্পতা ঃ গবেষনা কর্মটির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা ও অন্যান্য কাজের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের দরকার ছিল। এই গবেষণা কর্মটি এম.ফিল কোর্সের একাডেমিক গবেষণা বিধায় এ বিষয় বিবেচনায় রেখে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

৪। অনেক বিশেষজ্ঞ গবেষণা সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহী নন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ মতামতের ব্যাপারে আন্তরিক হলেও অন্যরা এ ব্যাপারে আন্তরিক নন। অনেক দিন ঘুরেও অনেক বিশেষজ্ঞের কাছ হতে মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৫। টেলিভিশনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বই পুস্তক অধিকাংশ সাধারণ লাইব্রেরীতে খুজে পাওয়া যায়নি।

৬। টেলিভিশনের উপর গবেষণার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। এছাড়া টিভি ভবনের প্রবেশের জন্য পাশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক বিধায় গবেষক কিছুটা জটিলতা অনুভব করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বহু সমস্যা জর্জরিত। এর ত্রুটি বিচ্যুতিও কম নয়। এ সব সমস্যা ও ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরতে হলে গবেষণা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। আমাদের দেশের বিরাট জনগোষ্টি এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এ বৃহত্তম জনগোষ্ঠিকে অশিক্ষিত রেখে জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। কাজেই অমাদের দেশে দ্রুত শিক্ষার আলো পৌছাতে হলে এর সমস্যা গুলি চিহ্নিত করে সে গুলো নিরসন কল্পে আশু সংস্কার সাধন করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই" করে এর সাফল্য ব্যর্থতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেছেন। এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। এ সকল গলদ রেখে গণশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে শিক্ষার অগ্রগতি কখনই সম্ভব হবে না। কাজেই শিক্ষাকে গতিশীল আধুনিক সার্বজনীন করতে হলে শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা চালু রাখা এবং এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। M.Wahiduzzaman: December, 2005 The unpublished Ph.D thisis on The Role of mass media in Non-formal Education in Bangladesh with special Regard to Television and Radio.

২। Rahman Dr.Siddiqur- Nonformal Education, Janata Press, Bangladesh, Dhaka-1987.

৩। Kumar K.L-Education Technology-New age International Private (Ltd) 1996.

৪। Khan Md. Ferduse- Mass Education-Professor Word Peace Academy of Bangladesh, P.O.Box 5069 Dhaka-1205, July1988.

৫। Venkataih N.V- Education Technology,AP.H Publishing, Cong . Delhi-1996.

৬। Roy P.H. Sethumadhava- Imact of V.G.C.S Country wide class room communication 2000AD. Silver Jublee communicative volum. New Delhi, Indian institute of Mass Communication-1991.

৭। Mitzel H.E-Encyclopedia of distance Education, London, room Helm-1990.

৮। শেখ ড. মো. দেলওয়ার হোসেন -"শিক্ষা ও উন্নয়ন, উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি" হাক্কানী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩।

৯। বাংলা পিডিয়া - এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

১০। শরফুদ্দিন আব্দুল্লাহ আল মুক্তি-'আমাদের শিক্ষা কোন পথে', ইউনিভার্সিটি প্রেসলিমিটেড, ঢাকা-১৯৯৬।

১১। তপন ড. শাজাহান-থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল-আমাদের বাংলা প্রেস লি., ৩২/১, আজিমপুর রোড,ঢাকা-১৯৯৩।

১২। লতিফ মমতাজ- বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম, সাহিত্য প্রকাশ ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

১৩। জামান জিনাত- শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল-শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। লতিফ আবু হামিদ-উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা- বাংলা একাডেমী ১৯৮৪।

১৫। হাসান আহমেদ ফারুক-বাংলাদেশের গণমাধ্যম-আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩।

১৬। ভট্টাচার্য্য শ্রী নিবাস, **শিক্ষার রূপ রেখা**, বিদ্যাবিচিত্রা গ্রন্থমালা জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯।

১৭। বাংলাদেশ গেজেট, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৮। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর-প্রকাশনায় বিটিভি রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, বাংলাদেশ টেলিভিশন রামপুরা, ঢাকা-১৯৮৯।

১৯। এনজিও ম্যানুয়েল ২০০০,এ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি অব বাংলাদেশ (এডাব)।

২০। প্রাথমিক শিক্ষা ম্যানুয়েল ২০০১- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২১। একুশ শতকের ভাবনা-"দৈনিক অর্থনীতি" একুশ শতক সংখ্যা জানুয়ারী-২০০০ বাংলাদেশ মিডিয়া সার্ভিস লি.বিমান ভবন ১০০ মতিঝিল বা/এ কর্তৃক প্রকাশিত।

২২। শিক্ষা বিচিত্রা- প্রকাশক এন.রাশেদা , ২৮/৫ বুয়েট কোয়াটার, ঢাকা।

২৩। দৈনিক যুগান্তর- প্রকাশক সালমা ইসলাম, ১২/৭ উত্তর কমলাপুর, ঢাকা-১২১৭।

২৪। দৈনিক ইত্তেফাক-ইত্তেফাক পাবলিকেশন ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

২৫। দৈনিক প্রথম আলো-প্রকাশক মাহফুজ আনাম, ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।

২৬। টিভি গাইড-প্রকাশক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষে মালঞ্চ প্রকাশনী, ৭৪ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।

২৭। ওসমানী শামসুন্নাহার- বয়স্ক শিক্ষার উপর বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমূহের পর্যালোচনা-এম.এড. অপ্রকাশিত থিসিস, টিটিসি, ঢাকা ১৯৯৬।

২৮। খানম জেসমিন- 'রেডিও বাংলাদেশ কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষার্থীদের আসর শীর্ষক অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন' এম.এড. অপ্রকাশিত থিসিস, আই.ই.আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২-১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ১

বিটিভি প্রচারিত মোট অনুষ্ঠানমালা

অনুষ্ঠান	বিষয়	অনুষ্ঠান	বিষয়
ধারাবাহিক নাটক --	নাটক	ছন্দে আনন্দে	উচ্চাংগ নৃত্য
প্যাকেজ নাটক	ঐ	নূপুর নিক্কন	নাচের অনুষ্ঠান
সমকালীন নাটক--	ঐ	তাতা থৈথৈ	নাচ শেখা
বিশ্ব নাটক --	ঐ	সূর ছন্দে	সংগীত শিক্ষা
টেলিফিল্ম		দোলন চাঁপা	নজরুল গীতি
প্যাকেজ টেলিফিল্ম--	ঐ	সন্ধা মালতি	ঐ
ছায়াছবি --	ঐ	সিন্ধু হিন্দোল	ঐ
মুভি অব দ্যা উইক --	ঐ	আনন্দ লোক	রবীন্দ্র সংগীত
এক্স ফাইল	ঐ	গীতি বিতান	ঐ
কৌতুক মেলা--		গীতিমাল্য	ঐ
যাদু মেলা --	ঐ	হিজল তামাল	ঐ
লৌকিক বাংলা	লোকগীতি	ঝিলিমিলি	ছায়াছবির গান
তরু ছায়া	ঐ	মালঞ্চ	আধুনিক গান
কার্টুন	শিশু কিশোরদের	সূরলহরী	উচ্চঙ্গ সংগীত
তারা ঝিলিমিলি	ঐ	সেই গান গুলি	পুরোনো দিনের
জোনাকি	ঐ	পপ শো	ব্যান্ড সংগীত
নক্ষত্রের আলো	ঐ	সূর আনন্দ	সংগীত
আলোর শতদল	ঐ	সংগীতা	ঐ
কিশোলয়	ঐ	গান শুধু গান	ঐ
সমারোহ	ঐ	রিমঝিম	ঐ
নতুনকুড়ি	ঐ	গানের ভেলা	ঐ
চেতনা	ঐ	সূর তরঙ্গ	ঐ
ছোটদের খবর	ঐ	সংগীত সূধা	প্যাকেজ সংগীতানুষ্ঠান
ছন্দে ছন্দে	ছড়া বিষয়ক	ইংরেজী বিতর্ক	বিতর্ক অনুষ্ঠান
উন্মেষ	নতুন শিল্পীদের	জাতীয় টিভি বিতর্ক	ঐ
আহবান	পুরোন দিনের গানের অনুষ্ঠান	স্কুল বিতর্ক	ঐ
স্বাস্থ্য তথ্য	স্যানেটারী	কম্পিউটার রাউন্ড	কম্পিউটার বিষয়ক
নিরাময়	চিকিৎসা	অনলাইন	ঐ
প্রেসক্রিপশান	ঐ	খেলতে খেলতে কম্পিউটার	ঐ
স্বাস্থ্যকথা	ঐ	তথ্য প্রযুক্তি	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান	বিষয়	অনুষ্ঠান	বিষয়
সুস্থ্য থাকুন	ঐ	দেশ ও বিজ্ঞান	তরুন বিজ্ঞানী
উদ্ভিদ ও জীবন	ভেষজ চিকিৎসা	অনু পরমানু	বিজ্ঞান
মুক্তির পথে	মাদকাশক্তি	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	টি.ভি কোচিং
ক্রীড়াজগৎ	খেলাধুলা	ক্যাম্পাস	ঐ
খেলাধুলা	ঐ	লেখাপড়া	ঐ
কারাতে-দো	ঐ	শিক্ষাঙ্গন	ঐ
রেসলিং	ঐ	সাবার জন্য	শিক্ষা গণশিক্ষা
রংধনু	ম্যাগাজিন	মিথস্ক্রিয়া	সাধারণ জ্ঞান
ছায়াছন্দ	ঐ	অগ্রদূত	স্কাউটদের অনুষ্ঠান
উপহার	ঐ	বাংলারমুখ	বাংলাদেশের প্রকৃতি
চাওয়া পাওয়া	ঐ	আবহমান বাংলা	ঐ
সপ্তর্ষী	ঐ	আমার দেশ	ঐ
ইত্যাদি	ঐ	এই ঢাকা সেই ঢাকা	ঐতিহ্য
সপ্তডিঙ্গা	ম্যাগাজিন	আমরি বাংলাভাষা	মাতৃভাষা
আনন্দ ভূবন	ঐ	এইসময়	টক শো
চন্দ্রলোক	ঐ	এই ঢাকা সেই ঢাকা	ঐতিহ্য
অন্যরকম	প্যাকেজ ম্যাগাজিন	আমার কথা বলব আমি	ঐ
প্রিয়মুখ	ঐ	উজ্জীবন	ধর্মীয় অনুষ্ঠান
সিনেমা	ঐ	আলোর পথে	ঐ
হরেক রকম	ঐ	আগামী দিন	সাক্ষাৎকার
আনন্দ ঘাট	ঐ	মুখোমুখি	ঐ
আনন্দ আয়েজন	ঐ	চাওয়া পাওয়া	প্রতিবেদন মূলক
হাজার বছর ধরে	ঐ		

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ২

এটিএন-বাংলার মাসিক অনুষ্ঠান সূচী

অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়	সম্প্রচার কাল	সময়
তালিমূল কুরআন-দারসে হাদীস	ধর্ম	প্রত্যাহিক	১ ঘন্টা
ট্রাভেল	ভ্রমন/তথ্য মুলক	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
পজেটিভ বাংলাদেশ	দেশাত্ববোধ	প্রত্যাহিক	৩০ মিনিট
ইসলাম কি বলে? আমরা কি করি ।	টক শো	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
কান্দে আমার মা	মুক্তিযোদ্ধা	প্রত্যাহিক	১০ মিনিট
জুমা বার	ইসলামী	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
ওান্না বান্না	রান্না ও পুষ্টি	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
ক্যাম্পার্স পার্লামেন্ট	বিতর্ক	সাপ্তাহিক	৫০ মিনিট
আমরা করব জয়	শিশুতোষ	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
গানে গানে গল্প	মিউজিক ম্যাগাজিন	মাসে (২+২)=৪টি	৫০/১.২০ মিনিট
বিবিসি বাজ	ইউথ ম্যাগাজিন	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
ডবহঙ্গ কথা	প্রাণী জগৎ	প্রত্যাহিক	১০ মিনিট
ছন্দে আনন্দে	শিশুতোষ	প্রত্যাহিক	৩০ মিনিট
হ্যালো বাংলাদেশ	টক শো	সপ্তাহে ৬ দিন	৩০ মিনিট
টপ স্পিন	টক শো	সপ্তাহে ৬ দিন	২৫/৪৫ মিনিট
শেষ অক্ষর	মিউজিক	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
প্রাপক	প্রতিবেদ ভিত্তিক	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
স্বুস্থ্য থাকুন	চিকিৎসা	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
সাতদিন	খবর পর্যালোচনা	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
প্রমিত বাংলাদেশ	টক শো	পাক্ষিক	৪৫ মিনিট
সুরের মাধুরী	সংগীত	সাপ্তাহিক	৩৫ মিনিট
বিজনেস উইক	ব্যবসা-বাণিজ্য	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
খেলার জগৎ	খেলাধুলা	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
চার দেয়ালের কাজ	গৃহ সাজান বিদ্যা	সাপ্তাহিক	১৫ মিনিট
সরাসরি	গ্রামের চিত্র	সাপ্তাহিক	৪০ মিনিট
ঢাক ঢোল	দেশী সংগীত	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
ল এন্ড অর্ডার	আইন-আদালত	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
নতুন ছবির গান	সংগীত	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
মতামত	দর্শকদের নিয়ে মতবিনিময়	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়	সম্প্রচার কাল	সময়
চলচিত্রের গল্প	ফিল্ম বিষয়ক	সাপ্তাহিক	৩৫ মিনিট
ছোটদের পৃথিবী	শিশুদের-খবর	সাপ্তাহিক	১৫ মিনিট
মাটির সুবাস	কৃষি বিষয়ক	সাপ্তাহিক	২৫ মিনিট
আয়নার সামনে	সাক্ষাতকার	সাপ্তাহিক	৪০ মিনিট
মেধাবী দেশের মুখ	মেধাবী ব্যক্তি/শিক্ষর্থী	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৩০/৪০ মিনিট
যে কথা কেউ বলেনি	টক শো	সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
অফ টাইম	স্কুল ভিত্তিক ম্যাগাজিন	সাপ্তাহিক	--
এটিএন মিউজিক	সংগীত	সাপ্তাহিক	৩৫ মিনিট
অবিরাম বাংলাদেশ	ভ্রমন বিষয়ক	সাপ্তাহিক	৪০ মিনিট
কথামালা	টক শো	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৩০/৪০ মিনিট
আইটি-জোন	কম্পিউটার প্রযুক্তি	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
ব্যান্ড ভিউ	পপ সংগীত	সাপ্তাহিক	৩৫ মিনিট
নুপুরের ছন্দে	নৃত্য	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
ইসলামী সওয়াল ও জবাব	ধর্ম	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৪০ মিনিট
নীল গিরি	শিশুতোষ	পাক্ষিক	১৫ মিনিট
আন শালিকের দেশে	ছোটদের অনুষ্ঠান	পাক্ষিক	১৫ মিনিট
সুন্দর জীবনের জন্য	ইসলামী অনুষ্ঠান	সাপ্তাহিক	১৫ মিনিট
লোকেশন	বিনোদন মূলক	সাপ্তাহিক	৩৫ মিনিট
গ্লামার টাচ্	ফ্যাশন বিষয়ক	পাক্ষিক	--
আহা কি আনন্দ	ছোটদের অনুষ্ঠান	পাক্ষিক	১৫ মিনিট
টাপুর টুপুর	শিশুতোষ	পাক্ষিক	১৫ মিনিট
টেক কেয়ার	স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
ডেসটিনি আনলিমিটেড	ভ্রমন বিষয়ক	সাপ্তাহিক	৪৫ মিনিট
বিবেকের কাছে প্রশ্ন	রাজনৈতিক	অর্ধ-সাপ্তাহিক	৩০ মিনিট
স্মাইল শো	ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান	মাসিক	৫৫ মিনিট

Dhaka University Institutional Repository

ধ) দৈনিক সংবাদ সম্প্রচার

সময়	খবরের প্রকার	সময় ব্যাপ্তি
সকাল- ০৭টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
সকাল- ০৮টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
সকাল-০৯	ENGLISH NEWS	১০ মিনিট
সকাল-১০টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
সকাল-১১টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
দুপুর-১২টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
দুপুর-০১টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
দুপুর-০২টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
বিকাল-০৩টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
বিকাল-০৪টা	প্রতি ঘন্টার সংবাদ	০৫ মিনিট
বিকাল-০৫টা	গ্রাম গঞ্জের খবর	০৫ মিনিট
সন্ধা-০৬টা	ENGLISH NEWS	১৫ মিনিট
সন্ধা-০৭টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
রাত-১০টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
রাত-১২টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
রাত-০২টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট
ভোর-০৪টা	মূল সংবাদ	৩০ মিনিট

পরিশিষ্ট–৩

মাই টিভির সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচী

সময়	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার
৭.০০	শুভ সকাল	শুভ সকাল	শুভ সকাল	শুভ সকাল	শুভ সকাল	শুভ সকাল	শুভ সকাল
৭.৩০	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ	সকালের সংবাদ
৮.৩০	মুখোশ	স্পোর্টস উইক	সুফলা বাংলাদেশ	---------	স্বাস্থ্য শিক্ষা	দুরন্ত খবর	গানের বর্ণমালা
৯.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
১০.০০	স্বাস্থ্য লাইভ	আইটেক	স্পোর্টস নিউজ	চেনা অচেনা	জীবন যাপন	স্পোর্টস উইক	বাংলা সিনেমা
১০.৩০	---------	নাটক	দেশ মহাদেশ	নাটক	ধারাবাহিক নাটক	---------	
১১.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
১২.০০	সাতসুর	লিটিল ষ্টার	পাকের ঘর	সাতসুর	লিটিল ষ্টার	চটপট রান্না	বাংলা সিনেমা
০১.০০	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	
০২.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	বাংলা সিনেমা	

Dhaka University Institutional Repository

০৪.০০	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ
০৫.৩০	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো	কার্টুন-পপেটশো
০৬.০০	নিউজ	নিউজ	নিউজ	নিউজ	নিউজ	নিউজ	নিউজ
	সাত সুর	সাত সুর	গানের বর্ণমালা	সাত সুর	সাত সুর	গানের বর্ণমালা	সাত সুর
০৭.১৫	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান	রুপালী পর্দার গান
০৮.০০	নাটক	পাকের ঘর	ধারাবাহিক নাটক	চটপট রান্না	ক্যারিয়ার লাইন টানিং পন্টে	সুর সুরভি	মিউজিক ভিউ
০৮.৩০	ক্যারিয়ার লাইন টানিং পন্টে	মিউজিক ভিউ	পাকের ঘর	ধারাবাহিক নাটক	লাইম লাইট	আইটেক	অপরাজিতা
০৯.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
১০.০০	ক্যারিয়ার লাইন	সুফলা বাংলাদেশ	ধারাবাহিক নাটক	লাইম লাইট	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	মুখোশ
১০.৩০	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	চিত্রবিচিত্র	রান্না বান্না	---------	মা আমার মা	---------
১১.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
১২.০০	সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ শিরোনাম	সংবাদশিরোনাম	সংবাদ শিরোনাম	সংবাদ শিরোনাম

Dhaka University Institutional Repository

	দেশ মহাদেশ		জীবন যাপন	নাটক	টকশো		টকশো
০১.০০	ক্যারিয়ার লাইন	ধারাবাহিক নাটক	দিন বদলের দোলা	লাইম লাইট	----------	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক
০২.৩০	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ	সংবাদ
৩০.০০	ধারাবাহিক নাটক	সাতসুর	সুফলা বাংলাদেশ	সাতসুর	রঙবেরং	সাতসুর	নাটক
৪.৩০	স্বাস্থ্য চিন্তা		রঙবেরং				
০৫.৩০	ধারাবাহিক নাটক	টক শো	চিত্রবিচিত্র	রান্না ঘর		ধারাবাহিক নাটক	চেনা অচেনা
০৬.৩০	অপরাজিতা	ধারাবাহিক নাটক	জীবন যাপন	দেশ মহাদেশ	দিন বদলের দোলা	ধারাবাহিক নাটক	

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–৪

বাংলাভিশন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচী

সময়	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার
৬.০০	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক
৬.৩০	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক
৭.০০	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন
৭.৩০	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ
৮.০০	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন	দিন প্রতিদিন
৮.৩০	মীনা কার্টুন	মিডিয়াভুবন	ক্লাসের বাইরে/ ক্যাম্পাস ভিত্তিক	ক্লাসের বাইরে/ ক্যাম্পাস ভিত্তিক	টক শো	স্টাইল ফাইল	শ্যামল বাংলা/কৃষি
৯.০০	সংবাদ শিরোনাম	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ
৯.০৫	------	---------	মিডিয়া ভুবন	সকালবেলার রোদ্দুর	শ্যামল বাংলা/কৃষি	সকাল বেলার রোদ্দুর	লাল গোলাপ

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩০	---	সকালবেলার রোদ্দুর	সকালবেলার রোদ্দুর		স্পোর্টস টাইম		
১০.০০	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ
১০.১০	শ্রদ্ধাঞ্জলী/সরণসভা/ দিবস পালন	আর্ট শো লাল গোলাপ	আর্ট শো লাল গোলাপ	অন্য নয়ন	খবরের সন্ধানে		চিকিৎসা বিষয়ক
সময়	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার
১১.০০	প্রাত্যহিক সংগীত	শুধুই গান	শুধুই গান	শুধুই গান	প্রাত্যহিক সংগীত	শুধুই গান	শুধুই গান
১১.০৫	--------	----------	----------	----------			হাউজিং বার্তা
১২.০০	সংবাদ সর্বশেষ	সংবাদ সর্বশেষ	সংবাদ সর্বশেষ	সংবাদ সর্বশেষ			
১২.০৫	ষ্টাইল ফাইল	ষ্টাইল ফাইল	ষ্টাইল ফাইল	ষ্টাইল ফাইল		আমার আমি/টকশো	হিষ্ট্রি অব ইসলাম
১২.৩০	স্কাই শপ (বিজ্ঞাপন)	স্কাই শপ (বিজ্ঞাপন)	স্কাই শপ (বিজ্ঞাপন)	স্কাইশপ(বিজ্ঞাপন)	স্কাই শপ (বিজ্ঞাপন)	স্কাই শপ (বিজ্ঞাপন)	স্কাইশপ (বিজ্ঞাপন)
১.০০	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন
১.২০	স্কাই শপ	স্কাই শপ	স্কাই শপ	স্কাই শপ	স্কাই শপ	স্কাই শপ	স্কাই শপ

Dhaka University Institutional Repository

১.৪০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২.০০	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ
২.৩০	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ	বিটিভি সংবাদ
৩.০০	সিনেমা	ডসনেমা	সিনেমা	সিনেমা	সিনেমা	সিনেমা	সিনেমা
৪.০০	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ	সর্বশেষ সংবাদ
৫.০০	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ	দেশের সংবাদ
৫.২০	----------			মনের কথা	----------		
৬.০০	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন	নিউজ টপটেন
৬.১০	আড্ডা ও গান	ক্লাসের বাইরে/ ক্যাম্পাস ভিত্তিক	ক্লাসের বাইরে/ ক্যাম্পাস ভিত্তিক	স্পোর্টস টাইম		শ্যামল বাংলা/কৃষি	ধারাবাহিক নাটক

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩০	----------	দূর্গা পূজা, মহামায়া		লাইফ স্টাইল			
৭.৩০	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ
৮.১৫	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক

৯.০৫	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	টক শো পরম্পরা	রূপ চর্চা	মিডিয়া ভূবন	
৯.৪৫	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	আমাদের রান্নাঘর	ষ্ট্রিট শো			
১০.৩০	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ	বাংলাভিশন সংবাদ
১১.৩০	আর্ট শো লাল গোলাপ	বিজনেস ভিশন	বিজনেস ভিশন		লাইভ কনসার্ট	টক অফ দা উইক	
১২.০০	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন	সংবাদ প্রতিদিন
১২.৩০	সিনেমার গান	সিনেমার গান	সিনেমার গান		রূপ চর্চা		
১.০০	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ	মধ্যরাতের সংবাদ

Dhaka University Institutional Repository

১.৩০	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক
২.০০	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক	ধারাবাহিক নাটক
৩.০০	গান ও আড্ডা	ক্লাসের বাইরে	ধারাবাহিক নাটক	লাইফ স্টাইল		ক্লাসের বাইরে	
৪.০০	সর্বশেষ সংবাদ	আর্টশো লাল গোলাপ	অন্য নয়ন	শ্যামল বাংলা কৃষি			
৪.৩০					লাইফ স্টাইল	টক অফদাউইক	
৫.০০	শুধু গান	বিজনেস ভিশন	বিদেশী খবর পর্যালোচনা	গুডনাইট লাইফ স্টাইল			

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ৬

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা শিরোনাম "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"

নামঃ.....

পেশাঃ.....বয়স.....

ঠিকানা/কর্মক্ষেত্র ঃ.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ .....

দেশে বর্তমানে চালু টেলিভিশন চ্যানেল সমুহে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের অসুবিধা সমূহ এবং অনুষ্ঠানের মান-উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষাও তথ্য সচেতনতার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্ত কাম্য। নিম্নে নির্দিষ্ট ঘরে (√) চিহ্ন অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

==========

সাধারণ দর্শকদের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র

১। ক্লাসের সকল পাঠ আপনি (শিক্ষার্থী) কতটা বুঝতে পারেন?

অল্প	মোটামুটি	অধিকাংশ

২। আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত উপকরন আছে কি?

অল্প সংখ্যক	মোটামুটি	যথেষ্ঠ

৩। আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্যবই, উপকরন কিনতে পারে কি?

অল্প সংখ্যক পারে	অর্ধেক পারে	বেশি সংখ্যক পারে

৪। শিক্ষার কোন মাধ্যমটি শেখার জন্য আপনার বেশি পছন্দ?

(ক) রেডিও

(খ) টেলিভিশন

(গ) বই ও পত্রিকা

(ঘ) বিদ্যালয়ের ক্লাস

(ঙ) নিজে নিজে চিন্তাকরে

Dhaka University Institutional Repository

৫। সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে নতুন কোন বিষয় শিখতে আপনি নিচের কোন পদ্ধতি বেছে নিবেন?

ক) পত্রযোগাযোগের মাধ্যমে

খ) কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে

গ) টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে

ঘ) প্রাইভেট কোচিংএ ভর্তি হয়ে

৬। আপনি টেলিভিশন দেখেন কতটা ?

কম	মাঝেমাঝে	নিয়মিত

৭। । টি. ভি-র কোন অনুষ্ঠান আপনার বেশি পছন্দ ?

বিনোদন	খবর	তথ্যভিত্তিক বিনোদন	খেলাধুলা	অন্যান্য

৮। টি. ভি-র শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখেন কি?

হ্যাঁ	না

যদি না দেখেন তার কারণ কি?

বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়	অপ্রয়োজনীয়	অন্যান্য

৯। টেলিভিশন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো কেমন হলে বেশি ভাল হত ?

(ক) প্রতি দিনে একই সময়ে হলে

(খ) অনুষ্ঠানের সময় বাড়ালে

(গ) দর্শকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে (চিঠি পত্র/প্রশ্ন উত্তর/ হাল্কা বিনোদন)

১০। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে শিক্ষালাভের জন্যে সহজ মাধ্যম কোনটি হতে পারে?

টি. ভি, রেডিও	পত্র পত্রিকা	অন্যান্য

১১। শিক্ষামূলক ভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রয়োজন আছে কি?

হ্যাঁ	না

এব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ/মতামত----------

১২। শিক্ষামুলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে কী কী বিষয়ে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়?

কয়েকটি অনুষ্ঠানের নাম বলবেন কি ----------

মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ৭

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা শিরোনাম "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"

নামঃ.....

পদবী ঃ.....বয়স.....

কর্মক্ষেত্র ঃ.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ.....

দেশে বর্তমানে চালু টেলিভিশন চ্যানেল সমুহে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের অসুবিধা সমূহ এবং অনুষ্ঠানের মান-উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষাও তথ্য সচেতনতার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্ত কাম্য। নিম্নে নির্দিষ্ট ঘরে (√) চিহ্ন অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

==========

শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র

১। ক্লাসের পাঠ কতভাগ শিক্ষার্থী বুঝতে পারে বলে আপনি মনেকরেন ?

অল্প সংখ্যক	অর্ধেক	অধিকাংশ

২। আপনার প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের জন্য উপযুক্ত উপকরন আছে কি?

অল্প সংখ্যক	মোটামুটি	যথেষ্ঠ

৩। আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা ?

অল্প সংখ্যক	অর্ধেক	বেশি সংখ্যক

৪। আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্যবই, উপকরন কিনতে পারে কি?

অল্প সংখ্যক পারে	অর্ধেক পারে	বেশি সংখ্যক পারে

৫। সুযোগ ও ইচ্ছা থাকলে নতুন কোন বিষয় শিখতে আপনি নিচের কোন পদ্ধতি বেছে নিবেন?

ক) পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে

খ) কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে

গ) টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে

ঘ) প্রাইভেট কোচিংএ ভর্তি হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

৬। গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাস্তবায়নে একটি সতন্ত্র টেলিভিশন চ্যানেলের প্রয়োজন আপনি অনুভব করেন কি?

হ্যাঁ	না

৭। আপনি টেলিভিশনের কোন কোন অনুষ্ঠান বেশি দেখেন?

বিনোদন	খবর	তথ্যভিত্তিক বিনোদন	খেলাধুলা	অন্যান্য

৮। শিক্ষা ও তথ্যমুলক অনুষ্ঠান দেখেন দেখলে টেলিভিশনের কোন কোন/কি ধরনের শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান দেখেন? (কিছু অনুষ্ঠানের নাম বলুন)----------

৯। অনুষ্ঠান দেখলে উক্ত অনুষ্ঠান দেখে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

অল্প	মোটামুটি	যথেষ্ঠ

১০। শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেল খোলার ব্যাপারে আপনার মতামত লিখুন-------

১১। শিক্ষামুলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে কী কী বিষয়ে অনুষ্ঠান হলে ভাল হয়?
আপনার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের/বিষয়ের নাম লিখুন- ----------

১২। শিক্ষামুলক টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান কোন শ্রেণীর দর্শক বেশি দেখবে বলে আপনি মনে করেন?----------

১৩। শিক্ষামুলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে কোন বিষয়ে বেশি সফল হতে পারে ?

ক্রমিক	বিষয়	বেশি	মাঝারি	অল্প
১	গনশিক্ষা			
২	অব্যাহত শিক্ষা			
৩	জন-সচেতনতা			
৪	ক্লাসের বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা			
৫	আত্ম উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা			
৬	শিক্ষক প্রশিক্ষণ			
৭	তথ্য প্রদান বিষয়ক			

১৪। কোন সময়ে শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার হলে দর্শক/আপনার দেখতে সুবিধা হবে?

মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট– ৮

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা শিরোনাম "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"

নামঃ.....

পেশাঃ.....বয়স.....

ঠিকানা.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ .....

দেশে বর্তমানে চালু টেলিভিশন চ্যানেল সমূহে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের অসুবিধা সমূহ এবং অনুষ্ঠানের মান-উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ,গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষাও তথ্য সচেতনতার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্ত কাম্য। নিম্নে নির্দিষ্ট ঘরে (√) চিহ্ন অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

==========

সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সমুহের মতামত সংগ্রহের প্রশ্ন পত্র

১। আপনার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের উপকরন যথেষ্ঠ আছে কি?

অল্প সংখ্যক	মোটামুটি	যথেষ্ঠ

২। আপনার এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা?

অল্প সংখ্যক	অর্ধেক	বেশি সংখ্যক

৩। আপনার এলাকার শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্যবই, উপকরন কিনতে পারে কি?

অল্প সংখ্যক পারে	অর্ধেক পারে	বেশি সংখ্যক পারে

৪। শিক্ষার অন্যতম ধারা গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়গুলি বাংলাদেশে কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে বলে মনে করেন----------

৫। গনশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা, জন সচেতনতা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি সহজে বাস্তবায়ন যোগ্য করা যায়-

ক) এলাকা ভিত্তিক গনশিক্ষা বিভাগের শাখা খুলে

খ) এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গনশিক্ষা বিভাগ খুলে

গ) শিক্ষা সম্প্রচারকে প্রাধান্য দিয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালুকরা

৬। আপনি টেলিভিশনের কোন কোন অনুষ্ঠান বেশি দেখেন?

বিনোদন	খবর	তথ্যভিত্তিক বিনোদন	খেলাধুলা	অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

৭। যদি টেলিভিশনের শিক্ষা ও তথ্য মুলক অনুষ্ঠান কম দেখেন তার কারণ কি?

বাস্তবতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়	অপ্রয়োজনীয়	অন্যান্য

৮। দেখলে টেলিভিশনের কোন কোন/কি ধরনের শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান দেখেন?

(কিছু অনুষ্ঠানের নাম বলুন)----------

৯। শিক্ষামুলক অনুষ্ঠান দেখলে উক্ত অনুষ্ঠান দেখে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

সন্তুষ্ট নয়	মোটামুটি সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট

১০। স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেলের প্রয়োজন আছে কি?

হ্যাঁ	না

মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট–৯

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা শিরোনাম "স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই"

নামঃ.....

পদবীঃ.....বয়সঃ.....

কর্মক্ষেত্র ঃ.....

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ.....

দেশে বর্তমানে চালু টেলিভিশন চ্যানেল সমুহে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের অসুবিধা সমূহ এবং অনুষ্ঠানের মান-উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ,গণশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষাও তথ্য সচেতনতার জন্য টেলিভিশন চ্যানেলকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্ত কাম্য। নিম্নে নির্দিষ্ট ঘরে (√) চিহ্ন অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মতামত প্রকাশ করুন।

==========

বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সাক্ষাৎকার পত্র

১। আপনি কি মনে করেন টি.ভি.তে নতুন কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চালু করা প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ	না

প্রয়োজন হলে কোন অনুষ্ঠান তার নাম লিখুন .....

২। বর্তমানে চালু টি.ভি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কোন পরিবর্তন দরকার আছে কি?

হ্যাঁ	না

উত্তর হ্যাঁ হলে কিরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন----------

৩। বর্তমানে চালু টি.ভি. চ্যানেলে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের বরাদ্দকৃত সময় কি যথেষ্ঠ?

হ্যাঁ	না

যথেষ্ঠ না হলে বরাদ্দ সময় কেমন হলে ভাল হয়?----------

৪। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনায় কাদের সহায়তা হলে ভাল হয়?

(ক) গণশিক্ষা অধিদপ্তরে সাথে একত্রে করলে

(খ) সরকারি বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে

(গ) শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান /এনজিও'র

৫। টেলিভিশন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান গুলো কেমন হলে বেশি ভাল হত ?

(ক) নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে হলে

(খ) অনুষ্ঠানের সময় বাড়ালে

(গ) দর্শকের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে (চিঠি-পত্র/প্রশ্ন-উত্তর/ হাল্কা বিনোদন)

Dhaka University Institutional Repository

৬। শিক্ষামুলক টিভি চ্যানেল পরিচালনায় (এন,জি ও/ বেসরকারী সংস্থা) সহযোগিতা দরকার আছে কি?

হ্যাঁ	না

উত্তর হ্যাঁ হলে কিরূপ সহযোগিতা, পরামর্শ থাকলে লিখুন----------

৭। শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার আছে।

হ্যাঁ	না

৮। আপনার মতে টি.ভি. শিক্ষামূল অনুষ্ঠান কতটুকু সন্তোষজনক ।

(ক) সন্তোষজনক নয়

(খ) মোটামুটি সন্তোষজনক

(গ) সন্তোষজনক

৯। টি.ভি. শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারে সুবিধা অসুবিধা সমূহঃ-

	পর্যাপ্ত	অপর্যাপ্ত
অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞ সংখ্যা		
অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা		
রাজনৈতিক সহযোগিতা		
অর্থনৈতিক সুবিধা		
সময় বরাদ্দ		
প্রশাসনিক সহযোগিতা		
কারিগরী সুবিধা		

১০। স্বতন্ত্র শিক্ষামূলক টি.ভি. চ্যানেলের প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

হ্যাঁ	না

যদি প্রয়োজন থাকে এ ব্যাপারে আপনার মতামত লিখুন....

মতামত প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ